মুসলিম শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফেযুল হাদীস হযরত আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহ) এই সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ) তাঁর অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহ) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত ৩ লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর 'সহীহ্' সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীয়তের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীয়তের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীয়তের মৌলিক দুটি উৎস– পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রথিতযশা আলেমদেরকে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। অল্পকালের মধ্যেই এর মুদ্রিত কপিগুলো ফুরিয়ে যায়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী (সা)-এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী– পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী– পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (রহ)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেজ আবূ বকর আল খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্‌ম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে আন্তঃঅধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস এবং সূত্র ও ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলুম ও ফুনুন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে এর ভূমিকা পর্বটি হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনার জন্য পাঠকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ এবং হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন—তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ "ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত—যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব, ভাষা—উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত ; এর নাম 'সুন্নাহ্' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী করীম (সা) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায়, নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কুরআনের ধারক, বাহক এবং কুরআন তাঁর ওপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ এবং বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী করীম (সা) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوْحٰى

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহ্র ওহী।" (সূরা নাজ্ম ঃ ৩ ও ৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ - لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম।" (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "রুহুল কুদ্স (জিব্রাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন–নির্ধারিত পরিমাণ রিযক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না।"– (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ্) "আমার কাছে জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে 'তাকবীর' ও 'তাহলীল' বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।" (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩) "জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস।" (আবু দাঊদ, ইবন মাজা, দারিমী) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর ঃ ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্‌মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্র কালামের লক্ষ্য, তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহ্কামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে 'হাদীস' (حديث) মানে—কথা ; প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে তা-ই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী (সা) আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম 'সুন্নাত' (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ– চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী (সা) অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী (সা)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক প্রচারিত যে অনুপম আদর্শ তা-ই সুন্নাত। কুরআন মজীদে 'মহোত্তম আদর্শ' (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বোঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয়, তা বোঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় 'খবর' (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বোঝায়।

'আছার' (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই 'হাদীস' ও 'আছার'-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে, সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে 'আছার' বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্ব কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না, কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব 'আছার'কে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صحابى) ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'সাহাবী' বলে।

তাবিঈ (تابعى) ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে 'তাবিঈ' বলে।

মুহাদ্দিস (محدث) ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলে।

শায়খ (شيخ) ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে 'শায়খ' বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বক্র ও উমর (রা)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্হের পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়।

হাফিয (حافظ) ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাফিয' বলে। একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হুজ্জাত' (حجة) বলে।

হাকিম (حاكم) ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকিম' বলে।

রাবী (راوى) ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁকে রাবী বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল (رجال) ঃ হাদীসের রাবীসমষ্টিকে 'রিজাল' বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'আসমাউর রিজাল' (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত (روايت) ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ (سند) ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 'সনদ' বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন (متن) ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে 'মতন' বলে।

মারফূ (مرفوع) ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝ খান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'মারফূ' হাদীস বলে।

মাওকূফ (موقوف) ঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে 'মাওকূফ হাদীস' বলে। এর অপর নাম 'আছার' (اثر)।

মাকতূ' (مقطوع) ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 'মাকতূ হাদীস' বলে।

তা'লীক (تعليق) ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে 'তা'লীক' বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ্ এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারিগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস (مدلس) ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হয় যে তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের কাছে তা শুনেছেন অথচ তিনি তার কাছে সে হাদীস শুনেন নি, সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদাল্লাস' বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদ্লীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন, তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র নির্ভরযোগ্য সিকাহ্ রাবী থেকেই তাদ্লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের কাছে শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুয্তারাব (مضطرب) ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে 'হাদীসে মুয্তারাব' বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদ্রাজ (مدرج) ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন সে হাদীসকে 'মুদ্রাজ' বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদ্রাজ' (ادراج) বলে। ইদ্রাজ হারাম, অবশ্য যদি এর দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদ্রাজ বলে সহজে বোঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল (متصل) ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে 'মুত্তাসিল' হাদীস বলে।

মুনকাতি' (منقطع) ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি হাদীস' বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা' (انقطاع)।

মুরসাল (مرسل) ঃ যে হাদীসের সনদের ইন্কিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে 'মুরসাল' হাদীস বলে।

মুতাবি' ও শাহিদ (متابع ، شاهد) ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় ; তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির 'মুতাবি' বলে—যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে 'মুতাবা'আত' বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন ; তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে 'শাহিদ' বলে। আর এরূপ হওয়াকে 'শাহাদত' বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক (معلق) ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে—তাকে 'মু'আল্লাক' হাদীস বলে।

মা'রূফ ও মুনকার (معروف ، منكر) ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে—অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে 'মা'রূফ' বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে 'মুনকার' বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ্ (صحيح) ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত—তাকে 'সহীহ্' হাদীস বলে।

হাসান (حسن) ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্‌তগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে—তাকে 'হাসান' হাদীস বলে। ফিকাহ্‌বিদগণ সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ (ضعيف) ঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন—তাকে 'যঈফ' হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যঈফ বা দুর্বল বলা হয়—অন্যথায় (নাউজুবিল্লাহ্) মহানবী (সা)-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ' (موضوع) ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে—তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক (متروك) ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত—তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাতরূক' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম (مبهم) ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি—যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে 'মুবহাম' হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সাহাবী না হলে—তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির (متواتر) ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন—যাদের পক্ষে মিথ্যার উপর দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে 'মুতাওয়াতির' হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) ঃ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে 'খবরে ওয়াহিদ' বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহুর (مشهور) ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'মাশহুর' হাদীস বলে।

আযীয (عزيز) ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'আযীয' বলে।

গরীব (غريب) ঃ যে সহীহ্ হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'গরীব' হাদীস বলে।

হাদীসে কুদ্‌সী (حديث قدسى) ঃ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে (যেমন قال الله) আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা)-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্‌রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন ; মহানবী (সা) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে 'হাদীসে ইলাহী' (الهى) বা 'হাদীসে রব্বানী' (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে 'মুত্তাফাক আলায়হ' হাদীস বলে।

আদালত (عـدالـت) ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্ওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদালত' বলে। এখানে তাক্ওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তাঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বোঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'আদিল' বলে।

যাবৃত (ضـبـط) ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যাবৃত' বলে।

সিকাহ (ثـقـة) ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবৃত, উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে 'সিকাহ' 'সাবিত' (ثـابـت) বা 'সাবাত' (ثـبـت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. আল-জামি' (الـجـامـع) ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহ্কাম-(শরী'আতের আদেশ নিষেধ), আখ্লাক ও আদব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের আদব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে 'আল-জামি' বলা হয়। সহীহ্ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ্ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান (الـسـنـن) ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরী'আতের হুকুম-আহ্কাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিক্হের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে 'সুনান' বলে। যেমন সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইব্ন মাজাহ্ ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ (الـمـسـنـد) ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে 'আল-মুসনাদ' বা আল-মাসানীদ (الـمـسـانـيـد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহ্মাদ (র)-এর আল-মুসনাদ, মুসনাদে আবূ দাঊদ, তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মু'জাম (الـمـعـجـم) ঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক-একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে 'আল-মু'জাম' বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত 'আল-মু'জামুল কাবীর'।

৫. আল-মুস্তাদরাক (المستدرك) ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে 'আল-মুস্তাদরাক' বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা (رسالة) ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে 'রিসালা' বা 'জুয' (جزء) বলে।

সিহাহ্ সিত্তাহ (الصحاح الستة) ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুআত্তাকে আবার কেউ কেউ সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন (صحيحين) ঃ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে একত্রে 'সহীহায়ন' বলে।

সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) ঃ সিহাহ্ সিত্তাহ্র অপর চারটি গ্রন্থ—আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাকে একত্রে 'সুনানে আরবা'আ' বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ্ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ মুআত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ্—বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরের কিতাব। সুনানে দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজা এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর মতে মুসনাদ ইব্ন আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে।

এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহ্গণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ্, হাসান, যঈফ, মারফূ ও মুনকার—সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবূ ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ,গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্‌ন হিব্বানের কিতাববুয-যু'আফা, ইব্‌ন আসীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবূ নু'আয়েমের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরি উক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ্ হাদীস রয়েছে ঃ

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ্ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ্ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।

এরূপে ইমাম মুসলিম বলেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ্, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ্ হাদীস ও সহীহ্ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে 'সিহাহ্ সিত্তা,' 'মুআত্তা ইমাম মালিক' ও 'সুনানা দারিমী' ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ্ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ্ ইব্‌ন খুযায়মা—আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হি.)

২.সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল মুস্তাদরাক হাকিম—আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (৪০২) হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দিন আল মাক্‌দিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হি) এবং ইব্‌ন হাযম যাহিরীর (৪৫৬ হি.)ও এক একটি সহীহ্ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ্ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কিনা তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাতশ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)[১]-সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাকরার বাদে ৩০ হাজার হাদীস

রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল 'কানযুল উম্মাল'-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্‌ন আহ্‌মাদ সমরকন্দীর 'বাহ্‌রুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবেঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ্ হাদীস হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে। (তাদ্‌বীন, ৫৪ পৃষ্ঠা) অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (সা)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِى فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّاهَا اِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا .

"আল্লাহ্! সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাযত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল– যে তা শুনতে পায়নি।"– (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০; উমদাতুল কারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫)।

মহানবী (সা) আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "আজ তোমরা আমার কাছে দীনের কথা শুনছ, তোমাদের কাছ থেকেও (তা) শুনা হবে এবং তোমাদের কাছ থেকে যারা শুনবে—তাদের থেকে (তা) শুনা হবে" (মুস্‌তাদরাক, হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের কাছে হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা কর"– (মুসনাদ আহ্‌মাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও"– (সহীহ্ বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেন ঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়"– (সহীহ্ বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ ১. উম্মাতের নিয়মিত আমল, ২. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের কাছে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং ৩. হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, এরপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (সা) যখনই কোন কথা বলতেন উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, এরপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর কাছ থেকে হাদীস মুখস্থ করা হতো"– (সহীহ্ মুসলিম, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নির্দেশই দিতেন সাহাবাগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী (সা)-এর কাছে হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত"– (আল মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস অধ্যয়ন করি"–(দারেমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল—সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস্ সুফ্‌ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখ হতো না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ

لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّى وَ مَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ .

"আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার কাছ থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে"– (সহীহ্ মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না—মহানবী (সা) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, " হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার"- (দারেমী)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম। এরপর তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখ। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না"–(আবূ দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন যা আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে শুনেছি"-(উলূমুল হাদীস, পৃষ্ঠা ৪৫)। এ সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (সা) বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَ اَوْمَا بِيَدِهٖ اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। এরপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন"–(তিরমিযী)।

আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিলেন। আবূ শাহ ইয়ামানী (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী করীম (সা) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন"– (সহীহ্ বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)।

হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ্ বলেন, "আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল"– (ফাতহুল বারী-শরহে বুখারী)। আবূ হুরায়রা (রা)-এর

সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে শুনে তা লিখে নিয়েছি। এরপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি– (মুস্‌তাদরাক হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৩)।

রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন– (মুসনাদ আহ্‌মাদ)।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সাথেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনা মুনাওয়ারার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল– (সহীহ্ বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত– (জামিউ বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)।

স্বয়ং মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যে সব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা)-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর মজলিসে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর কাছে স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর 'সহীফায়ে সাদিকা', আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফি [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)]-এর সংকলন (সমধিক প্রসিদ্ধ)।

সাহাবীগণ যেভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশ' তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবায়র, ইমাম যুহ্‌রী, হাসান বাসরী, ইব্‌ন শীরীন, নাফে', ইমাম যয়নুল আবেদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ্, মাসরূক, মাকহুল, ইকরামা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈর প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর

সাথে সাক্ষাৎ করে মহানবী (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলি, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবি্ঈ-তাবিঈনের কাছে পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাবঈ-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের কাছে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালের ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক (র) তাঁর 'মুআত্তা' গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের হাদীসের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হচ্ছে ঃ জামি' সুফিয়ান সাওরী, জামি' ইবনুল মুবারক, জামি' ইমাম আওযাঈ, জামি' ইব্‌ন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম---বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ্ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ্ সিত্তাহ) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' ও ইমাম আহ্‌মাদ (র) তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুস্‌তাদরাক হাকিম, সুনানুদ্ দারি কুত্‌নী, সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান, সহীহ্ ইব্‌ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর 'সুনানুল কুব্‌রা' ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য ও গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সহীহ্ ওয়াল সুনান, আত-তারগীব-ওয়াত-তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস-সুন্নাহ্, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃঃ) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র) হিজরী ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (সা)-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইন্‌শাল্লাহ্ তা'আলা অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

ইমাম মুসলিম (র)

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। তাঁর গোত্র বনূ কুশায়র ছিল আরবের প্রসিদ্ধ এক ঐতিহ্যবাহী গোত্র। খুরাসানের নিশাপুরে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ২০৪ হিজরী সনে (মতান্তরে ২০৩ হিজরী সনে) জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর তৎকালে যেমন একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনিভাবে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও ছিল এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব হতেই ইমাম মুসলিম (র) হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ইমাম বুখারী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত-তামীমী, সাঈদ ইব্‌ন মানসুর প্রমুখ।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীস বিষয়ে বিরাট ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ একমত। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এই পর্যায়ে আবূ হাতিম আর-রাযী, মূসা ইব্‌ন হারূন, আহমাদ ইব্‌ন সালামা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। হাদীসের ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চ মর্যাদা ও স্থানের কথা তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক (র) ইমাম মুসলিমকে বলেছিলেন, "যত দিন আল্লাহ্ আপনাকে মুসলিমদের জন্য হায়াতে রাখেন ততদিন তাঁরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না।" ইমাম আবূ যুরআ ও আবূ হাতিম আর-রাযী হাদীসের বিষয়ে তাঁকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ইমাম আবূ কুরায়শ (র) বলেন, হাফিযুল হাদীস চারজন ঃ ইমাম মুসলিম (র) হলেন তাঁদের একজন। ইমাম মুসলিমের মহামূল্য গ্রন্থাবলিও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গ্রন্থাবলির মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কিত জরুরী বিষয়ে প্রণীত। তন্মধ্যে তাঁর সহীহ্ মুসলিম, আল-মুসনাদুল কাবীর ও আল জামিউল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী (র) লিখেন, "তিনি তাঁর জীবনে কারো গীবত করেন নি বা কাউকে গালি দেন নি বা মারেন নি।"

ইমাম মুসলিম (র) ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও আশ্চর্য ধরনের। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাদীস নিয়েই মগ্ন ছিলেন। একবার তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেন নি। পরে ঘরে এসে তিনি তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মাঝে হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছে একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। এত গভীর মনোযোগসহ তিনি এতে লিপ্ত ছিলেন যে, যখন হাদীসটি পেলেন তখন এদিকে পাত্রের খেজুরও একে একে শেষ হয়ে গেছে। শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য সমস্ত জান্নাত হালাল করে দিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছা আমি যেন বসবাস করতে পারি।

সহীহ্ মুসলিম শরীফ

হাদীসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো 'আস্-সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ্' (الصحاح الستة) নামে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মাঝে সহীহ্ বুখারীর পরে হলো সহীহ্ মুসলিমের স্থান। এই মহান সংকলনটি হলো ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম (র) সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসবিদদের মতে সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম (র) কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে সহীহ্ বলে এই গ্রন্থে শামিল করেন নি ; অধিকন্তু প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন, সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এটি তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর কাছে পেশ করেছিলাম। তিনি যে হাদীস সম্বন্ধে দোষ আছে বলে ইংগিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি, সেগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি, আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ্ এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই আমি তা এই গ্রন্থে শামিল করেছি। তিনি আরো বলেন ঃ কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ্ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে শামিল করিনি বরং এ কিতাবে কেবল সেসব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি, যেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।

এভাবে দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করার পর সহীহ্ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরি করা হয়।

এই হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) নিজেই বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ দুশ' বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এই বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ইমাম মুসলিমের এই দাবি যে কত সত্য, পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। আজ এগারশ' বছরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সহীহ্ মুসলিমের সমান কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়নি। আজিও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিশ্বমানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আলো দান করছে।

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নি। এমনকি নিজের তরফ থেকে তরজুমানুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নি।

তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে যে শিরোনাম দেখা যায় তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা ইমাম নববীর সংযোজন।

মুহাদ্দিসগণ এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে বুখারী শরীফের তুলনায় মুসলিম শরীফ অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইয়াজ (র) বলেন, আমার উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বুখারী শরীফ অপেক্ষা মুসলিম শরীফকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে (যাঁর মত হাদীসের বড় হাফিয আমি আর একজনও দেখিনি) এই কথা বলতেও শুনেছি যে, আকাশের তলে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখিনি। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন আলী ইয়ামানী (র) বলেন ঃ কিছু লোক এসে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে আমার সামনে বিতণ্ডা শুরু করে। বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠ না মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম ঃ বিশুদ্ধতার বিচারে যেমন বুখারী শরীফ মর্যাদাসম্পন্ন, তেমনি অভিনব বিন্যাস বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনা কৌশল বিচারে সহীহ্ মুসলিম অতুলনীয়। হাফিযুল হাদীস ইব্ন কুরতুবী (র) সহীহ্ মুসলিম সম্পর্কে লিখেন ঃ ইসলামে এরূপ আর একখানি গ্রন্থ নেই।

ইমাম মুসলিমের সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তাঁর নিকট থেকে বহু ছাত্রই শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু যার সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনা ধারা সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে তিনি হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুফিয়ান নিশাপুরী (র)। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এই ইব্রাহীম ইব্ন সুফিয়ানের সঙ্গে ইমাম মুসলিমের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিমের সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহ্র দরবারে এই মহান গ্রন্থটি যে কতটুকু মকবুল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার প্রমাণ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলী আয-যাগওয়ানী (র)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ আপনি কিসের ওয়াসীলায় নাজাত পেয়েছেন ? তিনি তখন তাঁর হাতে রাখা মুসলিম শরীফের একটি কপির দিকে ইংগিত করে বললেন ঃ এই মহা গ্রন্থখানির ওয়াসীলায় আমি নাজাত পেয়েছি।

সূচিপত্র

مقدمة

মুকাদ্দামা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. **اَمَّا بَعْدُ** فَاِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ بِتَوْفِيْقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ اَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْاَخْبَارِ الْمَأْثُوْرَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سُنَنِ الدِّيْنِ وَاَحْكَامِهِ وَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ صُنُوْفِ الْاَشْيَاءِ بِالْاَسَانِيْدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ وَ تَدَاوَلَهَا اَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ فَاَرَدْتَ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ اَنْ تُوَقَّفَ عَلٰى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-সহ সকল নবী ও রাসূলগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হামদ্ ও সালাতের পর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার[১] প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তোমার স্রষ্টার মহানুগ্রহে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দীন-ইসলাম ও শরী'আতের বিধান (আদেশ-নিষেধ) সম্পর্কিত এবং পুরস্কার ও শাস্তি, উৎসাহ ও ভীতি ইত্যাদি সংক্রান্ত যেসব সহীহ্ হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় চলে আসছে আর হাদীসশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ যা পরপর ধারাবাহিক বর্ণনা করে আসছেন, তুমি তা জানার জন্য আমার কাছে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছ এবং তুমি সে সমস্ত হাদীস একই স্থানে সংকলন আকারে পাওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেছ। আল্লাহ্ তোমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।

وَسَاَلْتَنِيْ اَنْ اُلَخِّصَهَا لَكَ فِي التَّاْلِيْفِ بِلَا تَكْرَارٍ يَكْثُرُ فَاِنَّ ذٰلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيْهَا وَالْاِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا وَالَّذِيْ سَاَلْتَ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ حِيْنَ رَجَعْتُ اِلٰى تَدَبُّرِهِ وَ مَا تَؤُوْلُ اِلَيْهِ الْحَالُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَ مَنْفَعَةٌ مَوْجُوْدَةٌ وَ ظَنَنْتُ حِيْنَ سَاَلْتَنِيْ تَجَشُّمَ ذٰلِكَ اَنْ لَوْ عُزِمَ لِيْ عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِيْ تَمَامُهُ كَانَ اَوَّلُ مَنْ يُصِيْبُهُ نَفْعُ ذٰلِكَ اِيَّايَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِيْ مِنَ النَّاسِ لِاَسْبَابٍ كَثِيْرَةٍ يَطُوْلُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ اِلَّا اَنَّ جُمْلَةَ ذٰلِكَ اَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيْلِ مِنْ هٰذَا الشَّانِ وَ اِتْقَانَهُ اَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيْرِ مِنْهُ وَ لَاسِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَاتَمْيِيْزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ اِلَّا بِاَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيْزِ غَيْرُهُ فَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ فِيْ هٰذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ اِلَى الصَّحِيْحِ الْقَلِيْلِ اَوْلٰى بِهِمْ مِنْ اِزْدِيَادِ

১. ইমাম মুসলিম (র) এখানে তাঁর জনৈক ছাত্রকে সম্বোধন করেছেন। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, তাঁর নাম হচ্ছে আবূ ইসহাক ইবরাহীম।

السَّقِيْمِ

তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে যে, আমি যেন এ হাদীসগুলো সংকলন করতে গিয়ে কোন হাদীসের বারবার পুনরুল্লেখ না করি এবং সংকলনটি যেন সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তুত করি। তোমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব অনুধাবন করা এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের মাস'আলা বের করা, যা তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তা ব্যাহত হবে। আল্লাহ্ তোমাকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করুন। যে মহৎ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ, সে সম্পর্কে চিন্তা করে আমি যে শুভ পরিণাম দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ্ চাহেন তা খুবই স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হবে। তুমি আমাকে যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছ, তার প্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করে দেখেছি, যদি আমার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয় এবং আমার চেষ্টা ও সাধনা সার্থক প্রমাণিত হয় তা হলে আমিই প্রথমে অন্যের পূর্বে এর সুফল লাভে সমর্থ হব। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। সে সবের বর্ণনা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বে।

তবে সার কথা হচ্ছে, অধিকসংখ্যক হাদীস আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়ার চাইতে অল্পসংখ্যক হাদীস বিশুদ্ধ ও যথাযথভাবে মনে রাখা সাধারণের পক্ষে সহজ। এতে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। কারণ তারা অন্যের সাহায্য ব্যতীত বিশুদ্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় তাদের জন্য অধিকসংখ্যক দুর্বল হাদীস বর্ণনা করার পরিবর্তে অল্পসংখ্যক সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করাই শ্রেয়।

وَ اِنَّمَا يُرْجٰى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْاِسْتِكْثَارِ مِنْ هٰذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيْهِ بَعْضُ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِاَسْبَابِهِ وَ عِلَلِهِ فَذٰلِكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ يَهْجُمُ بِمَا اُوْتِيَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْاِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ فَاَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِيْنَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ اَهْلِ التَّيَقُّظِ وَ الْمَعْرِفَةِ فَلَا مَعْنٰى لَهُمْ فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ الْكَثِيْرِ وَ قَدْ عَجَزُوْا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيْلِ ثُمَّ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُبْتَدِئُوْنَ فِيْ تَخْرِيْجِ مَا سَاَلْتَ وَ تَاْلِيْفِهِ عَلٰى شَرِيْطَةٍ سَوْفَ اَذْكُرُهَا لَكَ وَ هُوَ اِنَّا نَعْمِدُ اِلٰى جُمْلَةِ مَا اُسْنِدَ مِنَ الْاَخْبَارِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَقْسِمُهَا عَلٰى ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ وَ ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلٰى غَيْرِ تَكْرَارٍ اِلَّا اَنْ يَاْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنٰى فِيْهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيْثٍ فِيْهِ زِيَادَةُ مَعْنًى.

অবশ্য এক বিশেষ শ্রেণীর লোক, যারা ইল্মে হাদীসে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণে সিদ্ধহস্ত, অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনা, সংকলন এবং পুনরাবৃত্তি তাদের উপকারে আসতে পারে। এসব লোক নিজেদের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হাদীসের বিরাট সংকলন থেকে আল্লাহ্র ইচ্ছায় লাভবান হতে পারে। পক্ষান্তরে সাধারণ লোকের পক্ষে অধিকসংখ্যক হাদীসের অন্বেষণ অর্থহীন। কেননা তারা অল্পসংখ্যক হাদীসের মধ্যেই সহীহ্, যঈফ (বিশুদ্ধ ও দুর্বল) ইত্যাদি নির্ণয়ে অক্ষম। অতঃপর তোমার অনুরোধে আল্লাহ্ চাহেন তো হাদীস সংকলনের কাজে আমি একটি নীতি অবলম্বন করে এগিয়ে যাব। আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যেসব হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে আসছে, আমি শুধু সেগুলো থেকেই সংকলন করব। আবার বর্ণনাকারীদের তিনটি স্তর অনুযায়ী হাদীসগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করব এবং কোন হাদীসের পুনরাবৃত্তি করব

না। তবে যদি কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা। এর দু'টি কারণ ঃ এক. পরবর্তী বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত বিষয় আছে।

أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ لأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلاَ نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَأَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمْ اخْتِلاَفٌ شَدِيدٌ وَلاَ تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ.

দুই. কোন বিশেষ কারণে একটি সনদের সমর্থনে আরেকটি সনদ আনার প্রয়োজন হয়। কেননা একটি বর্ধিত বিষয় একটি পূর্ণ হাদীসের স্থলাভিষিক্ত হয় বলে তার পুনর্বার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অথবা যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা এই বর্ধিত অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ হাদীস থেকে পৃথক করে বর্ণনা করব। তবে অনেক সময় পূর্ণ হাদীস থেকে সে অংশ পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে পূর্ণ হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করাই নিরাপদ। অবশ্য যদি আমরা পূর্ণ হাদীসটির পুনরুল্লেখ না করে অতিরিক্ত অংশ পৃথকভাবে বর্ণনা করতে পারি তাহলে কেবল সনদ সহকারে অতিরিক্ত অংশটুকুই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

প্রথম শ্রেণীতে আমরা হাদীস বর্ণনা করব, যেগুলো সবদিক থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত। কারণ এগুলোর বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ও আস্থাভাজন। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে বড় রকমের বিরোধ নেই কিংবা তেমন গরমিলও নেই, যেমন অনেক রাবীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের বর্ণনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশও পেয়েছে।

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ وَنُقَّالِ الأَخْبَارِ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإِتْقَانِ وَالاِسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ

يَفْضُلُوْنَهُمْ فِى الْحَالِ وَ الْمَرْتَبَةِ لِاَنَّ هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيْعَةٌ وَ خَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ اَلاَ تَرٰى اَنَّكَ اِذَا وَازَنْتَ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَاهُمْ عَطَاءً وَ يَزِيْدَ وَ لَيْثًا بِمَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ وَ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ فِىْ اِتْقَانِ الْحَدِيْثِ وَ الْاِسْتِقَامَةِ فِيْهِ وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِيْنَ لَهُمْ لاَيُدَانُوْنَهُمْ لاَشَكَّ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ فِىْ ذٰلِكَ لِلَّذِىْ اسْتَفَاضَ عِنْدَ هُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُوْرٍ وَ الْاَعْمَشِ وَ اِسْمَاعِيْلَ وَ اِتْقَانِهِمْ لِحَدِيْثِهِمْ وَ اَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَ يَزِيْدَ وَ لَيْثٍ وَ فِىْ مِثْلِ مَجْرٰى هٰؤُلاَءِ–

এঁদের বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণ সংকলনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করব, যারা বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ প্রথম স্তরের রাবীদের অনুরূপ মেধা, স্মৃতিশক্তি ও সুখ্যাতির অধিকারী নন। এঁরা প্রথম স্তরের রাবীদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন না হলেও এঁদের দোষত্রুটি প্রকাশ পায়নি এবং সত্যবাদী ও হাদীসের রাবী হিসেবে এঁরা স্বীকৃতি লাভ করেছেন। হাদীস বিশারদগণ এঁদের কাছে নির্দ্বিধায় ইল্ম হাসিল করেছেন। যেমন আতা ইব্ন সায়িব, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ ও লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম এবং এ ধরনের অন্যান্য রাবী। এ ধরনের রাবীগণ যদিও জ্ঞান, চরিত্র ও যোগ্যতার দিক থেকে আলিমদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁরা সমকালীন সিকাহ রাবীদের সম-মর্যাদার অধিকারী নন। হাদীস-বিশেষজ্ঞদের কাছে এই স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা, উন্নত মর্যাদা ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ড।

উপরোক্ত তিনজন অর্থাৎ আতা, ইয়াযীদ ও লাইসকে মানসুর ইব্ন মু'তামির, সুলাইমান আল্-আ'মাশ ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদের সাথে হাদীস সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও মজবুতির মানদণ্ডে তুলনা করলে দেখা যাবে তাঁদের মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা মানসুর আ'মাশ ও ইসমাঈলের ধারেকাছেও পৌঁছাতে সক্ষম নন। নিঃসন্দেহে মানসুর, আ'মাশ ও ইসমাঈলের স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে যতখানি প্রসিদ্ধ, আতা, ইয়াযীদ ও লাইসের ক্ষেত্রে ততখানি নয়।

اِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْاَقْرَانِ كَابْنِ عَوْنٍ وَ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ مَعَ عَوْفِ بْنِ اَبِىْ جَمِيْلَةَ وَ اَشْعَثَ الْحُمْرَانِىِّ وَ هُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَ ابْنِ سِيْرِيْنَ–كَمَا اَنَّ ابْنَ عَوْنٍ وَ اَيُّوْبَ صَاحِبَاهُمَا اِلاَّ اَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ هٰذَيْنِ بَعِيْدٌ فِىْ كَمَالِ الْفَضْلِ وَ صِحَّةِ النَّقْلِ وَ اِنْ كَانَ عَوْفٌ وَ اَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوْعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَ اَمَانَةٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ وَ لٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ–

ইব্ন আওন ও আইউব সাখতিয়ানীকে সমকালীন রাবী আউফ ইব্ন আবূ জামীলা ও আশ'আস হুমরানীর সঙ্গে তুলনা করলে মর্যাদা ও নির্ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাবে। অথচ ইব্ন আওন ও আইউব এবং আউফ ও আশ'আস চারজনই হাসান বসরী ও ইব্ন সীরীনের শাগরিদ। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে শেষোক্ত দুজনও সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'জনের সঙ্গে এ দু'জনের মর্যাদার পার্থক্য অনেক।

وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هٰؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ وَ قَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَّا مَاكَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِي وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ وَ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَ أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِي وَ أَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اتُّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَ تَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ وَكَذٰلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ -

আমরা এখানে কয়েকজন রাবীর নাম উল্লেখ করে উপমা পেশ করছি। হাদীস-বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন দিক থেকে যে মর্যাদাগত ও যোগ্যতার তারতম্য রয়েছে, তা যিনি জানেন না এ দৃষ্টান্ত তার জন্য পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করবে। ফলে তিনি উচ্চমর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখবেন না এবং নিম্ন-মর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর উপরে স্থান দেবেন না, বরং প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় সমাসীন রাখবেন।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রত্যেককে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেই।

বিষয়টি কুরআনের এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

"প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে এক মহাজ্ঞানী।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬)

তোমার অনুরোধে আমরা উল্লেখিত শর্ত সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস সংকলন করব। কিন্তু হাদীস বিশারদদের অধিকাংশ কিংবা তাঁদের সবাই যেসব রাবীর সমালোচনা করেছেন বা দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করেছেন কিংবা তাদের মিথ্যাচারী বলে উল্লেখ করেছেন, আমরা এদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করব না। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মিসওয়ার আবূ জা'ফর আল-মাদায়িনী, আম্র ইব্ন খালিদ, আবদুল কুদ্দুস শামী, মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ আল-মাসলূব, গিয়াস ইব্ন ইবরাহীম, সুলায়মান ইব্ন 'আমর, আবূ দাউদ নাখঈ এবং এদের মতো আরও অন্য রাবীগণ। এদের বিরুদ্ধে ভুয়া হাদীস বর্ণনা করার এবং মনগড়া হাদীস রচনার অভিযোগ রয়েছে। আর যাদের

বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পরিপন্থী (মুনকার) অথবা ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাদের বর্ণিত হাদীসও আমরা গ্রহণ করব না।

وَعَلاَمَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ اِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ اَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ اَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا فَاِذَا كَانَ الْاَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذٰلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلاَ مُسْتَعْمَلِهِ.

[ইমাম মুসলিম (র) মুনকার হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন] ঃ মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীসের নিদর্শন এই যে, কোন রাবীর বর্ণনাকে কোন স্মৃতিধর এবং সর্বজনবিদিত রাবীর বর্ণনার সাথে তুলনা করলে, যদি দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত রাবীর বর্ণনা শেষোক্ত রাবীর বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্য রয়েছে, সেরূপ হাদীসকে মুনকার হাদীস বলা হয়। সুতরাং যদি তার অধিকাংশ বর্ণনাই এরূপ হয়, তা হলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রয়োগযোগ্যও নয়।

فَمِنْ هٰذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَيَحْيَى بْنُ اَبِي اُنَيْسَةَ وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ اَبُو الْعَطُوفِ وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلاَ نَتَشَاغَلُ بِهِ لِاَنَّ حُكْمَ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ اَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا وَاَمْعَنَ فِي ذٰلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَاِذَا وُجِدَ كَذٰلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ فَاَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلاَلَتِهِ وَكَثْرَةِ اَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ اَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ اَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الْاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي اَكْثَرِهِ فَيَرْوِي عَنْهُمَا اَوْ عَنْ اَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِمَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هٰذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

এ পর্যায়ের রাবীদের মধ্যে রয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাররিব, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ উনাইস, আল জাররাহ্ ইব্‌ন মিনহাল আতূফ, আববাদ ইব্‌ন কাসীর, হুসাইন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুমাইরা, উমর ইব্‌ন সুহবান এবং তাদের অনুরূপ মুনকার হাদীস বর্ণনাকারিগণ। অতএব আমরা এদের বর্ণিত হাদীসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করব না এবং তাদের হাদীস বর্ণনাও করব না।

একক রাবীর বর্ণনা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের যে মাযহাব জানা গেছে, তা হলো ঃ যে হাদীসটি মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি যদি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ্

এবং হাফিজুল হাদীস রাবীদের সাথে পূর্ণত অথবা অংশত শরীক থাকেন এবং তাঁদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রতি যত্নবান হন, তাঁর বর্ণিত হাদীসে যদি কিছু অতিরিক্ত অংশ থাকে যা তাঁদের বর্ণনায় নেই, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ইমাম যুহরীর স্থান ও মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাঁর বহু ছাত্র হাফিজুল হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাঁর ও অপরাপর মুহাদ্দিসের হাদীসসমূহও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীস-বিশারদদের মধ্যে ইমাম যুহরী ও হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার বর্ণিত হাদীস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এ দু'জনের ছাত্রগণ কোনরকম পার্থক্য ছাড়াই তাঁদের বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় যদি দেখা যায় কোন ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের (যুহরী ও হিশাম) থেকে অথবা তাঁদের কোন একজনের কাছ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করার দাবি করে, যে সম্পর্কে তাদের ছাত্রগণ অবহিত নন, তাছাড়া সে তাদের কারো সাথে কোন সহীহ্ বর্ণনায় শরীকও নয় এরূপ লোকের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيْثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيْلَ الْقَوْمِ وَوُفِّقَ لَهَا وَسَنَزِيْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيْضَاحًا فِيْ مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِيْ يَلِيْقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيْضَاحُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَبَعْدُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلَوْلَا الَّذِيْ رَأَيْنَا مِنْ سُوْءِ صَنِيْعِ كَثِيْرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيْمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ .

আমরা হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের কয়েকটি মূলনীতির ব্যাখ্যা দিলাম, যাতে যিনি মুহাদ্দিসগণের পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে এ পথে চলার তাওফীক দান করেন, তিনি এদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে পারেন। ইনশাআল্লাহ্ আমরা যথাস্থানে মুয়াল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা করার সময় এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হোন। স্বঘোষিত মুহাদ্দিসের অপকর্ম আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তারা জানে এবং স্বীকারও করে যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করে যা দুর্বল ও মুনকার, অথচ উচিত ছিল দুর্বল ও মুনকার হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা।

وَتَرْكِهِمُ الْاِقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ الْمَشْهُوْرَةِ مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيْرًا مِمَّا يَقْذِفُوْنَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ وَمَنْقُوْلٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّيْنَ مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ الْحَدِيْثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الْاِنْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيْزِ وَالتَّحْصِيْلِ وَلٰكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالْأَسَانِيْدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُوْلَةِ وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِيْنَ لَا يَعْرِفُوْنَ عُيُوْبَهَا

خَفَّ عَلٰى قُلُوْبِنَا اِجَابَتُكَ اِلٰى مَا سَأَلْتَ .

সর্বজনমান্য নিষ্ঠাবান, ন্যায়পরায়ণ সিকাহ্ রাবীগণ যেসব সহীহ্ ও প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের উচিত কেবল সেসব হাদীসই বর্ণনা করা। অথচ লক্ষ করলাম যে, তথাকথিত স্বঘোষিত মুহাদ্দিসরা রাবীদের মধ্যে মালিক ইব্‌ন আনাস, শু'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ, সুফিয়ান ইব্‌ন উওয়াইনা, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী প্রমুখ ইমাম যাদের নিন্দা করেছেন, তাদের থেকে মুনকার ও মিথ্যা হাদীস সাধারণের মধ্যে প্রচার করছে। যদি তা না দেখতাম তবে তোমার অনুরোধে সহীহ্ হাদীস নির্বাচনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই সহজতর হতো না।

بَابُ وُجُوْبُ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ وَ تَرْكِ الْكَذَّابِيْنَ وَ التَّحْذِيْرِ مِنَ الْكِذْبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

পরিচ্ছেদ ঃ নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা এবং মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি।

وَ اَعْلَمْ وَفَّقَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ الْوَاجِبَ عَلٰى كُلِّ اَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيْزَ بَيْنَ صَحِيْحِ الرِّوَايَاتِ وَ سَقِيْمِهَا وَ ثِقَاتِ النَّاقِلِيْنَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِيْنَ اَنْ لاَيَرْوِىَ مِنْهَا اِلاَّ مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهٖ وَ السِّتَارَةَ فِىْ نَاقِلِيْهِ وَ اَنْ يَتَّقِىَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ اَهْلِ التُّهَمِ وَ الْمُعَانِدِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ وَ الدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ قُلْنَا مِنْ هٰذَا هُوَ اللاَّزِمُ دُوْنَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ -

জেনে রাখ, যারা সহীহ্ এবং নির্ভুল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম এবং যাঁদের নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহজনক রাবীদের যাচাই করার ক্ষমতা আছে তাঁদের কেবল এমন হাদীস বর্ণনা করা কর্তব্য যার উৎস সহীহ্ এবং রাবীদের কোন দোষ প্রমাণিত হয়নি। তাঁরা এমন হাদীস বর্ণনা করবেন না, যেগুলো এমন লোক বর্ণনা করেছে যারা বিদ্বেষপ্রবণ, বিদ'আতী এবং দোষী।

আমরা যা বললাম তা-ই যে অপরিহার্য এবং অন্যথা অনুচিত তার প্রমাণ ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ -

"হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক লোক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে বসবে আর পরে নিজেদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৬)

وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ - وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ - فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هٰذِهِ الْاٰىِ اَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ وَ اَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُوْدَةٌ وَ الْخَبَرُ وَ اِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِىْ بَعْضِ الْوُجُوْهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِىْ اَعْظَمِ مَعَانِيْهِمَا اِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُوْلٍ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا اَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُوْدَةٌ عِنْدَ جَمِيْعِهِمْ وَ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلٰى نَفْىِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْاَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى نَفْىِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْاَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى نَفْىِ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَ هُوَ مَشْهُوْرٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ -

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

"তোমাদের পছন্দমত সাক্ষী নিযুক্ত কর।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮২)

তিনি আরো বলেন ঃ وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

"তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।" (সূরা তালাক ঃ ২)

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফাসিক লোকের খবর বাতিল ও গ্রহণের অযোগ্য এবং যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয় তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কোন কোন বিষয়ে রেওয়ায়েত ও শাহাদাতের মধ্যে (সাক্ষ্যদানের) পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রধানত এ দু'টি এক ও অভিন্ন। হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে ফাসিক ব্যক্তির খবর যেমন অগ্রহণীয়, তেমনি তার শাহাদাত বা সাক্ষ্যও সবার কাছে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কুরআনুল করীমে যেমন ফাসিকের খবর পরিত্যাজ্য বলে প্রমাণিত, তেমনি হাদীসেও মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ দেয়। এই প্রসিদ্ধ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করে, অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সে দুই মিথ্যাবাদীর অন্যতম।[১]

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ح **وَحَدَّثَنَاهُ** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَيْضًا قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ - **وَحَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَىَّ يَلِجِ النَّارَ *

১. যে মিথ্যা রচনা করে সে এক মিথ্যাবাদী এবং যে তা বর্ণনা করে সে আর এক মিথ্যাবাদী।

এ হাদীসটি আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) সামুরা ইব্‌ন জুনদুব ও মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা) .... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা)-কে খুত্‌বার মধ্যে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে জাহান্নামে যাবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং ইব্‌ন বাশশারের সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।

بَابُ تَغْلِيْظُ الْكِذْبِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর উপর মিথ্যা আরোপ গুরুতর অপরাধ

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمٰعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ انَّهُ لَيَمْنَعُنِي اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِي حَصِينٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ قَالَ اَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيْرَةُ اَمِيْرُ الْكُوْفَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ *

যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, তোমাদের কাছে অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা থেকে যা আমাকে বিরত রাখে তা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ আল-গুবারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আলী ইব্‌ন রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমি (কূফার) মসজিদে এলাম। এ সময় মুগীরা (রা) কূফার আমীর ছিলেন। মুগীরা (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْاَسَدِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

وَلَمْ يَذْكُرْ اِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلٰى اَحَدٍ

আলী ইব্ন হুজ্‌র আস-সাদী (র) .... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন, তবে "আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়" বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيْثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

পরিচ্ছেদ ঃ যে যা শুনে তা বলে বেড়ান নিষেধ

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ *

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আল-আনবারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে, তা বলে বেড়ায়। মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ উসমান আল-নাহদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়।

وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِيْ مَالِكٌ اِعْلَمْ اَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلاَ يَكُوْنُ اِمَامًا اَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ مَا سَمِعَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُوْلُ لاَيَكُوْنُ الرَّجُلُ اِمَامًا يُقْتَدٰى بِهٖ حَتّٰى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَاَلَنِيْ

اِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اِنِّى اَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْاٰنِ فَاقْرَأْ عَلَىَّ سُوْرَةً وَفَسِّرْ حَتّٰى اَنْظُرَ فِيْمَا عَلِمْتَ *

আবূ তাহির আহ্‌মদ ইব্‌ন আম্‌র (র) .... ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মালিক (র) আমাকে বলেছেন, জেনে রাখ, যদি কোন ব্যক্তি যা শুনে তা বলে বেড়ায়, তবে সে (মিথ্যা থেকে) নিরাপদ নয়। আর যে ব্যক্তি যা শুনে তা বলে বেড়ায়, সে কখনো ইমাম হবে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে, তা বলে বেড়ায়। মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দীকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য ইমাম হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে শোনা কথার কতক[১] বর্ণনা করা থেকে বিরত না থাকবে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... সুফিয়ান ইব্‌ন হুসাইন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া (র) আমাকে বললেন, অবশ্যই আমি দেখেছি যে, তুমি কুরআন সম্পর্কীয় ইল্‌ম হাসিলে বেশ পরিশ্রম করেছ। তুমি আমাকে একটি সূরা পড়ে শোনাও এবং তার তাফসীর কর, যাতে আমি দেখতে পারি তুমি কি শিখেছ।

قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِىْ اِحْفَظْ عَلَيَّ مَا اَقُوْلُ لَكَ اِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِى الْحَدِيْثِ فَاِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا اَحَدٌ اِلاَّ ذَلَّ فِىْ نَفْسِهِ وَكُذِّبَ فِىْ حَدِيْثِهِ وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا اَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُوْلُهُمْ اِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً *

সুফিয়ান (র) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর আয়াস (র) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তার হিফাযত করবে, তুমি হাদীস-দূষণ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা যে এ কাজ করে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং হাদীস বর্ণনায় সে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হয়। আবূ তাহির এবং হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করবে, যা তাদের জ্ঞানের অগম্য, তখন তা তাদের কারো কারো পক্ষে ফিত্‌না হয়ে দাঁড়াবে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالاِحْتِيَاطِ فِى تَحَمُّلِهَا

পরিচ্ছেদ ঃ যঈফ রাবীর হাদীস বর্ণনা করার নিষেধাজ্ঞা এবং হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هَانِىْ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ

১. মিথ্যা অংশ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَكُوْنُ فِى اٰخِرِ اُمَّتِى اُنَاسٌ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلاَ اٰبَاؤُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ *

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও যুহাইর ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের এমন এমন হাদীস শোনাবে যা তোমরা কিংবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কখনো শোনেনি। অতএব তোমরা তাদের সংসর্গ থেকে সাবধান থাকবে এবং তাদেরও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে।

وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيْبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ شُرَيْحٍ اَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيْلَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِى اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلاَ اٰبَاؤُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لاَيُضِلُّوْنَكُمْ وَيَفْتِنُوْنَكُمْ وَحَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِى صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً اَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ اَدْرِى مَا اِسْمُهُ يُحَدِّثُ *

হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আত্ তুজীবী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ শেষ যুগে কিছু সংখ্যক প্রতারক ও মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে, যা কখনো তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা শোনেনি। সুতরাং তাদের সংসর্গ থেকে সাবধান থাকবে এবং তাদের দূরে রাখবে। তারা যেন তোমাদের গোমরাহ না করে এবং তোমাদের যেন ফিত্‌নায় না ফেলে।

আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতিতে লোকের কাছে আসে এবং মিথ্যা হাদীস শোনায়। পরে লোকেরা সেখান থেকে পৃথক হয়ে চলে যায়। তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে, আমি এমন এক ব্যক্তিকে হাদীস বলতে শুনেছি, যার চেহারা দেখলে চিনব কিন্তু তার নাম জানি না।

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اِنَّ فِى الْبَحْرِ شَيَاطِيْنَ مَسْجُوْنَةً اَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوْشِكُ اَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَاَ عَلَى النَّاسِ قُرْاٰنًا وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِىُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيْدٌ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ جَاءَ هٰذَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِى بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ

عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَ كَذَا فَعَادَلَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَ كَذَا فَعَادَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَا اَدْرِىْ اَعَرَفْتَ حَدِيْثِىْ كُلَّهُ وَ اَنْكَرْتَ هٰذَا اَمْ اَنْكَرْتَ حَدِيْثِىْ كُلَّهُ وَ عَرَفْتَ هٰذَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَ الذَّلُوْلَ تَرَكْنَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ –

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সমুদ্রের মধ্যে বহু শয়তান বন্দী হয়ে আছে। হযরত সুলায়মান (আ) এগুলোকে বন্দী করেছিলেন। শীঘ্রই এগুলো সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং লোকদের কুরআন পাঠ করে শোনাবে।[১]

মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও সাঈদ ইব্‌ন আমর আল-আশআসী (র) .... তাওস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার বুশাইর ইব্‌ন কা'ব (র) নামক এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে আবার সেগুলো পড়ল। এরপর সে আরো কিছু হাদীস তাঁকে শোনাল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে তা আবার পড়ল। তারপর সে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলল, আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি কি আমার বর্ণিত ঐ ক'টি হাদীস অগ্রাহ্য করে অবশিষ্ট হাদীসগুলোর স্বীকৃতি দান করলেন, না ঐ ক'টি হাদীসকে স্বীকৃতি দিয়ে বাকি হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করতাম, যখন তাঁর নামে মিথ্যা হাদীস বলা হতো না। কিন্তু এখন লোকেরা যখন কঠিন ও নরম সবকিছুতে আরোহণ করা শুরু করেছে[২] তখন আমরা হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَ الْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اِذَا رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُوْلٍ فَهَيْهَاتَ وَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغَيْلاَنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْيدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِىُّ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَأْذَنُ لِحَدِيْثِهِ وَ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِىْ لاَ اَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيْثِىْ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّا كُنَّا مَرَّةً اِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْتَدَرَتْهُ اَبْصَارُنَا وَ اَصْغَيْنَا اِلَيْهِ بِاٰذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَ الذَّلُوْلَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ اِلاَّ مَا نَعْرِفُ –

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা হাদীস সংরক্ষণ করতাম।

১. মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যা কুরআন নয়, তা কুরআনের ভঙ্গিতে শোনাবে।

২. অর্থাৎ যাচাই-বাছাই না করে সত্য-মিথ্যা সবকিছু বর্ণনা করা শুরু করেছে।

আর হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকেই সংরক্ষণ করা হতো। কিন্তু আফসোস! এখন তোমরা শক্ত ও নরম সবকিছুতে আরোহণ করা আরম্ভ করছো!

আবূ আইউব সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ আল-গায়লানী (র) .... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা বুশাইর ইব্‌ন কা'ব আল্-আদাবী প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন.... মুজাহিদ (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) তার হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করলেন না এবং তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। তখন বুশাইর (র) বললেন ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস (রা)! কি হলো, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস শোনাচ্ছি, আর আপনি তা শুনছেন না। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এক সময় আমার অবস্থা এমন ছিল যে, যখন আমরা শুনতাম, কোন ব্যক্তি বলছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা বলেছেন, তখনই তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ত এবং আমরা তার দিকে কান দিতাম। কিন্তু যখন থেকে লোকেরা 'কঠিন ও নরম' পথে চলা শুরু করেছে, তখন থেকে আমরা যাদের চিনি, তাদের ছাড়া কারো কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করি না।

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْأَلُهُ اَنْ يَكْتُبَ لِىْ كِتَابًا وَ يُخْفِىْ عَنِّىْ فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ اَنَا اَخْتَارُ لَهُ الْاُمُوْرَ اخْتِيَارًا وَ اُخْفِىْ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ اَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّىْءُ فَيَقُوْلُ وَ اللّٰهِ مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِىٌّ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ ضَلَّ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ اُتِىَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيْهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ اِلاَّ قَدْرَ وَ اَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ لَمَّا اَحْدَثُوْا تِلْكَ الْاَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ عَلِيٍّ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَىَّ عِلْمٍ اَفْسَدُوْا -

দাউদ ইব্‌ন আম্র আয্-যাববী (র) .... ইব্‌ন আবূ মুলাইকা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে লিখে পাঠালাম, তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন, কিন্তু তাতে যেন বিতর্কিত ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর উল্লেখ না থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, 'ছেলেটি কল্যাণকামী।' আমি তার জন্য কিছু বিষয় নির্বাচন করব এবং তাতে কিছু অনুল্লেখ রাখব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি আলী (রা)-এর লিপিবদ্ধ ফয়সালাসমূহ আনালেন। তারপর তিনি তা থেকে লেখা শুরু করলেন এবং কোন কোন অংশ দেখে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম গোমরাহ না হলে আলী (রা) এ ধরনের ফয়সালা করতে পারেন না।[১]

তাওস (র) থেকে আম্র আন নাকিদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে একখানা কিতাব আনা হলো। এতে লিপিবদ্ধ ছিল আলী (রা)-এর কতক বিচারের রায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তা থেকে সামান্যমাত্র রেখে বাকিটা নষ্ট করে দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র) নিজের হাতের দিকে

১. আলী (রা) এরূপ ফয়সালা করেন নি। এ অংশগুলো পরবর্তীকালে আলী (রা)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কেউ সংযোজন করেছে।

ইশারা করে (এক হাত) পরিমাণ দেখালেন। হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র) .... আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা)-এর পরে লোকেরা যখন তার নামের নতুন নতুন বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া শুরু করল, তখন তাঁর জনৈক ছাত্র আক্ষেপের সাথে বললেন, আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন! কী এক ইল্‌মকে এরা নষ্ট করে দিল।[১]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلٰى عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الْحَدِيْثِ عَنْهُ اِلاَّ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ـ

আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) .... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর ছাত্র ব্যতীত অন্য যারা আলী (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁদের সে বর্ণনা সত্য বলে গৃহীত হতো না।

بَابٌ بَيَانُ ان الاسناد من الدين ، وان الرواية لا تكون الا عن الثقات وان جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب و انه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة

পরিচ্ছেদ ঃ হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া রেওয়ায়েত গ্রহণ করা উচিত নয়। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা শুধু জায়েয নয়, বরং ওয়াজিব। এটা গীবত নয়, যা শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম, বরং এতে শরী'আতের বিধানসমূহ নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত থাকে।

حدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ ، حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْاَلُوْنَ عَنِ الْاِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ اِلٰى اَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَ يُنْظَرُ اِلٰى اَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ ، حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى وَ هُوَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ لَقِيْتُ طَاؤُسًا فَقُلْتُ حَدَّثَنِيْ فُلاَنٌ كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ اِنْ كَانَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ

হাসান ইব্‌ন রাবী' (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই এই ইল্‌ম হলো দীন। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দীন গ্রহণ করেছ, তা যাচাই করে নাও।

১. আলী (রা)-এর নামে তারা নানা মনগড়া কথা চালিয়ে দিয়েছিল। এতে তাঁর আসল ইল্‌মের ভাণ্ডার বিকৃত হয়ে যায়।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌নুস সাববাহ্ (র) .... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এমন এক সময় ছিল, যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু পরে যখন ফিত্‌না দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বলল, তোমরা যাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছ, আমাদের কাছে তাদের নাম বল। তারা একথা এ কারণে জানতে চাইত যাতে দেখা যায় তাঁরা আহ্‌লে সুন্নাত কিনা ? যদি তারা এই সম্প্রদায়ের হয়, তাহলে তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দেখা যায়, তারা বিদ'আতী তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না। সুলায়মান ইবন মূসা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি তাওস (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এরূপ এরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ যদি সেই ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করবে।

وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ اِنَّ فُلاَنًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ اِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَصْمَعِيُّ عَنْ ابْنِ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَدْرَكْتُ بِالْمَدِيْنَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُوْنٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ حَدَّثَنِي اَبُوْبَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الثِّقَاتُ ـ

সুলায়মান ইব্‌ন মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওস (র)-কে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই হাদীস বলেছে। তিনি বললেন, তোমার কাছে হাদীস বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তার থেকে তা গ্রহণ করবে।

ইব্‌ন আবুয্ যিনাদ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মদীনায় একশ'জন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাঁরা মিথ্যা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তবু তাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো না। কেননা তাঁদের সম্পর্কে বলা হতো যে, তাঁদের কেউ হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর আল্ মাক্কী ও আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লাদ আল বাহিলী (র) .... মিস'আর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীমকে বলতে শুনেছি, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (সিকাহ্) ব্যতীত কেউ যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা না করে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ اَهْلِ مَرْوَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ الْاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَ لَوْلاَ الْاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ اَبِي رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ

اللّٰهِ يَقُوْلُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْاِسْنَادَ ـ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عِيْسَى الطَّالْقَانِيُّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلْحَدِيْثُ الَّذِيْ جَاءَ اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ اَنْ تُصَلِّيَ لِاَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَ تَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَا اَبَا اِسْحٰقَ عَمَّنْ هٰذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ ـ

মার্ভের অধিবাসী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুহ্যায (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলত। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের ও লোকদের মাঝখানে রয়েছে খুঁটি অর্থাৎ সনদ।

আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন আত্ তালিকানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান, এই হাদীসটি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত যাতে আছে "অন্যতম সৎকাজ হলো তোমার সালাতের সাথে পিতামাতার জন্যও সালাত পড়ে নিও আর তোমার সিয়ামের সাথে পিতা-মাতার জন্যও সিয়াম পালন করে নিও?"

তিনি বলেন, হে আবূ ইসহাক! কার বরাতে এই হাদীসটি বর্ণনা করছ? আমি বললাম, এটি শিহাব ইব্ন খিরাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইনি নির্ভরযোগ্য। তবে তিনি কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইব্ন দীনার থেকে।

قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اَبَا اِسْحٰقَ اِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ وَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيْهَا اَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَ لٰكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيْقٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ عَلٰى رُؤُسِ النَّاسِ دَعُوْا حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ ،

وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْبَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَقَالَ يَحْيٰى لِلْقَاسِمِ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّهُ قَبِيْحٌ عَلٰى مِثْلِكَ عَظِيْمٌ اَنْ تُسْاَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ هٰذَا الدِّيْنِ فَلَا يُوْجَدُ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَ لَا فَرَجٌ اَوْ عِلْمٌ وَ لَا مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذٰلِكَ ـ

তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইনি নির্ভরযোগ্য। তিনি কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, হে আবূ ইসহাক, হাজ্জাজ ইব্ন দীনার ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে

এত দুস্তর প্রান্তর রয়েছে, যা অতিক্রম করতে গেলে উটের গর্দানও ভেঙে পড়বে।[১] তবে পিতামাতার জন্য সাদ্‌কা করার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন লোকদের সামনে বলেছিলেন, তোমরা আমর ইব্‌ন সাবিত (র)-এর হাদীস বর্জন কর, কেননা সে মহান পূর্বসূরিদের দোষারোপ করে। আবূ বকর ইব্‌ন নাযর ইব্‌ন আবূ নাযর (র) বুহাইয়া (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আকীল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি কাসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইয়াহ্ইয়া (র) কাসিম (র)-কে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ, আপনাকে দীন ও শরী'আত সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করে উত্তর ও ব্যাখ্যা না পাওয়া আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নয়। কাসিম (র) তাকে বললেন, কি কারণে?

قَالَ لِاَنَّكَ ابْنُ اِمَامَيْ هُدًى اِبْنُ اَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ يَقُوْلُ لَهُ الْقَاسِمُ اَقْبَحُ مِنْ ذٰلِكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّٰهِ اَنْ اَقُوْلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَوْ اٰخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا اَجَابَهُ ، وَ حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ اَخْبَرُوْنِيْ عَنْ اَبِيْ عَقِيْلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ اِنَّ اَبْنَا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوْهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَاُعْظِمُ اَنْ يَكُوْنَ مِثْلُكَ وَ اَنْتَ ابْنُ اِمَامَيِ الْهُدٰى يَعْنِيْ عُمَرَ وَ ابْنَ عُمَرَ تُسْاَلُ عَنْ اَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيْهِ عِلْمٌ فَقَالَ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَ اللّٰهِ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللّٰهِ اَنْ اَقُوْلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَوْ اُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ

ইয়াহ্ইয়া (র) বললেন, কেননা, আপনি আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মত দু'জন সত্যপন্থী মহান খলীফার উত্তরপুরুষ। রাবী বলেন, এর জবাবে কাসিম (র) তাকে বললেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান দান করেছেন, তার দৃষ্টিতে এর চেয়েও অশোভনীয় হলো না জেনে কোন কথা বলা, কিংবা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করা। আবূ আকীল (র) বলেন, একথা শুনে ইয়াহ্ইয়া (র) নীরব হয়ে গেলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না।

বিশ্‌র ইব্‌ন আল-আব্‌দী (র) .... বুহাইয়ার আযাদকৃত গোলাম আবূ আকীল (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, লোকেরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কোন এক উত্তরসুরি (কাসিম)-কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। এর উত্তর জানা ছিল না। তখন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে অবাক লাগছে যে, আপনার মত ব্যক্তিকে দীন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রশ্ন করা হলো অথচ তার কোন জবাব পাওয়া গেল না। আপনি হচ্ছেন দু'জন মহান নেতা উমর (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর বংশধর। এর জবাবে তিনি (কাসিম) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে এর চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, "যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তা বলা কিংবা অনির্ভরযোগ্য লোক থেকে হাদীস বর্ণনা করা।"

---

১. অর্থাৎ হাজ্জাজ ইব্‌ন দীনার এত পরের মানুষ যে, রাসূল (সা) থেকে সরাসরি রেওয়ায়াত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

وَ شَهِدَهُمَا اَبُوْ عَقِيْلٍ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ حِيْنَ قَالَ ذٰلِكَ ، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ اَبُوْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ وَ شُعْبَةَ وَ مَالِكًا وَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَكُوْنُ ثَبْتًا فِى الْحَدِيْثِ فَيَأْتِيْنِى الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِىْ عَنْهُ قَالُوْا اَخْبِرْ عَنْهُ اَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ ، وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُوْلُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيْثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلٰى اُسْكُفَةِ الْبَابِ فَقَالَ اِنَّ شَهْرًا تَرَكُوْهُ اِنَّ شَهْرًا تَرَكُوْهُ قَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ اَخَذَتْهُ اَلْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ ، وَ حَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَ قَدْ لَقِيْتُ شَهْرًا فَلَمْ اَعْتَدَّ بِهٖ -

ইয়াহ্ইয়া (র) ও কাসিম (রা)-এর এই আলোচনার সময় আবূ আকীল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল (র) সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমর ইব্‌ন আলী আবূ হাফ্‌স (র) বর্ণনা করেন যে, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সুফিয়ান সাওরী (র), শু'বা (র), মালিক (র) ও ইব্‌ন উয়াইনা (র)-কে হাদীস নির্ভরযোগ্য নয় এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ যদি আমার কাছে তার সম্পর্কে জানতে চায়, তবে আমি কি বলব ? তখন তারা বললেন ঃ তুমি সেই প্রশ্নকারীকে জানিয়ে দাও যে, সে নির্ভরযোগ্য নয়।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন, নাযর (র) বলেছেন, একদিন ইব্‌ন আওন তাঁর দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো ছিলেন, তখন শাহর ইব্‌ন হাওশাব বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, শাহরকে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। আবুল হুসায়ন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) বলেন, লোকেরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র) .... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাহর ইব্‌ন হাওশাবের সাথে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি না।

وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ اَهْلِ مَرْوَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ اِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيْرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ وَ اِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِاَمْرٍ عَظِيْمٍ فَتَرٰى اَنْ اَقُوْلَ لِلنَّاسِ لاَ تَأْخُذُوْا عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ بَلٰى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَكُنْتُ اِذَا كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيْهِ عَبَّادُ اَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِىْ دِيْنِهٖ وَ اَقُوْلُ لاَ تَأْخُذُوْا عَنْهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ اَبِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اِنْتَهَيْتُ اِلٰى شُعْبَةَ فَقَالَ هٰذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ فَاحْذَرُوْهُ ، وَ حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِىَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ الَّذِىْ رَوٰى عَنْهُ عَبَّادُ فَاَخْبَرَنِىْ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ كُنْتُ عَلٰى بَابِهٖ وَ سُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ كَذَّابٌ -

মার্ভের অধিবাসী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুহযায (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সুফিয়ান সাওরী (র)-কে বললাম, আববাদ ইব্‌ন কাসীর সম্পর্কে আপনি তো সম্যক অবগত আছেন। সে হাদীস বর্ণনাকালে ঘোর অসত্য বলে থাকে। আপনি কি মনে করেন, আমি লোকদের বলে দেব যে, তারা যেন তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ না করে। সুফিয়ান সাওরী (র) বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন, তারপর থেকে আমি কোন মজলিসে উপস্থিত থাকলে এবং সেখানে আববাদ সম্বন্ধে আলোচনা উঠলে আমি তাঁর দীনদারীর প্রশংসা করতাম, কিন্তু বলে দিতাম যে, তোমরা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করো না।

মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি শু'বার কাছে গেলে, তিনি বললেন, সেই আববাদ ইব্‌ন কাসীর থেকে তোমরা সতর্ক থাকবে। ফাযল ইব্‌ন সাহল (র) বলেন, আমি মুআল্লা আল-রাযী (র)-কে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ (র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার থেকে আববাদ ইব্‌ন কাসীর হাদীস বর্ণনা করত, তিনি আমাকে ঈসা ইব্‌ন ইউনুস-এর সূত্রে অবহিত করলেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর গৃহদ্বারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সুফিয়ান (র)-ও তাঁর কাছে ছিলেন। যখন সুফিয়ান বাইরে এলেন, আমি তাঁকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে নির্জলা মিথ্যাবাদী।

وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِيْنَ فِيْ شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ ابْنُ أَبِيْ عَتَّابٍ فَلَقِيْتُ أَبَا مُحَمَّدَبْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِيْ شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ مُسْلِمٌ يَقُوْلُ يَجْرِي الْكَذِبُ عَلٰى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُوْنَ الْكَذِبَ ، حَدَّثَنِيْ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ خَلِيْفَةُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُمْلِيْ عَلَيَّ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلٌ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلٌ فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ –

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আত্তাব (র) বর্ণনা করেন যে, আফ্ফান (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা সৎ ব্যক্তিদের অন্য কোন বস্তুর ব্যাপারে এতখানি মিথ্যা বলতে দেখিনি যতখানি দেখেছি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইব্‌ন আবূ আত্তাব (র) বলেন, আমি সরাসরি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বললেন, তুমি সূফী লোকদেরকে হাদীস বর্ণনার চাইতে অন্য কিছুতেই অধিক মিথ্যা বলতে দেখবে না। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, মিথ্যা তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তাঁরা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেন না।

ফাযল ইব্‌ন সাহ্ল (র) .... ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খলীফা ইব্‌ন মূসা (র) বলেছেন, আমি গালিব ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে হাদীস লিখাতে গিয়ে বললেন, মাকহূল (র) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন সময় তাঁর পেশাবের বেগ হলো। তিনি পেশাব করতে চলে গেলেন।

فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَاِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي اَبَانُ عَنْ اَنَسٍ وَ اَبَانُ عَنْ فُلاَنٍ فَتَرَكْتُهُ وَ قُمْتُ وَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِي يَقُوْلُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيْثَ هِشَامٍ اَبِي الْمِقْدَامِ حَدِيْثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فُلاَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِعَفَّانَ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ اِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ كَانَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ اَنَّهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ـ

আমি এই অবসরে তাঁর পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি তাকিয়ে দেখলাম। তাতে লেখা রয়েছে, আবান (র) .... আনাস (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবান (র) অমুকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ দেখে আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে চলে এলাম।

মুসলিম (র) বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন আলী আল্ হুলওয়ানীকে বলতে শুনেছি, আমি আফ্‌ফান (র)-এর গ্রন্থে আবুল মিকদাম হিশামের হাদীস দেখেছি, যা তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম (র) বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে অমুকের পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া বলা হয়। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'বের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুলওয়ানী বলেন, আমি আফ্‌ফান (র)-কে বললাম, লোকেরা বলে হিশাম না কি মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) থেকে এ হাদীস শুনেছেন ? আফ্‌ফান (র) বলেন, এ হাদীসটির কারণেই হিশাম বিপাকে পড়েছেন। তিনি এ হাদীসটির সনদে বলতেন, ইয়াহ্‌ইয়া (র) আমাকে মুহাম্মদের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি দাবি করেন যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (র) থেকে তিনি এ হাদীস শুনেছেন।[১]

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُوْلُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيْثَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ اُنْظُرْ مَا وَضَعْتُ فِي يَدِكَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ جَلَسْتُ اِلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ اَسْتَحْيِي مِنْ اَصْحَابِي اَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ كُرْهَ حَدِيْثِهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُوْلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوْقُ اللِّسَانِ وَ لٰكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ اَقْبَلَ وَ اَدْبَرَ ـ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুহ্‌যায (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন জাবালা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র)-কে বললাম, ঐ ব্যক্তিটিকে যার থেকে আপনি "ঈদুল ফিত্‌রের দিন পুরস্কার লাভের দিন" সম্পর্কিত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (র)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ? জবাবে ইব্‌ন মুবারক (র) বললেন, তিনি হলেন সুলায়মান ইব্‌ন হাজ্জাজ (র)। ইব্‌ন মুবারক (র) আরো বললেন, লক্ষ কর আমি তার মারফত কি এক মূল্যবান বস্তু তোমার হাতে তুলে দিয়েছি।

১. একবার বলেন, ইয়াহ্‌ইয়ার মাধ্যমে শুনেছি, আবার বলেন সরাসরি শুনেছি। এতে বর্ণনাকারীর বিভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

ইব্‌ন কুহ্‌যায (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "কারো শরীর থেকে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত বের হলে (তার অযু নষ্ট হয়ে যাওয়া) সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী রাওহ্ ইব্‌ন গুতাইফ (র)-কে দেখে আমি তাঁর এক মজলিসে বসলাম। আমার সঙ্গীদের কেউ আমাকে তার কাছে বসা অবস্থায় দেখে ফেলবে মনে করে আমি তখন লজ্জাবোধ করছিলাম। কেননা লোকেরা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা পছন্দ করে না।

ইব্‌ন কুহ্‌যায (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকীয়া (র) একজন সত্যবাদী লোক। কিন্তু সে (সিকাহ যঈফ) সব ধরনের লোকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْحَارِثُ الْاَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ وَ كَانَ كَذَّابًا ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَادٍ الْاَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْاَعْوَرُ وَهُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْاٰنَ فِيْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ الْقُرْاٰنُ هَيِّنٌ الْوَحْىُ اَشَدُّ وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ يَعْنِيْ اِبْنَ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ الْحَارِثَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْاٰنَ فِيْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ وَالْوَحْىَ فِيْ سَنَتَيْنِ اَوْقَالَ الْوَحْىَ فِيْ ثَلَاثِ سِنِيْنَ وَ الْقُرْاٰنَ فِيْ سَنَتَيْنِ –

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... শাবী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস আল-আওয়ার আল-হামদানী আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে ; কিন্তু সে ছিল মিথ্যাবাদী।

আবূ আমির আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুর্‌রাদ আল-আশ'আরী (র) .... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস আল-আওয়ার আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে। এরপর শা'বী (র) শপথ করে বলেন, সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি দু'বছরে কুরআন মজীদ পড়েছি। একথা শুনে হারিস বলল, কুরআন সহজ কিন্তু ওয়াহী কঠিন।[1]

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র) .... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস বলেছে, আমি তিন বছরে কুরআন শিখেছি এবং ও'হী শিখেছি দু'বছরে। অথবা সে বলেছে, ও'হী শিখেছি তিন বছরে এবং কুরআন শিখেছি দু'বছরে।

وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ وَ هُوَ اِبْنَا يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ الْحَارِثَ اُتُّهِمَ ، وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ اُقْعُدْ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةُ وَ اَخَذَ سَيْفَهُ وَ قَالَ وَ اَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ فَذَهَبَ ، وَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ

১. হারিসের বিশ্বাস ছিল, রাসূল (সা) আলী (রা)-কে ও'হী বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে গিয়েছেন। এই জ্ঞান লাভ করা কঠিন। অথচ আলী (রা) প্রকাশ্যে একথার প্রতিবাদ করেছেন। এ মিথ্যা আরোপের কারণে হারিসকে 'যঈফ' দুর্বল বলা হয়।

سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْرَاهِيْمُ اِيَّاكُمْ وَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ سَعِيْدٍ وَ اَبَا عَبْدِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُمَا كَذَّابَانِ ، وَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَ نَحْنُ غِلْمَةٌ اَيْفَاعٌ فَكَانَ يَقُوْلُ لَنَا لاَ تُجَالِسُوْا الْقُصَّاصَ غَيْرَ اَبِي الاَحْوَصِ وَ اِيَّاكُمْ وَ شَقِيْقًا قَالَ وَ كَانَ شَقِيْقٌ هٰذَا يَرٰى رَأْيَ الْخَوَارِجِ وَ لَيْسَ بِاَبِيْ وَائِلٍ -

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র) .... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিসকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... হামযা আয্‌ যাইয়াত (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুর্‌রাতুল হামদানী (র) হারিস (র)-এর কাছ থেকে দীনী বিরোধী কিছু কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, তুমি দরজায় বস। রাবী বলেন, মুররা (র) ঘরে প্রবেশ করে হাতে তরবারি তুলে নিলেন। রাবী বলেন, মন্দ পরিণতি ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় হারিস তখন পলায়ন করল।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) .... ইব্‌ন আউন (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) আমাদের বললেন, তোমরা মুগীরা ইব্‌ন সাঈদ (র) ও আবূ আবদুর রহীমের থেকে হাদীস গ্রহণে সতর্ক থেক, কেননা তারা উভয়েই মিথ্যাবাদী। আবূ কামিল আল্‌-জাহ্‌দারী (র) .... আসিম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র)-এর কাছে যাওয়া-আসা করতাম। এ সময় আমরা ছিলাম বয়সে তরুণ। তিনি আমাদের বলতেন, আবুল আহওয়াস ছাড়া অন্য কোন কেচ্ছা-কাহিনীকারদের সাথে ওঠাবসা কর না। আর অবশ্যই তোমরা শাকীক থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা এই শাকীক খারিজীদের আকীদা পোষণ করে। তবে আবূ ওয়াইল (র) এই শাকীক নন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ لَقِيْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيْدَ الْجُعْفِيَّ فَلَمْ اَكْتُبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ قَبْلَ اَنْ يُحْدِثَ مَا اَحْدَثَ وَ حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُوْنَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ اَنْ يُظْهِرَ مَا اَظْهَرَ فَلَمَّا اَظْهَرَ مَا اَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِيْ حَدِيْثِهِ وَ تَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا اَظْهَرَ قَالَ الاِيْمَانَ بِالرَّجْعَةِ -

আবূ গাস্‌সান মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর আল-রাযী (র) বলেন, আমি জারীর (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি জাবির ইব্‌ন ইয়াযীদ জু'ফীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কোন হাদীস লিখিনি, কেননা সে রাজ'আতে[1] বিশ্বাসী ছিল।

১. রাজ'আত রাফজা মতবাদের মত একটি মতবাদ। এদের বিশ্বাস যে, হযরত আলী (রা) মেঘমালায় রয়েছেন। তিনি সেখান থেকে বের

হাসান আল্ হুলওয়ানী (র) .... মিসআ'র (র) বলেন, জাবির ইব্ন ইয়াযীদ (র) তার নতুন মতবাদ আবিষ্কারের আগে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১]

সালামা ইব্ন শাবীব (র) .... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা আকীদা প্রকাশের পূর্বে হাদীস বর্ণনা করত। তার ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশের পর লোকেরা তাকে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল। কিছুসংখ্যক লোক তাকে বর্জন করল। সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সে কী আকীদা পোষণ করত? তিনি বললেন, সে ছিল রাজ'আতে বিশ্বাসী।

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ وَاَخُوْهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيْحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ عِنْدِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهَا وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُوْلُ قَالَ جَابِرٌ اَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اِنَّ عِنْدِيْ لَخَمْسِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيْثٍ فَقَالَ هٰذَا مِنَ الْخَمْسِيْنَ اَلْفًا وَحَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ اَبِيْ مُطِيْعٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ يَقُوْلُ عِنْدِيْ خَمْسُوْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْ اَبِيْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ -

হাসান আল-হুলওয়ানী (র) .... জাবির ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন, আবূ জাফরের সূত্রে আমার কাছে নবী করীম (সা)-এর সত্তর হাজার হাদীস মওজুদ আছে। হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র) .... জাবির ইব্ন ইয়াযীদ বলেছেন যে, আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে। আমি এর সামান্য কিছুও বর্ণনা করিনি। যুহাইর (র) বলেন, এরপর সে একদিন একটি হাদীস বর্ণনা করে বলল, এটা ঐ পঞ্চাশ হাজার হাদীসের একটি।

ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ আল-ইয়াশকুরী (র) .... জাবির ইব্ন ইয়াযীদ জু'ফী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার কাছে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে।

সালামা ইব্ন শাবীব (র) .... জাবির জু'ফি (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য কোন সুরাহা না করেন। কেননা তিনি উত্তম ফয়সালাকারী (সূরা ইউসুফ ঃ ৮০)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি জাবিরকে প্রশ্ন করেছিলেন।

فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِيْءْ تَاْوِيْلُ هٰذِهٖ قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ وَمَا اَرَادَ بِهٰذَا

হয়ে যতক্ষণ আমাদের কারো নেতৃত্বে বের হওয়ার নির্দেশ না দিবেন, ততক্ষণ কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করব না।

১. নব আবিষ্কৃত ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশের পূর্বে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য ছিল।

فَقَالَ اِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُوْلُ اِنَّ عَلِيًّا فِيْ السَّحَابِ فَلاَ نَخْرُجُ مَعَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ وَلَدِهِ حَتّٰى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيْدُعَلِيًّا اَنَّهُ يُنَادِيْ اُخْرُجُوْا مَعَ فُلاَنٍ يَقُوْلُ جَابِرٌ هٰذَا تَأْوِيْلُ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَكَذَبَ كَانَتْ فِيْ اِخْوَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوِ ثَلاَثِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ مَا اَسْتَحِلُّ اَنْ اَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا وَاَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا – قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ اَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّازِيَّ قَالَ سَأَلْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيْدِ فَقُلْتُ الْحَارِثَ بْنَ حَصِيْرَةَ لَقِيْتَهُ قَالَ نَعَمْ شَيْخٌ طَوِيْلُ السُّكُوْتِ يُصِرُّ عَلٰى اَمْرٍ عَظِيْمٍ

তখন জাবির বলেন ঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা অদ্যাবধি প্রতিফলিত হয়নি। একথা শুনে সুফিয়ান (র) বললেন, জাবির মিথ্যা বলেছে। (হুমায়দী বলেন) আমরা সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আয়াত থেকে তার উদ্দেশ্য কি ? সুফিয়ান (র) বললেন, "রাফিযীরা বলে, আলী (রা) মেঘের রাজ্যে অবস্থান করছেন। আমি তার বংশের কোন ব্যক্তির সমর্থনে জিহাদে বের হব না, যে পর্যন্ত আলী (রা) আকাশ থেকে আওয়ায না দিয়ে বলবেন, তোমরা অমুকের সাথে জিহাদে বেরিয়ে পড়।" জাবির বলেন, এ হলো এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। সুফিয়ান (র) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে, কেননা এ আয়াত তো ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

সালামা (র) .... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি জাবিরকে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তার থেকে সামান্য কিছু প্রকাশ করাও বৈধ মনে করি না, যদিও আমাকে এত এত পরিমাণে (ধন-সম্পদ) দান করা হয়। মুসলিম (র) বলেন, আমি আবু গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন আম্র আল-রাযী (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি জারীর ইব্ন আবদুল হামীদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হারীস ইব্ন হাসীরার সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি একজন মিতভাষী প্রবীণ বৃদ্ধ। কিন্তু একটি গুরুতর কাজে বাড়াবাড়ি করেন।[১]

حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ وَذَكَرَ اَيُّوْبُ رَجُلاً يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيْمِ اللِّسَانِ وَذَكَرَ اٰخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيْدُ فِيْ الرَّقْمِ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ اَيُّوْبُ اِنَّ لِيْ جَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِيْ عَلٰى تَمْرَتَيْنِ مَارَاَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ مَا رَاَيْتُ اَيُّوْبَ اغْتَابَ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيْمِ يَعْنِيْ اَبَا اُمَيَّةَ فَاِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَاَلَنِيْ عَنْ حَدِيْثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ

১. বাতিল আকীদা পোষণ করেন।

عِكْرِمَةَ

আহ্‌মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দারাকী (র) .... আইয়ূব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বললেন, তার কথার ঠিক নেই। তিনি আরেক ব্যক্তির আলোচনা করে বললেন, সে হাদীসের মধ্যে সংযোজন করে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র) .... হাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আইয়ূব (র) আমাকে বলেছেন, আমার এক প্রতিবেশী আছে। তিনি তার গুণাবলী ও মর্যাদার আলোচনা করে পরে বললেন, সে আমার সামনে দু'টি খেজুরের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে আমি তার সাক্ষ্য বৈধ বলে গ্রহণ করব না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র) .... আবদুর রায্‌যাক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মা'মার (র) বলেছেন, আমি আইয়ূব (র)-কে কখনো গীবত করতে দেখিনি। কিন্তু আবদুল করীমের অর্থাৎ আবূ উমাইয়ার গীবত করতে দেখেছি। একদিন তিনি তার আলোচনা করে বলেছেন, আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। একদা সে আমাকে ইকরিমা (র)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। পরে সে তা এভাবে বর্ণনা করেছে, আমি ইকরিমা থেকে শুনেছি।[1]

حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْاَعْمٰى فَجَعَلَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذَالِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُوْنِ الْجَارِفِ وَ حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ دَاوُدَ الْاَعْمٰى عَلٰى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوْا اِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ اَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هٰذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ لَايَعْرِضُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ هٰذَا وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً اِلَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ

ফাযল ইব্‌ন সাহল (র) .... আফফান ইব্‌ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাম্মাদ (র) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অন্ধ আবূ দাঊদ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল, বারআ (র) এবং যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (র) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন। আমরা কাতাদা (র)-এর কাছে গিয়ে একথা আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তাঁদের থেকে সে কিছুই শোনেনি। সে তো ছিল একজন ভিক্ষুক। তাউনে জারিফের[2] সময় লোকদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করত।

হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র) .... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, অন্ধ আবূ দাঊদ কাতাদা (র)–এর নিকট হাযির হলো। সে চলে গেলে লোকেরা বলল, আবূ দাঊদ দাবি করে যে, সে আঠারজন বদরী (বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। একথা শুনে কাতাদা (র) বললেন, সে তো

১. এ দাবি মিথ্যা।
২. এক ধরনের মারাত্মক মহামারী। ৬৭ হিজরী, ৮৭ হিজরী,১১৯ হিজরী এবং ১৩৬ হিজরীতে কয়েকবার এ ভয়ানক মহামারী সংঘটিত হয়েছিল। এখানে ৮৭ হিজরীর জারিফের কথা বলা হয়েছে।

জারিফ মহামারীর পূর্বে ভিক্ষা করে বেড়াত। সে হাদীস শিক্ষা করার এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পায়নি। আল্লাহ্‌র কসম! হাসান বসরী (র) প্রত্যক্ষভাবে কোন বদরী সাহাবী থেকে হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করেন নি। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র) ও সা'দ ইব্‌ন মালিক (র) ছাড়া অন্য কেউ বদরী সাহাবী থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন নি।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ رَقَبَةَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرَ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيْثَ كَلَامَ حَقٍّ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَرْوِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُوبْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِى الْحَدِيْثِ حَدَّثَنِىْ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ أَبُوْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَبْنَ مُعَاذٍ يَقُوْلُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِى جَمِيْلَةَ أَنَّ عَمْرُوبْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ كَذَبَ وَاللّٰهِ عَمْرٌو وَلٰكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوْزَهَا إِلٰى قَوْلِهِ الْخَبِيْثِ

উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)—তিনি বলেন, জারীর (র), রাকাবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাফর আল-হাশিমী আল-মাদানী (র) সত্য কথাকে হাদীস বলে প্রচার করতেন। সেগুলো প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সা)-এর হাদীস নয়।

হাসান আল্ হুলওয়ানী (র) .... আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফিয়ান (র) থেকে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... ইউনুস ইব্‌ন উবাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, আমর ইব্‌ন উবাঈদ হাদীসে মিথ্যা বর্ণনা করত।

আম্‌র ইব্‌ন আলী আবূ হাফস (র) .... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) উপর অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" আউফ (র) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আম্‌র মিথ্যা বলেছে। সে এ হাদীসটিকে তার বদ আকীদার[১] সাথে একত্রিত করার অপচেষ্টা করেছে।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوْبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَفَقَدَهُ أَيُّوْبُ فَقَالُوْا لَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ حَمَّادٌ فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَعَ أَيُّوْبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوْقِ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوْبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوْبُ بَلَغَنِىْ أَنَّكَ لَزِمْتَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ قَالَ حَمَّادٌ سَمَّاهُ يَعْنِىْ عَمْرًا قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ يَجِيْئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ قَالَ يَقُوْلُ أَيُّوْبُ إِنَّمَا نَفِرُّ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ

১. মুতাযিলা মতবাদ।

تِلْكَ الْغَرَائِبِ -

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল কাওয়ারী (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আইয়ূবের সাহচর্যে থেকে তার কাছ থেকে হাদীস শুনত। একদিন আইয়ূব তাকে অনুপস্থিত দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলল, হে আবূ বকর! (আইয়ূবের উপনাম) সে তো আজকাল উবায়দের সাথে থাকে। হাম্মাদ বলেন, এর মধ্যে একদিন সকালে আমি আইয়ূবের সাথে বাজারে যাচ্ছিলাম। এমন সময় ঐ লোকটি তার সামনে এল। আইয়ূব তাকে সালাম করে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তাকে বললেন, আমি জানতে পারলাম, তুমি নাকি বর্তমানে ঐ ব্যক্তির সাহচর্যে আছ ? হাম্মাদ বলেন, তিনি তার নাম উল্লেখ করে বললেন, আম্‌রের সাহচর্যে ? সে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। হে আবূ বকর! সে তো আমাদের আশ্চর্য ও অশ্রুতপূর্ব কথা শোনায়। হাম্মাদ বলেন, আইয়ূব তাকে বললেন, আমরা এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথাবার্তা এড়িয়ে চলি, অথবা বললেন, দূরে থাকি।

وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ يَعْنِى حَمَّادًا قَالَ قِيْلَ لاَيُّوْبَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوٰى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لاَيُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ فَقَالَ كَذَبَ اِنَّمَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيْذِ وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ اَبِىْ مُطِيْعٍ يَقُوْلُ بَلَغَ اَيُّوْبَ اَنِّىْ اٰتِىْ عَمْرًا فَاَقْبَلَ عَلَىَّ يَوْمًا فَقَالَ رَاَيْتَ رَجُلاً لاَتَاْمَنُهُ عَلٰى دِيْنِهٖ كَيْفَ تَاْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيْثِ وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ اَنْ يُحَدِّثَ

হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র) .... হাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আইয়ূব (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমর ইব্ন উবায়দ হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। তা কি ঠিক ? তখন আইয়ূব বললেন, আম্‌র ইব্ন উবায়দ মিথ্যা বলেছে। আমি হাসান (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নাবীয[1] পান করে নেশাগ্রস্ত হলে শাস্তি দেওয়া হবে।

হাজ্জাজ (র) .... সাল্লাম ইব্ন আবূ মুতী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আইয়ূবের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, আমি আম্‌রের কাছে যাই। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি ধারণা, যার দীনদারীর ব্যাপারে তুমি আস্থা রাখতে পার না, তার হাদীসের উপর তুমি কিরূপে আস্থা রাখতে পার ?

সালামা ইব্ন শাবীব (র) .... আবূ মূসা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আম্‌র ইব্ন উবায়দ তার নতুন ভ্রান্ত আকীদা[2] প্রকাশ করার পূর্বে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে।

حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى شُعْبَةَ اَسْاَلُهُ عَنْ اَبِىْ شَيْبَةَ قَاضِىْ وَاسِطٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ لاَتَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا وَمَزِّقْ كِتَابِىْ وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِىُّ

---

১. খেজুর, মনাক্কা, কিসমিস ইত্যাদি মিশানো পানি।
২. মু'তাযিলা মতাদর্শ।

قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيْثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيْثٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ قَالَ لِيْ شُعْبَةُ ايْتِ جَرِيْرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ لَهُ لاَيَحِلُّ لَكَ اَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَانَّهُ يَكْذِبُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَكَيْفَ ذَالِكَ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِاَشْيَاءَ لَمْ اَجِدْ لَهَا اَصْلاً قَالَ قُلْتُ لَهُ بِاَيِّ شَيْءٍ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ اَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ -

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আনবারী (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি ওয়াসিত শহরের কাজী আবূ শায়বা (র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তার কাছে চিঠি লিখে পাঠালাম। জবাবে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন, তার কাছ থেকে কিছুই লেখবে না আর আমার এই চিঠিখানা ছিড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে।

আল্ হুলওয়ানী (র) বলেন, আফ্‌ফানকে বলতে শুনেছি, সালিহ্ আল মুররীর সূত্রে বর্ণিত সাবিতের একটি রিওয়ায়াত হাম্মাদের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আমি হাম্মাদকে সালিহ্ মুররীর একটি হাদীস পড়ে শুনালে তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে।

মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ দাউদ বলেছেন, শু'বা আমাকে বললেন, তুমি জারীর ইব্‌ন হাযিমের কাছে যাও এবং তাকে বল, হাসান ইব্‌ন উমারা থেকে হাদীস গ্রহণ করা তোমার জন্য ঠিক নয়। কেননা সে মিথ্যা বলে। আবূ দাউদ বলেন, আমি শু'বাকে জিজ্ঞেস করলাম তার মিথ্যা বলাটা কি ঠিকভাবে প্রমাণিত ? শু'বা বললেন, হাসান ইব্‌ন উমারা আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে। আমি তার কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। আবূ দাউদ বলেন, আমি বললাম সেগুলো কোন্ কোন্ হাদীস ? শু'বা বললেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (সা) কি উহুদের শহীদদের জানাযার সালাত পড়েছেন ? তিনি বললেন, তিনি তাদের জানাযার সালাত পড়েন নি।"

فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا تَقُوْلُ فِيْ اَوْلاَدِ الزِّنَا قَالَ يُصَلّٰى عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيْثِ مَنْ يُرْوٰى قَالَ يُرْوٰى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَبْنَ هٰرُوْنَ وَذَكَرَ زِيَادَبْنَ مَيْمُوْنٍ فَقَالَ حَلَفْتُ اَنْ لاَّ اَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَلاَ عَنْ خَالِدِبْنِ مَحْدُوْجٍ وَقَالَ لَقِيْتُ زِيَادَبْنَ مَيْمُوْنٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيْثٍ فَحَدَّثَنِيْ بِهٖ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ثُمَّ عُدْتُ اِلَيْهِ فَحَدَّثَنِيْ بِهٖ عَنْ مُوَرِّقٍ ثُمَّ عُدْتُ اِلَيْهِ فَحَدَّثَنِيْ بِهٖ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا اِلَى الْكَذِبِ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُوْنٍ فَنَسَبَهُ اِلَى الْكَذِبِ

কিন্তু হাসান ইব্‌ন উমারা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) তাদের জানাযার সালাত পড়েছেন এবং দাফনও করেছেন।" শু'বা বলেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, "জারজ সন্তানদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?" তিনি বললেন, "তাদের জানাযা পড়তে হবে।" আমি

জিজ্ঞেস করলাম, তা কোন্ হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং এর বর্ণনাকারী কে ? হাকাম বললেন, হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। কিন্তু হাসান ইব্ন উমারা বলেন, হাকাম আমাদের ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জায্যারের সূত্রে আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাসান আল্ হুলওয়ানী (র) বলেন যে, আমি ইয়াযীদ ইব্ন হারূনকে যিয়াদ ইব্ন মায়মূন সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি শপথ করেছি তার (যিয়াদ) থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করব না এবং খালিদ ইব্ন মাহ্দূজ থেকেও।

ইয়াজীদ ইব্ন হারূন বলেন, একবার আমি যিয়াদ ইব্ন মাইমূনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে এ হাদীসটি আমাকে বকর আল্ মুযনীর সূত্রে বর্ণনা করল। দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি তাকে সেই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে তা মুওয়াররিকের সূত্রে বর্ণনা করল। আমি তৃতীয়বার গিয়ে তাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে আমাকে হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণনা করল। ইয়াযীদ ইব্নে হারূন তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলতেন। হুলওয়ানী বলেন, আমি আবদুস সামাদের কাছে যিয়াদ ইব্ন মাইমূন সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেন।

وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَقَالَ لِي اُسْكُتْ فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ هٰذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنِبُ فَيَتُوبُ أَلَيْسَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ مِنْ ذَا قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لاَ تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنَسًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَبَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّهُ يَرْوِي فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ أَتُوبُ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ فَتَرَكْنَاهُ –

মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) বলেন যে, আমি আবূ দাউদ তায়ালিসীকে বললাম, আপনি তো আব্বাস ইব্ন মানসূর থেকে অনেক হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আপনি কি তার থেকে আত্তারার হাদীস শুনেন নি যা নাযর ইব্ন শুমাইল আমাদের বর্ণনা করেছেন ? তিনি আমাকে বললেন, চুপ করো। আমি ও আবদুর রহমান মাহদী যিয়াদ ইব্ন মাইমুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এসব হাদীস আনাস (রা) থেকে বর্ণনা কর, তা কতটুকু সহীহ্ ও সঠিক ? যিয়াদ বলল, আপনার কি অভিমত, যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ্ করার পর তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা কি তার তাওবা কবূল করবেন না ? আবূ দাউদ বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ কবূল করবেন। যিয়াদ বলল, সত্য কথা হচ্ছে, আমি আনাস (রা) থেকে কম বা বেশি কিছুই শুনিনি। অন্য লোকেরা যদি অবগত না থাকে, তাহলে আপনারাও কি জানবেন না যে, আমি কখনো আনাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিনি। আবূ দাউদ বলেন, এর কিছুদিন পর আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, সে পুনরায় আনাস (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে। আমি ও আবদুর রহমান আবার তার কাছে গেলাম। সে বলল, আমি তাওবা করলাম। পরে দেখা গেল যে, সে আগের মতই আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করছে। তখন আমরা তাকে পরিত্যাগ করলাম।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ قَالَ شَبَابَةُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ

عَرْضًا قَالَ فَقِيْلَ لَهُ اَىُّ شَيْئٍ هٰذَا قَالَ يَعْنِى تُتَّخَذُ كَوَّةٌ فِى حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ –

হাসান আল্ হুলওয়ানী (র) বলেন, আমি শাবাবাকে বলতে শুনেছি যে, আবদুল কুদ্দূস আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন এবং বলতেন, সুওয়াইদ ইব্‌ন আকালা (আসলে সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালা)[১] শাবাবা বলেন, আমি আবদুল কুদ্দূসকে আরো বলতে শুনেছি ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পার্শ্বের থেকে বায়ু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" শাবাবা বলেন, কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এ কথাটির অর্থ কি ? তখন বললেন, কেউ যেন নির্মল বায়ু গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের দেয়ালে জানালা বা ছিদ্র তৈরি না করে।[২]

قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لِرَجُلٍ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِىُّ بْنُ هِلَالٍ بِاَيَّامٍ مَا هٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِىْ نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَااَبَا اِسْمَاعِيْلَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَوَانَةَ قَالَ مَا بَلَغَنِىْ عَنِ الْحَسَنِ حَدِيْثٌ اِلاَّ اَتَيْتُ بِهٖ اَبَانَ بْنَ اَبِىْ عَيَّاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَىَّ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ اَبَانَ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ اَلْفِ حَدِيْثٍ قَالَ عَلِىٌّ فَلَقِيْتُ حَمْزَةَ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ اَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا اِلاَّ شَيْئًا يَسِيْرًا خَمْسَةً اَوْ سِتَّةً

মুসলিম (র) বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-কাওয়ারিরীকে বলতে শুনেছি ঃ তিনি বলেন, আমি হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বললেন, যিনি কিছুদিন মাহদী ইব্‌ন হেলালের সাহচর্যে ছিলেন, ওটা কেমন একটি লবণাক্ত ঝরনা, যা তোমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ? সে বলল, হে আবূ ইসমাঈল! (মুহাম্মদ-এর উপনাম) হ্যাঁ, সত্যিই ওটা লবণাক্ত পানির ঝরনাই বটে।

হাসান আল-হুলওয়ানী বলেন, আমি আফফানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবূ আওয়ানাকে বলতে শুনেছি, হাসান বসরী (র) থেকে যে হাদীসই আমার কাছে পৌঁছাত, আমি তা আবান ইব্‌ন আবূ আইয়াশের কাছে পেশ করতাম। সে আমাকে তা পড়ে শোনাত।

সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্‌ন মিসহার বলেছেন, আমি ও হামযা আয্ যাইয়াত আবান ইব্‌ন আবূ আইয়াশ থেকে প্রায় এক হাজার হাদীস শুনেছি। আলী বলেন, একদিন আমি হামযার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছেন এবং আবান থেকে যে সমস্ত হাদীস শুনেছিলেন তা (স্বপ্নের মধ্যে) তাঁকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (সা)-এর সামান্য ক'টি অর্থাৎ পাঁচটি বা ছয়'টি ছাড়া একটিরও স্বীকৃতি দেননি।

---

১. তিনি 'গাফালা' স্থলে 'আকালা' উচ্চারণ করতেন। এ দ্বারা তাঁর হাদীস বর্ণনায় অবিশ্বস্ততার কথা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) اَلرُّوْحُ বলেছেন। কিন্তু তিনি اَلرُّوْحُ-এর স্থলে اَلرَّوْحُ এবং عُرْضًا-এর স্থলে عَرْضًا বলতেন আর ভুল অর্থ করতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ لِي اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ اُكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوٰى عَنِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلاَ تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوٰى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلاَ تَكْتُبْ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوٰى عَنِ الْمَعْرُوْفِيْنَ وَلاَ عَنْ غَيْرِهِمْ ، حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْ لاَ اَنَّهُ كَانَ يَكْنِيْ الْاَسَامِيَ وَيُسَمِّيَ الْكُنٰى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْوُحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَاِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهٖ كَذَّابُ اِلاَّ لِعَبْدِ الْقُدُّوْسِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَهُ كَذَّابٌ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نُعَيْمٍ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عِرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ وَائِلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِصِفِّيْنَ فَقَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ اَتَرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْبْنُ عَلِيٍّ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ اغْتَبْتَهُ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ مَا اغْتَابَهُ وَ لٰكِنَّهُ حَكَمَ اَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرَ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ عُمَرَ قَالَ سَاَلْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْ يَرْوِيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَاَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَاَلْتُ مَا لِكَ بْنَ اَنَسٍ عَنْ اَبِي الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَاَلْتُ شُعْبَةَ الَّذِيْ رَوٰى عَنْهُ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَاَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَاَلْتُ مَالِكًا عَنْ هٰؤُلاَءِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُوْا بِثِقَةٍ فِيْ حَدِيْثِهِمْ وَسَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اٰخَرَ نَسِيْتُ اِسْمَهُ فَقَالَ هَلْ رَاَيْتَهُ فِيْ كُتُبِيْ قُلْتُ لاَ قَالَ لَوْكَانَ ثِقَةً لَرَاَيْتَهُ فِيْ كُتُبِيْ -

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যাকারিয়া ইব্ন আদী বলেন : আবূ ইসহাক আল-ফাযারী আমাকে বলেছেন যে, বাকীয়া (নামক রাবী) যে সব হাদীস প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করে, শুধু সেগুলো লিখে নাও এবং যেসব হাদীস অখ্যাত ও অপরিচিত লোকদের থেকে বর্ণনা করে, তা লিখ না। কিন্তু ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশের কোন হাদীসই গ্রহণ কর না, তা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থেকেই হোক অথবা অপরিচিত ও অখ্যাত ব্যক্তিদের থেকেই হোক।

ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল হানযালী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)-এর এক ছাত্রের কাছে শুনেছি যে, ইব্ন মুবারক (র) বলেছেন, বাকীয়া উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন, যদি তার মধ্যে একটি দোষ না থাকত। তিনি রাবীর (বর্ণনাকারী) নামকে কুনিয়াত (ডাক নাম) এবং কুনিয়াতকে নাম দ্বারা প্রকাশ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন

আমাদের আবূ সাঈদ ওহাযীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওহাযী হলেন সেই আবদুল কুদ্দুস (যাকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন করেছেন)।

আহমাদ ইব্‌ন ইউসুফ আযদী বলেন, আমি আবদুর রায্‌যাককে বলতে শুনেছি, আমি ইব্‌ন মুবারক (র)-কে সুস্পষ্ট ভাষায় আবদুল কুদ্দুস ছাড়া আর কাউকে মিথ্যাবাদী বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আবদুল কুদ্দুস চরম মিথ্যাবাদী।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী বলেন, আবূ নু'আঈম একদা মু'আল্লা ইব্‌ন ইরফানের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, মু'আল্লা বলেছে যে, আবূ ওয়াইল আমাদের বর্ণনা করেছেন, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে ইব্‌ন মাসউদ (রা) আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তার কথা শুনে আবূ নু'আঈম বললেন, তোমার কি ধারণা, তিনি কি মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন?

আম্‌র ইব্‌ন আলী ও হাসান আল-হুলওয়ানী (র) আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা ইসমাঈল ইব্‌ন উলাইয়্যার কাছে বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তি থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করল। তখন আমি বললাম, "সে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার উপযুক্ত নয়।" আফ্‌ফান বলেন, আমার কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি তো তার গীবত করলে। ইসমাঈল বললেন, না, সে তার গীবত করেনি, বরং সে যে হাদীস বর্ণনা করার উপযুক্ত নয়, সেই সত্যটিকে উদঘাটন করেছে।

আবূ জা'ফর দারিমী (র) থেকে বর্ণিত যে, বিশর ইব্‌ন উমর বলেন, আমি মালিক ইব্‌ন আনাসকে সাইদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মালিক ইব্‌ন আনাস বললেন, সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তাকে তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তাকে আবুল হুয়াইরিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। তারপর আমি তাঁকে শু'বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার থেকে ইব্‌ন আবূ যি'ব হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। এরপর আমি তাঁকে হারাম ইব্‌ন উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। তারপর আমি মালিক ইব্‌ন আনাসের নিকট উক্ত পাঁচ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এদের কেউই হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। অবশেষে আমি তাঁকে আর একজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যার নাম এখন আমার মনে নেই। তার সম্পর্কে তিনি বললেন, তার কোন হাদীস তুমি আমার কিতাবগুলোতে দেখছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যদি সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য হতো, তাহলে তুমি অবশ্যই আমার কিতাবের মধ্যে তার নামের উল্লেখ পেতে (কাজেই সেও নির্ভরযোগ্য নয়)।

وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ الطَّالَقَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ بَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لاَخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ

قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ زَيْدٌ يَعْنِى اَبِى اُنَيْسَةَ لاَ تَأْخُذُوْا عَنْ اَخِى وَ حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ السَّلاَمِ الْوَابِصِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ كَذَّابًا ، حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ اَيُّوْبَ فَقَالَ اِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ ،

ফাযল ইব্ন সাহল থেকে বর্ণিত, ইব্ন আবূ যি'ব শুরাহ্বিল ইব্ন সা'দ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন; অথচ শুরাহ্বিল ছিল অভিযুক্ত।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবন কুহ্যাদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ইসহাক তালিকানীকে বলতে শুনেছি যে, ইব্ন মুবারককে বলতে শুনেছি, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহার্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মধ্যে ইখ্তিয়ার দেয়া হতো তাহলে প্রথমে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে পরে জান্নাতে প্রবেশ করতাম। পরে যখন আমি তাকে দেখলাম, তখন তাকে জানোয়ারের গোবর থেকেও নিকৃষ্ট মনে হলো।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আম্র বলেন, ফাযল ইব্ন সাহল থেকে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইব্ন সালিহ্ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর বলেছেন যে, যায়িদ, মানে ইব্ন আবূ উনাইসা বলেন, তোমরা আমার ভাই (ইয়াহ্ইয়া) থেকে হাদীস গ্রহণ কর না।

আহ্মদ ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী থেকে বর্ণিত, আবদুস সালাম আল-ওয়াবিসী বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর রাক্কী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর থেকে রিওয়ায়েত করেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উনাইসা মিথ্যাবাদী ছিলেন। আহ্মদ ইবন ইব্রাহীম (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূবের কাছে ফারকাদ সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি বললেন, ফারকাদ হাদীস বর্ণনার যোগ্য নয়।[১]

وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِىُّ فَضَعَّفَهُ جِدًّا فَقِيْلَ لِيَحْيَى اَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوْبَ بْنَ عَطَاءٍ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ اُرَى اَنَّ اَحَدًا يَرْوِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ الْقَطَّانَ ضَعَّفَ حَكِيْمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الْاَعْلٰى وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوْسَى بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدِيْثُهُ رِيْحٌ وَ ضَعَّفَ مُوْسَى بْنَ دِهْقَانَ وَ عِيْسَى بْنَ اَبِىْ عِيْسَى الْمَدَنِىُّ قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيْسَى يَقُوْلُ قَالَ لِىْ اِبْنُ الْمُبَارَكِ اِذَا قَدِمْتَ عَلٰى جَرِيْرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ اِلاَّ حَدِيْثَ ثَلاَثَةٍ لاَ تَكْتُبْ حَدِيْثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ وَ السَّرِيِّ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ .

১. প্রকৃতপক্ষে ফারকাদ একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ও আল্লাহ্ভীরু ইবাদতগুযার লোক ছিলেন, তবে হাদীস বর্ণনা করার জন্যে যেসব গুণের প্রয়োজন সেগুলো তার মধ্যে ছিল না।

قَالَ مُسْلِمٌ وَ اَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ مُتَّهِمِىْ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَ اِخْبَارِ هِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيْرٌ يَطُوْلُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلٰى اسْتِقْصَائِهِ وَ فِيْمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَ عَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيْمَا قَالُوْا مِنْ ذٰلِكَ وَ بَيَّنُوْا وَ اِنَّمَا اَلْزَمُوْا اَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَ نَاقِلِى الْاَخْبَارِ وَ اَفْتَوْا بِذٰلِكَ حِيْنَ سُئِلُوْا لِمَا فِيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْخَطَرِ اِذِ الْاَخْبَارُ فِىْ اَمْرِ الدِّيْنِ اِنَّمَا تَاْتِىْ بِتَحْلِيْلٍ اَوْ تَحْرِيْمٍ اَوْ اَمْرٍ اَوْ نَهْىٍ اَوْ تَرْغِيْبٍ اَوْ تَرْهِيْبٍ

আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশর আল-আবদী (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)-এর কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমাইর লায়সীর উল্লেখ করলে, তিনি তাকে অত্যন্ত যঈফ (দুর্বল) বলে মন্তব্য করেছেন। এ সময় কেউ ইয়াহ্ইয়াকে জিজ্ঞেস করল, সে কি ইয়াকুব ইব্‌ন আতা থেকেও যঈফ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইর থেকে আমি কাউকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি। বিশ্‌র ইব্‌ন আল্ হারাম (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তানকে বলতে শুনেছি, তিনি হাকাম ইব্‌ন যুবাইর ও আবদুল আ'লাকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন দীনারকেও যঈফ (দুর্বল) বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তার হাদীস হচ্ছে বাতাসের মত। তিনি মূসা ইব্‌ন দিহকান ও ঈসা ইব্‌ন আবূ ঈসা মাদানীকেও যঈফ (দুর্বল) বলেছেন।

মুসলিম (র) বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন ঈসা (র)-এর কাছে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন মুবারক বলেছেন, যখন তুমি জারীরের কাছে যাবে তখন তিন ব্যক্তির হাদীস ছাড়া আর সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিও। এ তিন ব্যক্তি হচ্ছে ঃ উবায়দা ইব্‌ন মুআত্তিব, আস্‌সাররী ইব্‌ন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিম।

মুসলিম (র) বলেন, রাবীদের দোষ-ত্রুটি ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমদের যে মতামত আমরা বর্ণনা করেছি, তার ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘ। এ সম্পর্কে সবকিছু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে সংকলনের কলেবর বেড়ে যাবে। তবে আমরা এখানে যা আলোচনা করেছি, তা যেকোন বিচক্ষণ ও হাদীস সম্পর্কীয় নীতি-পদ্ধতি বোঝা ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। মুহাদ্দিসগণ রাবী এবং ঘটনা বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়া অপরিহার্য মনে করেছেন। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে যখনই তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখনই তারা তা দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে বৈধ বলে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। কেননা দীনের কোন কথা বর্ণনা করলে তার মাধ্যমে হয় কোন কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হবে অথবা তাতে কোন কাজ করার নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে অথবা এর মাধ্যমে কোন কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে বা কোন কাজ না করার জন্য অনুৎসাহিত করা হবে।

فَاِذَا كَانَ الرَّاوِىْ لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْاَمَانَةِ ثُمَّ اَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَ لَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيْهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ اٰثِمًا بِفِعْلِهِ ذٰلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِيْنَ اِذْ لَايُؤْمَنُ عَلٰى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْاَخْبَارَ اَنْ يَسْتَعْمِلَهَا اَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَ لَعَلَّهَا اَوْ اَكْثَرَهَا اَكَاذِيْبُ لَا اَصْلَ لَهَا مَعَ اَنَّ الْاَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَ اَهْلِ

الْقَنَاعَةَ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُضْطَرَّ اِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَ لاَ مَقْنَعٍ وَلاَ اَحْسِبُ كَثِيْرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ الضِّعَافِ وَ الْاَسَانِيْدِ الْمَجْهُوْلَةِ وَ يَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيْهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَ الضُّعْفِ اِلاَّ اَنَّ الَّذِيْ يَحْمِلُهُ عَلٰى رِوَايَتِهَا وَ الْاِعْتِدَادِ بِهَا اِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلِاَنْ يُقَالَ مَا اَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنٌ مِنَ الْحَدِيْثِ وَ اَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ وَ مَنْ ذَهَبَ فِى الْعِلْمِ هٰذَا الْمَذْهَبَ وَ سَلَكَ هٰذَا الطَّرِيْقَ فَلاَنَصِيْبَ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ بِاَنْ يُسَمّٰى جَاهِلاً اَوْلٰى مِنْ اَنْ يُنْسَبَ اِلَى الْعِلْمِ .

যা হোক, কোন রাবীর মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততার উপাদান না থাকে, আর অন্য রাবী, তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার সময় জানা সত্ত্বেও যদি তার সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে এ ত্রুটি তুলে না ধরে তবে সে গুনাহগার হবে এবং সাধারণ মুসলিমদের সাথে প্রতারক বলে গণ্য হবে। কেননা যারা এসব হাদীস শুনবে, তারা এর সবগুলোর উপর অথবা এর কোন একটির উপর আমল করবে। অথচ এর সবগুলো অথবা অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত নির্ভুল ও সহীহ্ হাদীসের এক বিরাট সম্ভার আমাদের সামনে রয়েছে। কাজেই এমন এক ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার আদৌ প্রয়োজন নেই, যার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয় এবং সে নিজেও বিশ্বস্ত রাবী নয়।

আমি মনে করি, যেসব লোক এ ধরনের যঈফ হাদীস এবং অখ্যাত সনদ বর্ণনা করে এবং এ সবের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও এর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের সাধারণ মানুষের কাছে অধিক হাদীস সংগ্রহকারী হিসেবে পরিচিত করা এবং লোকদের এই বাহবা আদায় করা যে, অমুক ব্যক্তি কত হাদীস সংগ্রহ করেছে, কত হাদীস সংকলন করেছে! ইল্‌মে হাদীসের ক্ষেত্রে যে এ নীতি অবলম্বন করে এবং এ পথে পা বাড়ায়, হাদীস শাস্ত্রে তার কোন স্থান নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলিম (জ্ঞানী) হিসেবে আখ্যায়িত না হয়ে জাহিল (মূর্খ) নামে অভিহিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

بَابُ صِحَّةِ الْاِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيْثِ الْمُعَنْعَنِ اِذَ اَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعِنِيْنَ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ مُدَلِّسٌ

পরিচ্ছেদ ঃ 'আন্ আন্' পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয যদি এর রাবীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের কেউ মুদাল্লিস না হয়।

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيْثِ مِنْ اَهْلِ عَصْرِنَا فِيْ تَصْحِيْحِ الْاَسَانِيْدِ وَ تَسْقِيْمِهَا يَقُوْلُ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَ ذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِيْنًا وَ مَذْهَبًا صَحِيْحًا اِذِ الْاِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ اَحْرٰى لِاِمَاتَتِهِ وَ اِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ يَكُوْنَ ذٰلِكَ تَنْبِيْهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ غَيْرَ اَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُوْرِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ وَ اِسْرَاعِهِمْ اِلَى اعْتِقَادِ خَطَاِ الْمُخْطِئِيْنَ وَالْاَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا

الْكَسْبَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدِّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيْقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدٰى عَلَى الْأَنَامِ -

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আমাদের যুগের কোন স্বঘোষিত হাদীস বিশারদ হাদীসের সনদ সবল ও দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তার সেই ভ্রান্ত অভিমত লিপিবদ্ধ করা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করা থেকে বিরত থাকাই সঠিক মত ও পথ। কেননা ভ্রান্ত মতামত নির্মূল করা এবং এর প্রবক্তার নাম মুছে ফেলার জন্য তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নীরব থাকা উত্তম। এই অশিক্ষিত লোকদের এইসব ভ্রান্ত মতামত সম্বন্ধে অনবহিত রাখার উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু যখন মূর্খ লোকদের ভুল মতামতের প্রতি ত্বরিত বিশ্বাস স্থাপন ও উলামায়ে কিরামের কাছে অগ্রহণযোগ্য কথার প্রতি তাদের আকৃষ্ট হওয়ার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করলাম, তখন আমরা এদের ভ্রান্ত মতের উল্লেখ করে তার মূলোচ্ছেদ করা জরুরী মনে করলাম।

وَالْحَمْدُ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَ زَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِيْ افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ سُوْءِ رَوِيَّتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيْثٍ فِيْهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَى الرَّاوِيْ عَمَّنْ رَوٰى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَ شَافَهَهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَ لَمْ نَجِدْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيْثٍ إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُوْمُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هٰذَا الْمَجِيْءَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيْثِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَرِدُ خَبَرٌ فِيْهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا وَ تَلَاقِيْهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا

ইন্শাআল্লাহ্, এ কাজ মানুষের জন্য হবে কল্যাণকর এবং এর পরিণামও হবে শুভ। তিনি বলেন, যার বক্তব্য কেন্দ্র করে আমরা আলোচনা শুরু করেছি এবং যার অগ্রহণযোগ্য রিওয়ায়েত আমরা বাতিল বলে ঘোষণা করেছি, তার অভিমত হচ্ছে, যদি সনদের মধ্যে 'অমুক অমুকের কাছ থেকে' (فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ) এভাবে উল্লেখ থাকে এবং এ কথা জানা যায় যে, তারা উভয়ই একই যুগের রাবী, একই সময়ে বর্তমান ছিলেন, তা ছাড়া হাদীসটি সরাসরি শোনার এবং পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, কিন্তু সে তার ঊর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শুনেছে বলে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি এবং কোন রেওয়ায়েতেও আমরা পাইনি যে, তাদের উভয়ের কখনও সাক্ষাৎ ঘটেছে অথবা সামনাসামনি কথাবার্তা হয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির কাছে এভাবে যত হাদীস বর্ণিত হবে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, যে পর্যন্ত প্রমাণ না হবে তারা উভয়ে জীবনে একবার কিংবা একাধিকবার কোথাও একত্রিত অথবা সামনাসামনি হয়েছিল অথবা এমন হাদীস পাওয়া যায় যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, জীবনে অন্তত একবার একত্রিত হয়েছে অথবা একবার বা একাধিকবার তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে।

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذٰلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيْحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هٰذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِيْ نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوٰى عَنْهُ ذٰلِكَ وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوْفًا حَتّٰى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيْثِ

ثُمَّ اَدْخَلْتَ فِيْهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتّٰى نَعْلَمَ اَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا اَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرْطَ الَّذِىْ اشْتَرَطْتَهُ عَنْ اَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ وَ اِلاَّ فَهَلُمَّ دَلِيْلاً عَلٰى مَازَعَمْتَ فَاِنِ ادَّعٰى قَوْلَ اَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ اِدْخَالِ الشَّرِيْطَةِ فِىْ تَثْبِيْتِ الْخَبَرِ طُوْلِبَ بِهٖ وَ لَنْ يَجِدَ هُوَ وَ لاَ غَيْرُهُ اِلٰى اِيْجَادِهٖ سَبِيْلاً وَ اِنْ هُوَ ادَّعٰى فِيْمَا زَعَمَ دَلِيْلاً يَحْتَجُّ بِهٖ قِيْلَ لَهُ وَ مَا ذٰلِكَ الدَّلِيْلُ فَاِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِاَنِّىْ وَجَدْتُ رُوَاةَ الْاَخْبَارِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا يَرْوِىْ اَحَدُهُمْ عَنِ الْاٰخَرِ الْحَدِيْثَ وَ لَمْ يُعَايِنْهُ وَ لاَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ اسْتَجَازُوْا رِوَايَةَ الْحَدِيْثِ بَيْنَهُمْ هٰكَذَا عَلَى الْاِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَ الْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِىْ اَصْلِ قَوْلِنَا وَ قَوْلِ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْاَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ احْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ اِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِىْ كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيْهِ فَاِذَا اَنَا هَجَمْتُ عَلٰى سَمَاعِهٖ مِنْهُ لِاَدْنٰى شَىْءٍ ثَبَتَ عِنْدِىْ بِذٰلِكَ جَمِيْعُ مَايَرْوِىْ عَنْهُ بَعْدُ فَاِنْ عَزَبَ عَنِّىْ مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ اَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِىْ مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِاِمْكَانِ الْاِرْسَالِ فِيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَاِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِىْ تَضْعِيْفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الْاِحْتِجَاجَ بِهٖ اِمْكَانَ الْاِرْسَالِ فِيْهِ لَزِمَكَ اَنْ لاَ تُثْبِتَ اِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتّٰى تَرٰى فِيْهِ السَّمَاعَ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ

পরে আপনি এ কথার পিছনে এ শর্তটি যোগ করে দিয়েছেন যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, তারা দু'জন একবার কিংবা একাধিকবার পরস্পর মিলিত হয়েছেন অথবা একজন থেকে কিছু শুনেছেন।" এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা, এ শর্তটির সমর্থন আপনি কি এমন কোন ব্যক্তি থেকে পেয়েছেন, যার কথা মেনে নেওয়া অপরিহার্য ? তা না হলে, আপনি নিজেই আপনার এ দাবির সমর্থনের অন্য কোন প্রমাণ উপস্থিত করুন।

তিনি যদি দাবি করেন যে, তার এই শর্তের সমর্থনে উলামায়ে সালফের অভিমত বর্তমান রয়েছে, তবে তা পেশ করার জন্য তার কাছে দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি বা আর কেউ এ আবিষ্কারের সমর্থনে এমন প্রমাণ উপস্থাপন করার কোন পথ পাবেন না। আর যদি তিনি অন্য কোন যুক্তি পেশ করতে চান, তবে বলা যেতে পারে যে, সে কি ? আর যদি তিনি একথা বলেন যে, আমি অতীত ও বর্তমানে সব রাবীদের দেখেছি, তাদের একজন অপরজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেখানে একজন কখনও অন্যজনকে স্বচক্ষে দেখেন নি এবং তাদের একজন অন্যজন থেকে কোন কিছু শ্রবণও করেন নি, সে ক্ষেত্রে আমি দেখতে পেয়েছি তারা ঐ হাদীসের মধ্যে 'শ্রবণ' না থাকা সত্ত্বেও এটিকে হাদীসে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা বলে রায় দিয়েছেন।

আর মুরসাল হাদীসসমূহের ব্যাপারে আমাদের মুহাদ্দিসীনের অভিমত হচ্ছে 'মুরসাল হাদীস' দলীল হিসেবে পরিগণিত নয়। এজন্য আমি হাদীসের কোন বর্ণনাকারীর জন্য তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শ্রবণ করার শর্তারোপ করেছি। যখন আমি প্রমাণ পেয়ে যাব যে, সে তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে হাদীসটি সরাসরি শুনেছে তখন আমি ধরে নেব যে, সে তার উর্ধ্বতন রাবীর সূত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছে তা সবই তার কাছ থেকে শুনেছে। অর্থাৎ তার কাছ থেকে যতগুলো হাদীস 'মুআন আন্' হিসেবে বর্ণিত হবে, তার সবগুলোই আমার মতে

'মারফূ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি 'একবারও' শ্রবণ করার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে আমি 'মাওকূফ' হাদীস নামে অভিহিত করব। ফলে তা 'মুরসাল' হওয়ার সম্ভাবনায় আমার কাছে দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে না। তাকে বলা যায়, কোন হাদীসের মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনাই যদি সে হাদীসটি যঈফ বলে পরিগণিত হওয়ার বা তা দলীল হিসেবে গৃহীত না হওয়ার কারণ হয়, তাহলে আপনাদের মত অনুযায়ী 'মুআন্ আন্' হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রথম রাবী থেকে শেষ রাবী পর্যন্ত প্রত্যেকে তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছে সরাসরি শুনেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে সনদটি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন না।

وَ ذٰلِكَ اَنَّ الْحَدِيْثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِاِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبِيَقِيْنٍ نَعْلَمُ اَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ اَبِيْهِ وَ اَنَّ اَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ اَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ يَجُوْزُ اِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِيْ رِوَايَةٍ يَرْوِيْهَا عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ اَوْ اَخْبَرَنِيْ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَبِيْهِ فِيْ تِلْكَ الرِّوَايَةِ اِنْسَانٌ اٰخَرُ اَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ اَبِيْهِ وَ لَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ اَبِيْهِ لَمَّا اَحَبَّ اَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلاً وَ لاَ يُسْنِدَهَا اِلٰى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَكَمَا يُمْكِنُ ذٰلِكَ فِيْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ اَيْضًا مُمْكِنٌ فِيْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ كَذٰلِكَ كُلُّ اِسْنَادٍ لِحَدِيْثٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَ اِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيْرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اَنْ يَنْزِلَ فِيْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ اَحَادِيْثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ اَحْيَانًا وَلاَ يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ يَنْشَطُ اَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِيْ حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيْثَ وَ يَتْرُكَ الْاِرْسَالَ وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجُوْدٌ فِي الْحَدِيْثِ مُسْتَفِيْضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَاَئِمَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَ سَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِيْ ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلٰى اَكْثَرَ مِنْهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

فَمِنْ ذٰلِكَ اَنَّ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَ ابْنَ الْمُبَارَكِ وَ وَكِيْعًا وَ ابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَ لِحُرْمِهِ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ فَرَوٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ دَاوُدُ الْعَطَّارُ وَ حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ وَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ رَوٰى هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِيْ اِلَيَّ رَأْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَ اَنَا حَائِضٌ فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ رَوٰى

الزُّهْرِىُّ وَصَالِحُ بْنُ اَبِى حَسَّانَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি হাদীস হিশাম ইব্‌ন উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তাঁর পিতা থেকে আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হিশাম নিশ্চিতই তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাঁর পিতা আয়েশা (রা)-এর কাছে শুনেছেন। যেমন আমরা জানি যে, আয়েশা (রা) নিশ্চয়ই নবী করীম (সা)-এর কাছে শুনেছেন। এরূপ নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বর্ণনায় হিশাম (র) 'আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি অথবা তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন' না বলে যদি কেবল عن দ্বারা বর্ণনা করেন, তা হলে হিশাম (র) এবং উরওয়া (র)-এর মাঝখানে আরো একজন রাবী থাকতে পারেন, যিনি উরওয়া (র)-এর কাছে শুনে হিশাম (র)-কে খবর দিয়েছেন। হিশাম (র) সরাসরি তাঁর পিতার কাছে এ হাদীস শুনেন নি। কিন্তু হিশাম (র) এ হাদীসটি 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করার ইচ্ছা করলেন। তিনি যার মাধ্যমে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করলেন না। তা ছাড়া হিশাম (র) ও তাঁর পিতার মাঝখানে যেমন অন্যকোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুরূপভাবে উরওয়া ও আয়েশা (রা)-এর মাঝখানেও অন্যকোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে হাদীসের এমন প্রতিটি সনদে যেখানে একে অন্যের কাছ থেকে শোনার কথা উল্লেখ নেই, সেখানে ঐ একই সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এ কথা জানা থাকে যে, এক রাবী অপর রাবীর কাছে অনেক হাদীস শুনেছেন, তবে এও হতে পারে যে, তিনি তার কতকগুলো বর্ণনা অন্য রাবীর কাছে শুনে তা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এগুলো তিনি যার কাছে শুনেছেন কখনো তার নাম উল্লেখ করেন নি ; আবার কখনো অস্পষ্টতা দূর করার জন্য নাম করে ইরসাল বাদ দিয়েছেন।

অধঃস্তন ও উর্ধ্বতন রাবীদ্বয়ের মধ্যে বারবার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ণিত হাদীস মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা যে অভিমত প্রকাশ করছি তা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের বর্ণনার মধ্যেও বিদ্যমান। এপর্যায়ে আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসেবে কিছুসংখ্যক হাদীস পেশ করছি। যেমন—আইয়ূব সাখ্‌তিয়ানী, ইব্‌ন মুবারক, ওকী, ইব্‌ন নুমাইর এবং আরো বহু রাবী হিশাম ইব্‌ন উরওয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার সময় ও ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়ার সময় সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগিয়েছি, যা আমার কাছে ছিল।" হুবহু এ হাদীসটিই লাইস ইব্‌ন সা'দ, দাউদ ইব্‌ন আসওয়াদ, উহাইব ইব্‌ন খালিদ ও আবূ উসামা (র) হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেছেন, আমাকে উসমান ইব্‌ন উরওয়া অবহিত করেছেন, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আয়েশা (রা)-এর থেকে। আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ই'তিকাফে থাকাকালীন আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম। অথচ আমি ছিলাম ঋতুমতী। অপরদিকে হুবহু এ হাদীসটিই মালিক ইব্‌ন আনাস সূত্রে যুহরী থেকে, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী ও সালিহ্ ইব্‌ন আবূ হাস্‌সান (র) আবূ সালামা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) সায়েম (রোযাদার) অবস্থায় চুমু খেতেন।

فَقَالَ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ فِى الْقُبْلَةِ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ صَائِمٌ وَ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ غَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَ نَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهٰذَا النَّحْوُ فِى الرِّوَايَاتِ كَثِيْرٌ يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ وَ فِيْمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِى الْفَهْمِ ، فَاِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِىْ فَسَادِ الْحَدِيْثِ وَ تَوْهِيْنِهِ اِذَا لَمْ يُعْلَمْ اَنَّ الرَّاوِىَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا لِمَكَانِ الْاِرْسَالِ فِيْهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الْاِحْتِجَاجِ فِىْ قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ اَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ اِلاَّ فِىْ نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِىْ فِيْهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ نَقَلُوْا الْاَخْبَارَ اَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُوْنَ فِيْهَا الْحَدِيْثَ اِرْسَالاً وَ لاَ يَذْكُرُوْنَ مَنْ سَمِعُوْهُ مِنْهُ وَ تَارَاتٍ يَنْشَطُوْنَ فِيْهَا فَيُسْنِدُوْنَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوْا فَيُخْبِرُوْنَ بِالنُّزُوْلِ فِيْهِ اِنْ نَزَلُوْا وَ بِالصُّعُوْدِ فِيْهِ اِنْ صَعِدُوْا كَمَا شَرَحْنَا ذٰلِكَ عَنْهُمْ وَ مَا عَلِمْنَا اَحَدًا مِنْ اَئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْاَخْبَارَ وَ يَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْاَسَانِيْدِ وَ سَقَمَهَا مِثْلَ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَ ابْنِ عَوْنٍ وَ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ فَتَّشُوْا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِى الْاَسَانِيْدِ كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِىْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ -

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর 'চুমু খাওয়া সম্পর্কিত' এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, আবূ সালামা আমাকে খবর দিয়েছেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাঁকে খবর দিয়েছেন, উরওয়া তাঁকে খবর দিয়েছেন, আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নবী করীম (সা) সায়েম অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন।. ইব্ন উআয়না ও অপরাপর রাবীগণ আমর ইব্ন দীনার থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের ঘোড়ার গোশ্ত খাইয়েছেন। তিনি আমাদের গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। ঠিক এ হাদীসটিই হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ আম্র থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আলী থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় সনদে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আমরা যে কয়টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও বিবেকবান লোকদের জন্য তাই যথেষ্ট।

উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে সরাসরি 'শ্রুত' না হওয়ার কারণে এতে 'ইর্সাল'-এর সম্ভাবনা থাকে, হাদীস ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের পেশকৃত এই যুক্তি যদি সঙ্গত বলে মেনে নিতে হয়; তবে যে হাদীসটিতে উর্ধ্বতন রাবী থেকে 'শ্রুতির' উল্লেখ আছে, সেটি ছাড়া অন্যসব রিওয়ায়েত বাতিল বলে গণ্য হয়,

কেননা এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ 'ইর্সাল' হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কেননা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হাদীসের রাবীদের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। কখনো তাঁরা স্বেচ্ছায় হাদীসকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন এবং যাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেন না। আবার কখনো তাদের পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেন। ফলে তারা যদি নুযুল বা ইর্সাল করতে চান, তখন তাই করেন। আবার যদি সুউদ বা মারফূ করার ইচ্ছা করেন তখন তাই করেন।

পূর্বসূরি সাল্ফে সালেহীন ইমামদের মধ্যে যাঁরা হাদীসের প্রয়োগ ও ব্যবহার করতেন এবং সনদের বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাই করতেন, যেমন—হাদীস বিশারদ আইয়ূব সাখ্তিয়ানী, ইব্ন আউন, মালিক ইব্ন আনাস, শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল্ কাত্তান, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী এবং পরবর্তী স্তরের মুহাদ্দিসগণের কেউ সনদে রাবীদের পরস্পরে 'শ্রবণস্থল' তালাশ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই, যেমন আমাদের পূর্বোক্ত আলোচক দাবি করেন।

وَ اِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدَ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ مِمَّنْ رَوى عَنْهُمْ اِذَا كَانَ الرَّاوِيْ مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيْسِ فِي الْحَدِيْثِ وَ شُهِرَ بِهِ فَحِيْنَئِذٍ يَبْحَثُوْنَ عَنْ سَمَاعِهِ فِيْ رِوَايَتِهٖ وَ يَتَفَقَّدُوْنَ ذَالِكَ مِنْهُ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيْسِ فَمَنِ ابْتَغَى ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذٰلِكَ عَنْ اَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا وَ لَمْ نُسَمِّ مِنَ الْاَئِمَّةِ فَمِنْ ذٰلِكَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّ وَ قَدْ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ وَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثًا يُسْنِدُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِيْ رِوَايَتِهٖ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَ لَا حَفِظْنَا فِيْ شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ

অবশ্য যিনি মুদাল্লিস রাবী হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কেবল তাঁর রিওয়ায়েত গ্রহণ করার সময়ই তাঁরা "সরাসরি শোনার" ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখতেন এবং তা পর্যালোচনা করতেন, যাতে সনদ থেকে তাদলীস জনিত ত্রুটি বিদূরিত হয়। কিন্তু যিনি মুদাল্লিস রাবী নন তাঁর বেলায়ও সাক্ষাতে শোনার ব্যাপারে উল্লেখিত মনীষিগণ অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই; যেমন পূর্বোল্লিখিত আলোচক দাবি করে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) নবী করীম (সা)-কে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি (তাঁর সমসাময়িক ও সমবয়সী) সাহাবী হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামন (রা) এবং আবূ মাসউদ (উকবা ইব্ন আমের) আল্ আনসারী (রা) এতদুভয় থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে সংযোজন করেছেন। অথচ তাঁর কোথাও এই দু'জন সাহাবী থেকে সরাসরি শোনার কথা উল্লেখ নেই।

اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ وَ اَبَا مَسْعُوْدٍ بِحَدِيْثٍ قَطُّ وَلَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهٖ اِيَّاهُمَا فِيْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَ لَمْ نَسْمَعْ عَنْ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى وَ لَا مِمَّنْ اَدْرَكْنَا اَنَّهُ طَعَنَ فِيْ هٰذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ

يُضَعَّفُ فِيْهِمَا بَلْ هُمَا وَ مَا اَشْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لاَقَيْنَا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ مِنْ صِحَاحِ الْاَسَانِيْدِ وَ قَوِيِّهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَ الْاِحْتِجَاجَ بِمَا اَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَ اٰثَارٍ وَ هِيَ فِيْ زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتّٰى يُصِيْبَ سَمَاعَ الرَّاوِيْ عَمَّنْ رَوٰى -

তা ছাড়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (রা) কখনো হুযায়ফা (রা) এবং আবূ মাসঊদ (রা)-এর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করেছেন এবং তাঁদের কাছে হাদীস শুনেছেন বলেও উল্লেখ নেই। এমন কি তিনি তাদের দু'জনকে চাক্ষুষ দেখেছেন বলেও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাইনি।

হাদীস বিশারদদের মধ্যে যাঁরা অতীত হয়েছেন এবং যাঁদের আমরা পেয়েছি তাঁদের কেউই আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হুযায়ফা (রা) ও আবূ মাসঊদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস দু'টিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে দোষারোপ করেন নি বরং হাদীস বিশারদদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁরা সকলে এ হাদীস দু'টি এবং এর অনুরূপ বর্ণনাগুলোকে সহীহ্ এবং সবল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁরা এসব হাদীস প্রয়োগ করা এবং এগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু আমাদের পূর্বোক্ত সমালোচিত ব্যক্তির মতানুযায়ী এগুলো গর্হিত ও অকেজো হাদীসরূপে গণ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'সাক্ষাৎ' এবং 'শ্রবণ' প্রমাণিত না হবে।

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْاَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هٰذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيْهَا لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّيْ ذِكْرِهَا وَ اِحْصَائِهَا كُلِّهَا وَ لٰكِنَّا اَحْبَبْنَا اَنْ نَصِيْبَ مِنْهُ عَدَدًا يَكُوْنُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا وَ هٰذَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَ اَبُوْ رَافِعٍ الصَّائِغُ وَ هُمَا مِمَّنْ اَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ صَحِبَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَدْرِيِّيْنَ هَلُمَّ جَرًّا وَ نَقَلاَ عَنْهُمُ الْاَخْبَارَ حَتّٰى نَزَلاَ اِلٰى مِثْلِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ ذَوِيْهِمَا قَدْ اَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَلَمْ نَسْمَعْ فِيْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا اَنَّهُمَا عَايَنَا اُبَيًّا اَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا -

মুহাদ্দিসীনে কিরামের কাছে যে সমস্ত হাদীস সহীহ্ ও নির্দোষ হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু আমাদের সমালোচিত ব্যক্তির কাছে সেসব 'যঈফ' (দুর্বল) হিসেবে চিহ্নিত, যদি আমরা সে সবের পরিপূর্ণ সংখ্যা হিসেব করার চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অক্ষম হয়ে পড়ব এবং সবগুলোর আলোচনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে নমুনাস্বরূপ এর কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

যেমন, আবূ উসমান নাহ্দী (আবদুর রহমান ইব্ন মাল্লা, ১৩০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন।) এবং আবূ রাফি' সাইগ (নুফাই মাদানী)। তাঁরা উভয়ে জাহিলী যুগ পেয়েছেন [কিন্তু মহানবী (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হননি] রাসূলুল্লাহ্ (সা)--এর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। এমন কি আবূ হুরায়রা (রা), ইব্ন উমর (রা) এবং তাঁদের মত পরবর্তী যুগের

আরো অনেকের সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা উভয়ই উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি যে, তাঁরা উভয়ে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে দেখেছেন অথবা তাঁর কাছে কিছু শুনেছেন।

وَ اَسْنَدَ اَبُوْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَ هُوَ مِمَّنْ اَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ كَانَ فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاً وَ اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَيْنِ وَاَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ وَ قَدْ اَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ اَخْبَارٍ وَ اَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ لَيْلٰى وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ صَحِبَ عَلِيًّا عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَاَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ حَدِيْثَيْنِ وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا –

আবূ আম্‌র শায়বানী (সা'দ ইব্‌ন আইয়াস) জাহিলী যুগও পেয়েছেন আর নবী করীম (সা)-এর সময় তিনি ছিলেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক। তিনি এবং আবূ মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাখবারা উভয়ে আবূ মাসঊদ আনসারী (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে দু'টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর উবায়দ ইব্‌ন উমাইর (র) নবী করীম (সা)-এর পত্নী উম্মু সালামা (রা)-এর সূত্রে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ উবায়দ মহানবী (সা)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কাইস ইব্‌ন আবূ হাযিম (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ পেয়েছেন, আবূ মাসঊদ আনসারী (রা)-এর সূত্রে তাঁর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে হাদীস লাভ করেছেন এবং আলী (রা)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে দু'টি হাদীস এবং আবূ বাকরা (নুফাই ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালাদা (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيٌّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَرَوٰى عَنْهُ وَ اَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَ اَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ اَبِىْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثَةَ اَحَادِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ اَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَاَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا وَ اَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَادِيْثَ فَكُلُّ هٰؤُلَاءِ التَّابِعِيْنَ الَّذِيْنَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَا هُمْ لَمْ

يَحْفَظُ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِيْ رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلاَ أَنَّهُمْ لَقُوْهُمْ فِيْ نَفْسِ خَبَرٍ بِعَيْنِهِ وَهِيَ أَسَانِيْدُ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِالأَخْبَارِ وَ الرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الأَسَانِيْدِ لاَ نَعْلَمُهُمْ وَهَنُوْا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ وَلاَ الْتَمَسُوْا فِيْهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ لِكَوْنِهِمْ جَمِيْعًا كَانُوْا فِي الْعَصْرِ الَّذِيْ اتَّفَقُوْا فِيْهِ وَكَانَ هٰذَا الْقَوْلُ الَّذِيْ أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِيْ حَكَيْنَاهُ فِيْ تَوْهِيْنِ الْحَدِيْثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِيْ وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَ يُثَارَ ذِكْرُهُ إِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَثًا وَ كَلاَمًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَ يَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ فَلاَ حَاجَةَ بِنَا فِيْ رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَ قَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِيْ وَصَفْنَاهُ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ .

অথচ রিবঈ (র), আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। নাফি' ইব্ন জুবাইর ইব্ন মুতঈম, আবূ শুরাইহ্ (খুয়ালিদ ইব্ন আমর) আল্ খুযাই (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নু'মান ইব্ন আবূ আইয়াশ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আতা ইব্ন ইয়াযীদ লাইসী তামীমুদ্দারীর সূত্রে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান হিমাইরী, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা)-এর অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে'কজন তাবিঈর নাম আমরা এখানে উল্লেখ করলাম, তাঁরা সাহাবীদের সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সাহাবীদের থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও এসব হাদীস এবং এর সনদ হাদীস বিশারদদের কাছে সহীহ্ বলে গৃহীত। তাঁদের কেউ এর কোন একটি বর্ণনাকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন বলে অথবা বর্ণনাকারী সরাসরি শুনেছেন কি-না তা অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেননা তাঁরা رَاوِىْ وَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ (রাবী ও যার থেকে বর্ণিত) একই যুগের লোক হওয়ার কারণে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল, আর তা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু আমাদের সমালোচিত ব্যক্তি হাদীসকে দুর্বল ও হেয় করার জন্য যে কারণ দাঁড় করেছেন, তা বিবেচনার যোগ্য নয়। কেননা এটি একটা নতুন মতবাদ এবং বানোয়াট কথা। পূর্বসূরি সাল্‌ফে সালেহীনের কেউই এমন কথা বলেন নি। পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণও এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং যা উল্লেখিত হলো তার চাইতে বেশি প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

কিতাবুল ঈমান

www.banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ بَيَانِ الْاِيْمَانِ وَ الْاِسْلَامِ وَ الْاِحْسَانِ

পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান, ইসলাম ও ইহ্‌সান

١. حَدَّثَنِيْ اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ اَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِيْنَا اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُوْلُ هٰؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ اَنَا وَصَاحِبِيْ اَحَدُنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَ الْاٰخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ اَنَّ صَاحِبِيْ سَيَكِلُ الْكَلَامَ اِلَيَّ فَقُلْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَ يَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ وَ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَ اَنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنْ لَا قَدَرَ وَ اَنَّ الْاَمْرَ اُنُفٌ قَالَ فَاِذَا لَقِيْتَ اُولٰئِكَ فَاَخْبِرْ هُمْ اَنِّيْ بَرِيْئٌ مِنْهُمْ وَ اَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِنِّيْ وَ الَّذِيْ يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ اَنَّ لِاَحَدِهِمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فَاَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ

قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ –

১. আবূ খায়সামা যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার) বলেন, সর্বপ্রথম 'কাদ্‌র' সম্পর্কে বসরা শহরে মা'বাদ আল্ জুহানী কথা তোলেন। আমি (ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মার) এবং হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল্ হিময়ারী হজ্জ অথবা উমরা আদায়ের জন্য মক্কা মুআয্‌যামায় আসলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পাই তাহলে তাঁর কাছে এসব লোক তাকদীর সম্পর্কে যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। সৌভাগ্যক্রমে মসজিদে নববীতে আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর দেখা পাই। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে একজন তাঁর ডানপাশে এবং আর একজন বামপাশে বসলাম। আমার মনে হলো, আমার সাথী চান যে, আমিই কথা বলি। আমি আরয করলাম, হে আবূ আবদুর রহমান! [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কুনিয়াত ছিল আবূ আবদুর রহমান।] আমার দেশে এমন কতিপয় লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা কুরআন পাঠ করে এবং ইলমে দীন সম্পর্কে গবেষণা করে। .... তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তারা মনে করে 'তাকদীর' বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, তাদের সাথে তোমাদের দেখা হলে বলে দিও যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সঙ্গে তাদেরও কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র কসম! যদি এদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের মালিক হয় এবং তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা কবূল করবেন না। তারপর তিনি বললেন, আমাকে আমার পিতা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাদীস শুনিয়েছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযির হলেন। তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার কেশ ছিল কাল কুচকুচে। তাঁর মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না। আমরা কেউ তাঁকে চিনি না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী করীম (সা)-এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তাঁর দুই হাত নবী (সা)-এর দুই উরুর উপর রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের রোযা পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ্ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন আর তিনিই তা সত্যায়িত করছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ ঈমান হলো আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাকদীরের ভালমন্দের প্রতি ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে ইহ্‌সান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ ইহ্‌সান হলো,

এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তাহলে ভাববে তিনি তো আমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন। আগন্তুক বললেন, আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুর জননী হবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন যে, পরে আগন্তুক প্রস্থান করলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল (সা) আমাকে বললেন, হে উমর! তুমি জান, এই প্রশ্নকারী কে ? আমি আরয করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত আছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তিনি জিব্‌রাঈল। তোমাদের তিনি দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكَرْنَا ذٰلِكَ قَالَ فَحَجَجْتُ أَنَا وَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَجَّةً وَ سَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَسٍ وَ إِسْنَادِهِ وَ فِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَ نُقْصَانُ أَحْرُفٍ -

২. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল্ গুবারী (র) .... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'বাদ (আল্ জুহানী) 'কাদর' সম্পর্কে তার মত ব্যক্ত করলে আমরা তা অস্বীকার করি। তিনি (ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়া'মার) বলেন, আমি ও হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান আল্ হিময়ারী হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলাম। এরপর কাহ্‌মাস-এর হাদীসের অনুরূপ সনদসহ হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনায় কিছু বেশকম রয়েছে।

٣. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ لَقِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَ مَا يَقُولُونَ فِيهِ فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَ قَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئًا -

৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) .... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মার ও হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান আল্ হিময়ারী (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, আমরা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং 'কাদর' সম্পর্কে যা বলা হয়, তা নিয়ে আলোচনা করি। তাঁরা উমর (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি কিছু বেশকমসহ বর্ণনা করেন।

٤. وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৪. হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর (র) .... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মার (র) ইব্ন উমর সূত্রে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كِتَابِهِ وَ لِقَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ تُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلاَمُ قَالَ الْاِسْلاَمُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَ لاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَ تُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لاَ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ لٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَ اِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَ اِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِى الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِىْ خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ تَلاَ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ . قَالَ ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوْا عَلَىَّ الرَّجُلَ فَاَخَذُوْا لِيَرُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ -

৫. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকসমক্ষে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে একজন লোক হাযির হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঈমান কী ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ঈমান হলো, আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্‌তা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর সঙ্গে মুলাকাত, তাঁর প্রেরিত রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা এবং শেষ উত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলাম কী ? রাসূল (সা) বললেন ঃ ইসলাম হলো, আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা, ফরয নামায কায়েম করা, নির্ধারিত যাকাত আদায় করা এবং রামাযানের রোযা পালন করা। আগন্তুক আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহ্‌সান কী ? রাসূল (সা) বললেন ঃ ইহ্‌সান হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তাঁকে দেখছ ; যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তাহলে ভাববে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, কিয়ামত কখন হবে ? রাসূল (সা) বললেন ঃ এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি অধিক অবহিত নন। তবে হ্যাঁ কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি, দাসী তার প্রভুকে জন্ম দেবে। এটি কিয়ামতের আলামতের একটি। বিবস্ত্রদেহ, নগ্নপদ লোক হবে জনগণের নেতা ; এটা কিয়ামতের আলামতের একটি। আর রাখালদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। এ বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) (এ আয়াতটি) তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভে।

আর কেউ জানে না কি কামাই করবে সে আগামীকাল এবং জানে না কেউ কোন্ মাটিতে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪) রাবী বলেন, তারপর লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য গেলেন। কিন্তু কাউকে পেলেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ইনি জিব্‌রাঈল (আ)। লোকদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِيْ رِوَايَتِهِ اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ بَعْلَهَا يَعْنِي السَّرَارِيَّ -

৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবূ হায়্যান আত্ তায়মী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় "اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا"-এর স্থলে "اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ بَعْلَهَا" অর্থাৎ দাসী তার স্বামীকে জন্ম দেবে, কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَ هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوْنِي فَهَابُوْهُ اَنْ يَسْاَلُوْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلَامُ ؟ قَالَ لَاتُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَ تُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَلِقَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَخْشَى اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا رَاَيْتَ الْمَرْاَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَ اِذَا رَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا رَاَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِيْ خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَرَاَ : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوْهُ عَلَيَّ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلُ اَرَادَ اَنْ تَعَلَّمُوْا اِذْ لَمْ تَسْاَلُوْا -

৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। সাহাবা কিরাম তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। (রাবী বলেন) তারপর একজন লোক এলেন এবং তাঁর হাঁটুর কাছে বসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলাম কী ? রাসূল (সা) বললেন ঃ

ইসলাম হলো, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের রোযা পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! ঈমান কী ? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, উত্থানের বিষয়ে এবং পুরোপুরি তাক্‌দীরে ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহ্‌সান কী ? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে, যেন তাঁকে দেখছ, যদি তাঁকে না-ও দেখ ; তাহলে ধারণা করবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কিয়ামত কখন ঘটবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবহিত নয়। তবে আমি কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি। যখন দেখবে, দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে, এটা কিয়ামতের একটি আলামত। আর যখন দেখবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, বধির ও মূকেরা দেশের শাসক হয়েছে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। আর যখন দেখবে, মেষপালক বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। তারপর (তিনি কুরআনুল করীম-এর আয়াত) তিলাওয়াত করলেন ঃ (অর্থ) ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁর কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভে। জানে না কেউ, কি কামাই করবে সে আগামীকাল। আর জানে না কেউ, কোন্ মাটিতে (দেশে) সে মারা যাবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪) তারপর আগন্তুক উঠে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁকে তালাশ করা হলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ইনি জিব্‌রাঈল (আ)। তোমরা প্রশ্ন না করায়, তিনি চাইলেন যেন তোমরা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর।

بَابٌ بَيَانُ الصَّلَوَاتِ الَّتِيْ هِيَ اَحَدُ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ নামাযসমূহ যা ইসলামের একটি রুকন

٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَمِيْلِ بْنِ طَرِيْفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ-

৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জামিল ইব্‌ন তারীফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল সাকাফী (র) .... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) বলেন, নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার অস্পষ্ট আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি যা বলছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছাকাছি এলেন। তারপর তাঁর কাছে ইসলাম সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ দিনেরাতে পাঁচবার ফরয নামায কায়েম করা। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে আরো কিছু আছে কি ? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল নামায করা যায়। আর রামাযান মাসে রোযা পালন করা। আগন্তুক জানতে চাইলেন, এ ছাড়া আরও কিছু আছে কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ না, তবে নফল রোযা পালন করা যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাছে যাকাতের কথা বললেন। আগন্তুক জানতে চাইলেন, এ ছাড়া আরও কিছু আছে কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, তবে অতিরিক্ত দান করা যায়। রাবী বললেন, তারপর আগন্তুক এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি এর চাইতে বেশি করব না এবং কমও করব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ লোকটি সত্য বলে থাকলে সফল হবে।

٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ وَ اَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ اَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ .

৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে নবী করীম (সা)-এর হাদীসটি মালিক-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তার পিতার কসম, সে সত্য বলে থাকলে সফলকাম হবে। কিংবা তার পিতার কসম, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাতে দাখিল হবে।

بَابُ اَلسُّوَالُ عَنْ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামের রুকনসমূহের বিষয়ে (জানার জন্য) প্রশ্ন করা

١٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَىْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَجِىْءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْاَلُهُ وَ نَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَ جَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللّٰهُ فَبِالَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَ خَلَقَ الْاَرْضَ وَ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ اللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمِنَا وَ لَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ

رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِيْ اَمْوَالِنَا قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلّٰى قَالَ وَ الَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ.

১০. আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকায়র আল্ নাকিদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমরা চাইতাম যে, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল, হে মুহাম্মদ ! আমাদের কাছে আপনার দূত এসে বলেছে, আপনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, আসমান কে সৃষ্টি করেছেন ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্। আগন্তুক বলল, যমীন কে সৃষ্টি করেছেন ? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্। আগন্তুক বলল, এসব পর্বতমালা কে স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্। আগন্তুক বলল, কসম সেই সত্তার ! যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসব পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ই আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ্-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত দেওয়া ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ ঠিকই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ্-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, প্রতি বছর রমযান মাসের রোযা পালন করা আমাদের উপর ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের মধ্যে যে বায়তুল্লায় যেতে সক্ষম তার উপর হজ্জ ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সত্যি বলেছে। রাবী বলেন যে, তারপর আগন্তুক চলে যেতে যেতে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি এর অতিরিক্তও করব না এবং এর কমও করব না। এ কথা শুনে নবী করীম (সা) বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।

١١. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُهِيْنَا فِي الْقُرْاٰنِ اَنْ نَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ.

১১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম আল্ আব্দী (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কোন প্রশ্ন করতে কুরআন মজীদে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তারপর তিনি হাদীসটির বাকি অংশ (উল্লেখিত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেন।

بَابُ بَيَانِ الْاِيْمَانِ الَّذِيْ يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَاَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا اُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

পরিচ্ছেদ ঃ যে ঈমানের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তার উপর আদিষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَاَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ اَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ بِمَا يُقَرِّبُنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ نَظَرَ فِىْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ اَوْ لَقَدْ هُدِىَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَاَعَادَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَاتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ .

১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবূ আইয়ূব (রা) বলেন, এক সফরে জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এসে দাঁড়াল। সে তাঁর উটনীর লাগাম ধরে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! অথবা বলেছিল, হে মুহাম্মদ! আমাকে এমন কিছু বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রাবী বলেন, নবী করীম (সা) থামলেন এবং সাহাবীদের দিকে তাকালেন। পরে তিনি বললেন, তাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে। অথবা বললেন, তাঁকে হিদায়াত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কী বললে ? রাবী বলেন, সে তার পুনরাবৃত্তি করল। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, (এবারে) উটনীটি ছেড়ে দাও।

١٣. وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَاَبُوْهُ عُثْمَانُ اَنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

১৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র (র) .... আবূ আইয়ূব (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম (সা) থেকে এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِيْنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ تَمَسَّكَ بِهٖ .

১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্ তামিমী (র) ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলো এবং আরয করল, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বাতলে দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতের কাছে পৌঁছে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। সে ব্যক্তি চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা দৃঢ়তার সাথে পালন করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আবূ শায়বার বর্ণনায় إِنْ تَمَسَّكَ بِهٖ-এর স্থলে إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا রয়েছে।

١٥. وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا .

১৫. আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত দিবে এবং রামাযানের রোযা পালন করবে। তারপর সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি এর উপর কখনো কিছু বাড়াব না এবং তা থেকে কমও করব না। লোকটি চলে গেলে নবী করীম (সা) বললেন, কেউ কোন জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চাইলে, একে দেখুক।

١٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَةَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ .

১৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নুমান ইব্‌ন কাওকাল (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাকে অবহিত করুন, যদি আমি ফরয নামায আদায় করি, হারামকে হারাম বলে জানি, হালালকে হালাল জ্ঞান করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব ? নবী করীম (সা) বললেন, হ্যাঁ।

١٧. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ يَارَسُولَ اللهِ بِمِثْلِهِ وَزَادَا فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا .

১৭. হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির ও কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্‌ন কাওকাল (রা) বলেছেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! বাকি অংশ উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন।

١٨. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَالِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَالِكَ شَيْئًا .

১৮. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আরয করলেন, আমাকে অবহিত করুন, যদি আমি ফরয নামাযসমূহ আদায় করি, রামাযানের রোযা পালন করি, হালালকে হালাল জানি এবং হারামকে হারাম জানি; যদি এর অতিরিক্ত কিছু না করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব ? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এর উপর কিছুমাত্র বাড়াব না।

بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামের রুকনসমূহ ও এর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভসমূহ

١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ وَ اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَ الْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ هٰكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নু'মায়র আল্ হামদানী (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌কে এক বলে বিশ্বাস করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রামাযানের রোযা পালন করা এবং হজ্জ করা। এক ব্যক্তি (এ ক্রম পাঁচটিকে) বলল, হজ্জ করা ও রামাযানের রোযা পালন করা। রাবী বললেন, না 'রামাযানের রোযা পালন করা ও হজ্জ করা' এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছি।

٢٠. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُبْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ عَلٰى اَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُوْنَهُ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

২০. সাহল ইব্‌ন উসমান আল্ আস্‌কারী (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রচিত। আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা ও রামাযানের রোযা পালন করা।

٢١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَا بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَعَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

২১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল—এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা ও রামাযানের রোযা পালন করা।

٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَلَا تَغْزُوْ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْاِسْلَامَ بُنِيَ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ.

২২. ইব্‌ন নুমায়র (র) .... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, আপনি কেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন না ? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রামাযানের রোযা পালন করা ও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَرَسُوْلِهِ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّيْنِ وَالدُّعَاءِ اِلَيْهِ وَالسُّوَالِ عَنْهُ وَ حِفْظِهِ وَتَبْلِيْغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ.

পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর (দীনের অনুশাসনের) প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ এবং তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, দীন সম্বন্ধে (জানার জন্য) প্রশ্ন করা ও তা সংরক্ষণ, আর যার কাছে দীন পৌছায়নি, তার কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করা।

٢٣. حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلاَ نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِيْ شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُوْا اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ زَادَ خَلَفٌ فِيْ رِوَايَتِهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً .

২৩. খালাফ ইব্ন হিশাম ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়সের (গোত্রের) একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আমাদের এবং আপনার মধ্যে কাফির মুযার গোত্র বিদ্যমান। আমরা শাহরুল হারাম[১] ব্যতীত আপনার কাছে নিরাপদে পৌছতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কিছু আদেশ দিন আমরা যে সবের আমল করতে পারি এবং আমাদের অন্যদের তৎপ্রতি আহ্বান জানাতে পারি। রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের আমি চারটি বিষয় পালনের আদেশ করছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি। তারপর তিনি তাদের এ সম্বন্ধে বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অতঃপর এর ব্যাখ্যায় তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল—এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং তোমাদের গনীমতলব্ধ সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা। আর আমি তোমাদের নিষেধ করছি দুব্বা, হানতাম, নাকীর, মুকায়্যার থেকে।[২] খালাফ তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি আঙুল বন্ধ করেন।

---

১. শাহরুল হারাম — সম্মানিত মাসসমূহ। যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররাম ও রজব। এ চারটি পবিত্র মাসে রক্তপাত ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। জাহেলী যুগের কাফিররাও তা মেনে চলত।

২ আগের দিনের আরবদের মধ্যে প্রচলিত সুরাপাত্র। দুব্বা — কদুর খোল বা লাউয়ের খোলস থেকে তৈরি পাত্র; হানতাম — সবুজ রং-এর কলস; নাকীর — খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডমূল থেকে তৈরি পাত্র এবং মুকায়্যার — আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ দেওয়া পাত্র।

٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَىِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ تَسْاَلُهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْوَفْدُ اَوْ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامٰى قَالَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَأْتِيْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ وَاِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَاِنَّا لَانَسْتَطِيْعُ اَنْ نَأْتِيَكَ اِلَّا فِىْ شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْبِهٖ مَنْ وَّرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ قَالَ اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْا بِهٖ مَنْ وَّرَائَكُمْ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ رِوَايَتِهٖ مَنْ وَّرَاءَكُمْ وَلَيْسَ فِىْ رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرُ .

২৪. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবূ জামরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কথা লোকদের বোঝাবার দায়িত্ব পালন করতাম। একজন স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে কলসির নাবীয সম্পর্কে জানতে চাইল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাযির হলে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের প্রতিনিধি' অথবা বললেন, কোন গোত্রের পক্ষ থেকে ? তারা বলল, আমরা রাবী'আ গোত্রের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তোমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার আগেই এসেছ বলে তোমাদের মুবারকবাদ। রাবী বলেন — তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমরা বহু দূরাঞ্চল থেকে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে মুযার গোত্রীয় কাফির সম্প্রদায়। তাই 'শাহরুল হারাম' ছাড়া আমরা আপনার কাছে পৌঁছতে অপারগ। সুতরাং আপনি আমাদের ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে নির্দেশ দান করুন, যেন আমরা আমাদের পশ্চাতের লোকজনকে তা অবহিত করতে পারি এবং তদনুযায়ী আমল করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাদের চারটি বিষয় পালনের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন। এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা জান এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা কী ? আরয করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) এ বিষয়ে ভাল জানেন। রাসূল (সা) বললেন, এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল আর তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের রোযা পালন করবে এবং গনীমত-লব্ধ সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। তিনি তাদের চারটি বিষয়ে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তা হচ্ছে — দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত। চতুর্থটি সম্বন্ধে শু'বা বলেন, এরপর রাবী কখনো 'নাকীর' কখনোবা 'মুকায়্যার' শব্দ উল্লেখ

করেছেন।[১] রাসূল (সা) বললেন, এসব বিধান হিফাজত করবে এবং যারা আসেনি তাদের তা জানিয়ে দিবে। আবূ বকর (র)-এর রিওয়ায়েতে مَنْ وَرَاءَكُمْ (যারা আসেনি) কথাটি রয়েছে কিন্তু اَلْمُقَيَّرُ শব্দটি নেই।

٢٥. حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِىْ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَحَدِيْثِ شُعْبَةَ وَقَالَ اَنْهَاكُمْ عَمَّايُنْبَذُ فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَزَادَبْنُ مُعَاذٍ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلاَشَجِّ اَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالاَنَاةُ .

২৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে শু'বার বর্ণনার অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের দুব্বা, নাকীর, হানতাম ও মুযাফ্ফাত নামক নাবীয[২] তৈরির পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করছি। ইব্ন মু'আয (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়েতে আরো উল্লেখ করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল কায়েস গোত্রের 'আশাজ্জ' আশাজ্জ আবদুল কায়েসকে বললেন, তোমার দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন — ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা।

٢٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ لَقِىَ الْوَفْدَ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ سَعِيْدٌ وَذَكَرَ قَتَادَةُ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ فِى حَدِيْثِهِ هٰذَا اَنَّ اُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا حَىٌّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلاَنَقْدِرُ عَلَيْكَ اِلاَّ فِى اَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَأْمُرُبِهٖ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ اِذَا نَحْنُ اَخَذْنَا بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَصُوْمُوْا رَمَضَانَ وَاَعْطُوْا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ قَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيْرِ قَالَ بَلٰى جِذْعٌ تَنْقُرُوْنَهُ فَتَقْذِفُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ قَالَ سَعِيْدٌ اَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّوْنَ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوْهُ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَكُمْ اَوْ اِنَّ اَحَدَهُمْ لَيَضْرِبُ اِبْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ قَالَ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ اَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَالِكَ قَالَ وَكُنْتُ اَخْبَأُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ فَفِيْمَ نَشْرَبُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِىْ اَسْقِيَةِ

১. দ্রষ্টব্য ঃ ৯৭ পৃষ্ঠার ২ নং টীকা।
২. নাবীয—কিসমিস, খেজুর ইত্যাদি গজিয়ে তৈরি পানীয়।

الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيْرَةُ الْجُرْذَانِ وَلَاتَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجُرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجُرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجُرْذَانُ قَالَ وَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ .

২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব (রা) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়স গোত্রের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্র নবী ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী যাতায়াত পথে মুযার গোত্রের কাফিররা অবস্থান করছে। শাহ্রুল হারাম[১] ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। অতএব আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ দিন, আমাদের যারা আসেনি তাদের জানাতে পারি এবং যা পালন করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাদের চারটি বিষয় পালনের এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। পালনীয় চারটি বিষয় হলো ঃ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের রোযা পালন করবে এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে। আমি তোমাদের চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি ঃ দুব্বা, হান্তাম, মুযাফ্ফাত ও নাকীর-এর ব্যবহার। তারা আরয করল, হে আল্লাহ্র নবী ! আপনি নাকীর সম্পর্কে কতটুকু জানেন ? তিনি বললেন, এ হলো খেজুর বৃক্ষের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্র। এতে কুতাইয়া[২] নামক খেজুর দিয়ে তাতে পানি ঢেলে, জোশ স্তব্ধ হওয়া পর্যন্ত রেখে তা পান করে থাক। ফলে তোমাদের কেউ বা তাদের কেউ (নেশাগ্রস্ত হয়ে) আপন চাচাত ভাইকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে বস। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে এভাবে আঘাতপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, লজ্জায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আঘাতটি গোপন করছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা কিসে পান করব ? রাসূল (সা) বললেন, রশি দ্বারা মুখবন্ধ চামড়ার পাত্রে। তারা আরয করল, হে আল্লাহ্র নবী! আমাদের দেশে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি। সেখানে চামড়ার পাত্র অক্ষত রাখা যায় না। নবী করীম (সা) বললেন, যদিও তা ইঁদুরে কেটে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে কেটে ফেলে, যদিও তা ইঁদুর কেটে ফেলে। রাবী বলেন, নবী করীম (সা) আবদুল কায়স গোত্রের আশাজ্জ সম্পর্কে বললেন, তোমার মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন — ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা।

٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ أَنَّ فِيْهِ وَتَذِيْفُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ وَالتَّمْرِ وَالْمَاءِ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ سَعِيْدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ .

১. দেখুন ৯৭ নং পৃষ্ঠার ১নং টীকা।

২. বর্ণনাকারী কাতাদা (র) 'কুতাইয়া'র স্থলে 'তামার' বলেছেন।

২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) .... থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এল.... । হাদীসটির বাকি অংশ ইব্‌ন উলায়্যার বর্ণনায় অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় রয়েছে তোমরা এর মধ্যে 'কুতাইয়া' বা 'তামার' ও পানি ঢেলে দাও।

٢٨. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ قَزَعَةَ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ جَعَلَنَا اللّٰهُ فِدَائَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ لَاتَشْرَبُوْا فِي النَّقِيْرِ قَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ جَعَلْنَا اللّٰهُ فِدَائَكَ أَوَ تَدْرِيْ مَا النَّقِيْرُ قَالَ نَعَمْ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَلَا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوْكَى .

২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্‌কার আল্‌ বাসরী (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আল্লাহ্‌ আপনার জন্য আমাদের কুরবান করুন। আমাদের জন্য কোন্‌ ধরনের পাত্র ব্যবহারযোগ্য ? নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা নাকীরে পান করবে না। তারা আরয করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার জন্য আল্লাহ্‌ আমাদের কুরবান করুন। আপনি কি জানেন নাকীর কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নাকীর এক ধরনের পাত্র যা খেজুর বৃক্ষমূল খোদাই করে তৈরি হয়। তিনি আরো বললেন, দুব্বা, হানতামেও তোমরা পান করবে না এবং তোমরা মুখবন্ধ পাত্র ব্যবহার করবে।

بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদত এবং ইসলামের বিধানের দিকে আহ্বান

٢٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

২৯. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মু'আয বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ইয়ামনের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে এ কথার আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে দিনে এবং রাতে আল্লাহ্ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। তারা এ কথাটি মেনে নিলে, সাবধান, যাকাত হিসেবে তুমি তাদের থেকে বাছাই করে উত্তমগুলো নিবে না। আর মযলুমের (বদ) দু'আ থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহ্‌র ও মযলুমের দু'আর মধ্যে কোন অন্তরায় নেই।

٣٠. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٌّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ سَتَأْتِى قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ .

৩০. ইব্‌ন আবূ উমর (রা) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনের প্রশাসক করে পাঠালেন। নবী করীম (সা) বললেন, নিশ্চয় তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ .... বাকি অংশ ওয়াকীর বর্ণনার অনুরূপ।

٣١. حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِذَا عَرَفُوْا اللّٰهَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمِهِمْ وَ لَيْلَتِهِمْ فَاِذَا فَعَلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِذَا اَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَ تَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ .

৩১. উমায়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম আল্ আয়শী (রা) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে প্রশাসক করে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাদের প্রথম যে দাওয়াত দিবে তা হলো, মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহ্বান করা। যখন তারা আল্লাহকে চিনে নিবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা তা করলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয

করেছেন। তাদের সম্পদ থেকে আদায় করা হবে এবং তা তাদের গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলে তুমি তাদের থেকে তা আদায় করবে; কিন্তু তাদের উত্তম মাল থেকে সাবধান থাকবে।

بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ يُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ يُؤْمِنُوْا بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَ اِنَّ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلَّا بِحَقِّهَا ووكلت سَرِيْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَقِتَالُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ اَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوْقِ الْاِسْلَامِ وَ اِهْتِمَامِ الْاَمَامِ بِشَعَائِرِ الْاِسْلَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ যতক্ষণ না তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, নবী করীম (সা) যে শরী'আতের বিধান এনেছেন, তার প্রতি ঈমান আনে। যে ব্যক্তি এসব করবে সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ব্যতীত। আর অন্তরের খবর আল্লাহ্‌র কাছে। যে ব্যক্তি যাকাত দিতে ও ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করতে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইমামের গুরুত্বারোপ করার নির্দেশ।

٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِاَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ اللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَ اللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ.

৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হলে আরবের একদল লোক কাফির হয়ে যায়।[১] উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবূ

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আরবের কিছুসংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায় আর কিছুসংখ্যক লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযরত উমর (রা)-এর জিজ্ঞাসা ছিল, যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে অথচ 'লা ইলাহা ইল্লাহ্' বলে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কি উচিত?

বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আরয করলেন, আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই—এ কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই — এ কথা স্বীকার করবে, সে আমার থেকে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করল। তবে শরীআতসম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা ; তার হিসাব তো আল্লাহ্র কাছে। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে।[১] কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহ্র কসম, যদি তারা একটি উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানায় যাকাত হিসাবে দিত, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ্ আবূ বকর (রা)-এর বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও উপলব্ধি করলাম যে, এ-ই হক।

٣٢- حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَ اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ .

৩৩. আবূ তাহির, হারমালা ইবন্ ইয়াহ্ইয়া ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই' — এ কথার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। সুতরাং যে কেউ 'আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই' স্বীকার করবে, সে আমা হতে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ব্যতীত। আর তার হিসাব আল্লাহ্র কাছে।

٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنِ الْعَلَاءِ ح وَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ يُؤْمِنُوْا بِىْ وَ بِمَا جِئْتُ بِهِ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

৩৪. আহ্মাদ ইব্ন আবদ আয-যাব্বি (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই,—এ কথার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি ও আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। এগুলো মেনে নিলে তারা তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া। আর তাদের

১. যারা নামায ফরয মনে করে ; অথচ যাকাত দেওয়া ফরয মনে করে না।

হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٥. وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِىْ ابْنَ مَهْدِىٍّ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ .

৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) ও জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। বাকি অংশ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইব্‌ন মুসায়্যাব-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই'—এ কথার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই'— এ কথা স্বীকার করলে তারা আমার থেকে তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে; তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া এবং তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে। তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ (অর্থ) "আপনি তো একজন উপদেশদাতা। আপনি এদের উপর কর্মনিয়ন্ত্রক নন।" (৮৮ ঃ ২১-২২)

٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ يُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

৩৬. আবূ গাস্‌সান-আল-মিসমাঈ মালিক ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়। যদি এগুলো করে তাহলে আমা থেকে তারা জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে শরী'আতসম্মত কারণ ছাড়া। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِىَّ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ .

৩৭. সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... আবূ মালিক তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই'— এ কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তবে তার জানমাল নিরাপদ। আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٨. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ وَحَّدَ اللّٰهَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

৩৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) .... আবূ মালিক (র)-এর সূত্রে তার পিতা তারিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে 'এক' বলে স্বীকার করে .... তারপর তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت مالم يشرع فى النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على ان من مات على الشرك فهو من اصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شئى من الوسائل .

পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার, মুশরিকদের ব্যাপারে ইস্‌তিগফার রহিত হওয়ার ও মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর জাহান্নামী হওয়ার এবং সে কোনমতেই পরিত্রাণ না পাওয়ার দলীল

٣٩. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَ يُعِيْدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتّٰى قَالَ اَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ اَبَى اَنْ يَقُوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَ اللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْا اُوْلِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ

اَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لاَتَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ .

৩৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তুজীবী (র) .... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমায়্যা ইব্ন মুগীরাকে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে চাচাজান! আপনি কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলুন। আমি আল্লাহ্র কাছে আপনার জন্য (এর উসিলায়) সাক্ষ্য দিব। আবূ জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমায়্যা বলল, হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারবার ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। আবূ তালিব শেষ কথাটি এ বললেন যে, তিনি আবদুল মুত্তালিবের দীনের উপরই রয়েছেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতে অস্বীকার করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার জন্য অবশ্যই 'ইস্তিগফার' করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়, এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : (অর্থ) "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের সঙ্গত নয় যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।" (৯ : ১১৩) আর আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে আবূ তালিবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ করে ইরশাদ করেন : (অর্থ) (হে রাসূল!) "আপনি যাকে চাইবেন তাকে পথ দেখাতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ পথ দেখান, যাকে ইচ্ছা করেন। আর তিনিই সম্যক জ্ঞাত আছেন কাদের ভাগ্যে হিদায়াত আছে সে সম্পর্কে।"

٤٠. وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ هُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ صَالِحٍ انْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيْهِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْاٰيَتَيْنِ وَ قَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَ يَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ وَ فِيْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هٰذِهِ الْمَقَالَةَ الْكَلِمَةُ فَلَمْ يَزَالاَ بِهِ .

৪০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) .... যুহ্রীর সূত্রে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সালিহ্-এর হাদীসটি فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ এ বাক্যেই শেষ হয়েছে এবং তিনি আয়াত দু'টির উল্লেখ করেন নি। তিনি তার বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেন يَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ তারা উভয়ই এ বক্তব্যটি পুনরাবৃত্তি করেন। মা'মার বর্ণিত হাদীসে هٰذِهِ الْمَقَالَةَ -এর স্থলে اَلْكَلِمَةُ فَلَمْ يَزَالاَ بِهِ তারা উভয়ই তার কাছে একথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে' কথার উল্লেখ রয়েছে।

٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَبٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ الاٰيَةَ .

৪১. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবূ উমর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচা আবূ তালিবের অন্তিমকালে তাকে বলেছিলেন, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলুন, কিয়ামত দিবসে আমি আপনার জন্য এর সাক্ষ্য দিব। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ الاٰيَةَ .

٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهِ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ تُعَيِّرَنِىْ قُرَيْشٌ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا حَمَلَهُ عَلٰى ذٰلِكَ الْجَزَعُ لاَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ-

৪২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচাকে বললেন, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলুন, কিয়ামত দিবসে আপনার পক্ষে আমি এর সাক্ষ্য দেব। তিনি বললেন, আবূ তালিব ভীত হয়ে এ কথা বলেছেন, কুরায়শ কর্তৃক এরূপ দোষারোপ করার আশঙ্কা যদি না থাকত, তাহলে আমি 'কালিমা তাওহীদ' পাঠ করে তোমার চোখ জুড়াতাম।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ নাযিল করেন : (অর্থ) "আপনি যাকে চাইবেন পথ দেখাতে পারবেন না ; কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান।"

باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর ইন্তিকাল করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে — এর প্রমাণ।

٤٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

৪৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে ইন্তিকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[1]

٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ

১. গুনাহগার হলেও ক্ষমা লাভ অথবা শাস্তিভোগের পর সে জান্নাতে যাবে।

الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيْدِ أَبِيْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَهُ سَوَاءً –

৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আল মুকাদ্দামী (র) .... উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি .... বাকি অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

٤٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ قَالَ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتّٰى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللّٰهَ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَ ذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَ ذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ قُلْتُ وَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ بِالنَّوٰى قَالَ كَانُوْا يَمَصُّوْنَهُ وَ يَشْرَبُوْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا قَالَ حَتّٰى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৪৫. আবূ বকর ইব্‌ন নাযর ইব্‌ন আবূ নাযর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। এক পর্যায়ে দলের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল। পরিশেষে রাসূল (সা) তাদের কিছুসংখ্যক উট যবেহ্ করার মনস্থ করলেন। রাবী বলেন যে, এতে উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি সকলের রসদ সামগ্রী একত্র করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতেন, তবে ভাল হতো। রাসূল (সা) তাই করলেন। যার কাছে গম ছিল সে গম এবং যার কাছে খেজুর ছিল সে খেজুর নিয়ে হাযির হলো, (তালহা ইব্‌ন মুসাররিফ বলেন) মুজাহিদ আরো বর্ণনা করেন যে, যার কাছে খেজুরের আঁটি ছিল, সে তাই নিয়ে হাযির হলো। আমি (তালহা) আরয করলাম, আঁটি দিয়ে কি করতেন? তিনি বললেন, তা চুষে পানি পান করতেন। বর্ণনাকারী বললেন, তারপর রাসূল (সা) সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর উপর দু'আ করলেন। রাবী বলেন, অবশেষে লোকেরা রসদে নিজেদের পাত্র পূর্ণ করে নিল। রাবী বলেন যে, তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। যে এ দু'টি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে।

٤٦. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ جَمِيْعًا عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْعَلُوْا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ قَالَ وَ يَجِيْءُ الْاٰخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ قَالَ وَ يَجِيْءُ الْاٰخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتّٰى اَجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ يَسِيْرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِيْ اَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوْا فِيْ اَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَا تَرَكُوْا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً اِلاَّ مَلاَؤُهُ قَالَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَ فَضِلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَ يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ –

৪৬. সাহল ইব্‌ন উসমান ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) অথবা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, (সন্দেহ রাবী আমাশের) তাবূকের যুদ্ধের সময়ে লোকেরা দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হলো। তারা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের উটগুলো যবেহ্ করে তার গোশ্‌ত খাই এবং তার চর্বি ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যবেহ্ করতে পার। রাবী বলেন, ইত্যবসরে উমর (রা) আসলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি এরূপ করা হয়, তাহলে বাহন কমে যাবে বরং আপনি লোকদেরকে তাদের উদ্বৃত্ত রসদ নিয়ে উপস্থিত হতে বলুন, তাতে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে বরকতের দু'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাতে বরকত দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ-ঠিক আছে। তিনি একটি দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা বিছালেন, এরপর সকলের উদ্বৃত্ত রসদ চেয়ে পাঠালেন। রাবী বলেন, তখন কেউ একমুঠো গম নিয়ে হাযির হলো, কেউ একমুঠো খেজুর নিয়ে হাযির হলো, কেউবা এক টুকরা রুটি নিয়ে আসল, এভাবে কিছু পরিমাণ রসদ-সামগ্রী দস্তরখানায় জমা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ পাত্রে রসদপত্র ভর্তি করে নাও। সকলেই নিজ নিজ পাত্র ভরে নিল, এমনকি এ বাহিনীর কোন পাত্রই আর অপূর্ণ রইল না। এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। কিছু উদ্বৃত্তও রয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল—যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দু'টির উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না।

٤٧ ـ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَ اَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللّٰهِ وَ ابْنُ اَمَتِهِ وَ كَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَ اَنَّ

الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ اَنَّ النَّارَ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ

৪৭. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (রা) .... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর বান্দীর পুত্র, তাঁর কথা দ্বারা পয়দা হয়েছেন যা তিনি মারিয়ামের মধ্যে ঢেলেছিলেন (অর্থাৎ কালিমায়ে 'কুন' দ্বারা মারিয়ামের গর্ভে তাঁকে পয়দা করেছেন) তিনি তাঁর আত্মা, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ জান্নাতের আটটি তোরণের যেখান দিয়ে ইচ্ছা করবেন তাতে প্রবেশ করাবেন।

٤٨. وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ .

৪৮. আহ্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আল্ দাওরাকী (র) .... উমায়ের ইব্ন হানী (রা)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় একটু পার্থক্য দেখা যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে আমলের উপর থাকুক না কেন। "জান্নাতের আটটি তোরণের যেটি দ্বারা ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে" কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلًا لِمَ تَبْكِيْ فَوَ اللّٰهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لَاَشْهَدَنَّ لَكَ وَ لَئِنْ شُفِّعْتُ لَاَشْفَعَنَّ لَكَ وَ لَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَاَنْفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ مَا مِنْ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَكُمْ فِيْهِ خَيْرٌ اِلَّا حَدَّثْتُكُمُوْهُ اِلَّا حَدِيْثًا وَاحِدًا وَ سَوْفَ اُحَدِّثُكُمُوْهُ الْيَوْمَ وَ قَدْ اُحِيْطَ بِنَفْسِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ .

৪৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা) .... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সুনাবিহ্ (র) বলেন, আমি উবাদার কাছে গেলাম, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি আমাকে বললেন, চুপ থাক, কাঁদছ কেন? আল্লাহ্র শপথ! যদি আমাকে সাক্ষী বানানো হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবো, যদি আমাকে সুপারিশকারী বানানো হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব এবং যদি আমার সাধ্য থাকে, তবে আমি তোমার উপকার করব। তারপর উবাদা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শ্রুত একটি ছাড়া সব হাদীসই তোমাকে শুনিয়েছি, যাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। তোমাদের কাছে সে

হাদীসটি আজ বর্ণনা করছি, কেননা আজ আমি মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ তাঁর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।

٥٠. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُ اِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَ لاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ ـ

৫০. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ আল্ আয্দী (র) .... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এক সময় নবী করীম (সা)-এর বাহনের পিছনে বসা ছিলাম। আমার ও নবী করীম (সা)-এর মাঝে হাওদার কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া আর কোন ব্যবধান ছিল না। নবী করীম (সা) বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল ! আমি বললাম 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বান্দা হাযির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য ! তারপর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল ! আমি বললাম, বান্দা আপনার খেদমতে হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য, হে আল্লাহ্র রাসূল ! তারপর তিনি কিছুদূরে অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল ! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! বান্দা আপনার খেদমতে হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। তিনি বললেন, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্ তা'আলার কী হক রয়েছে ? আমি আরয করলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। নবী করীম (সা) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। তারপর কিছুদূর চললেন। নবী করীম (সা) আবার বললেন, হে মু'আয ইব্ন জাবাল। আমি আরয করলাম, বান্দা আপনার খেদমতে হাযির, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি কি জান, এগুলো করলে আল্লাহ্র কাছে বান্দার কী হক আছে ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন না।

٥١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهٗ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَ

لاَيُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا –

৫১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গাধা উফায়রের পিঠে তাঁর পিছনে বসা ছিলাম। রাসূল (সা) বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক কী এবং আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক কী ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক হলো, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনকিছুর শরীক করবে না। আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক হলো, যে তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। মু'আয (রা) বললেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি কি লোকদের এ সংবাদ জানিয়ে দেব ? তিনি বললেন, না, লোকদের এ সংবাদ দিও না, দিলে এর উপরই তারা ভরসা করে থাকবে।

৫২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ وَ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا الْاَسْوَدَ بْنَ هِلاَلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ وَ لاَ يُشْرَكَ بِهِ شَىْءٌ قَالَ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ –

৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কী হক ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা) বললেন, তা হলো, যেন আল্লাহ্‌রই ইবাদত করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে যেন অন্য কিছু শরীক না করা হয়। তিনি বললেন, তুমি কি জান, তা করলে আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার হক কী ? মু'আয (রা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তাদের তিনি শাস্তি দেবেন না।

৫৩. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُوْلُ دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاَجَبْتُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ –

৫৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) .... মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান, মানুষের উপর আল্লাহ্‌র হক কী ? .... বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৫৪. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ

عمار قال حدثني ابو كثير قال حدثني ابو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله ﷺ
معنا ابو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله ﷺ من بين اظهرنا فابطا علينا و خشينا
ان يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله ﷺ
حتى اتيت حائطا للانصار لبني النجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربيع
يدخل في جوف حائط من بئر خارجة و الربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب
فدخلت على رسول الله ﷺ فقال ابو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شانك
قلت كنت بين اظهرنا فقمت فابطات علينا فخشينا ان تقتطع دوننا ففزعنا فكنت
اول من فزع فاتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب و هؤلاء الناس ورائي
فقال يا ابا هريرة و اعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا
الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان اول من لقيت
عمر فقال ما هاتان النعلان يا ابا هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله ﷺ بعثني بهما
من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده
بين ثديي فخررت لاستي فقال ارجع يا ابا هريرة فرجعت الى رسول الله ﷺ
فاجهشت بكاء وركبني عمر فاذا هو على اثري فقال رسول الله ﷺ ما لك يا اباهريرة
قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي قال
ارجع فقال له رسول الله ﷺ يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بابي
انت و امي ابعثت ابا هريرة بنعليك من لقي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه
بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فاني اخشى ان يتكل الناس عليها فخلهم يعملون
قال رسول الله ﷺ فخلهم -

৫৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম। আমাদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে গেলেন। তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন ; এতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি কোন বিপদে পড়লেন কিনা। আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভীত-সন্ত্রস্তদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তালাশ করতে করতে বনী নাজ্জার গোত্রের আনসারদের বাগানের কাছে পৌঁছলাম। আমি বাগানের চারদিকে ঘুরে কোন দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাইরের কুয়া থেকে একটি 'রবী' (ঝরনা, প্রণালী, নালা) বাগানের ভিতর

প্রবেশ করেছে। আমি নিজেকে শিয়ালের মত সংকুচিত করে প্রণালীর পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি আরয করলাম, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কি ? আমি আরয করলাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। তারপর আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে এলেন। আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের অবর্তমানে আপনি কোন বিপদে পড়লেন কি না ? এ আশঙ্কায় আমরা সকলেই ভীত হয়ে পড়লাম। আমি সর্বপ্রথম বেরিয়ে গিয়ে এ বাগানে উপস্থিত হই। আমি শিয়ালের মত সংকুচিত হয়ে এ বাগানে প্রবেশ করি। আর সেসব লোক আমার পেছনে রয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হে আবূ হুরায়রা বলে তাঁর পাদুকা জোড়া প্রদান করলেন, আর বললেন, আমার এ পাদুকা জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই, সে জান্নাতী হবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, বাইরে এসে প্রথমেই উমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! এ জুতা জোড়া কি ? আমি বললাম, এ তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাদুকা মুবারক। তিনি আমাকে এ দু'টি দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই, তাকে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেই। একথা শুনে উমর (রা) আমার বুকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, আমি পেছনে পড়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, ফিরে যাও, হে আবূ হুরায়রা! আমি কাঁদো কাঁদো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে ফিরে এলাম। আর সাথে সাথে উমরও আমার পিছনে পিছনে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! তোমার কি হয়েছে ? আরয করলাম, উমর (রা)-এর সাথে আমার দেখা হয়। আপনি যা বলে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তা উমরকে জানাই। এতে তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন যে আমি পিছনের দিকে পড়ে যাই। তিনি আমাকে ফিরে আসতে বলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উমর! কি সে তোমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি কি আপনার পাদুকা মুবারকসহ আবূ হুরায়রাকে পাঠিয়েছেন যে, তার সাথে যদি এমন লোকের সাক্ষাৎ হয়, যে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, এরূপ করতে যাবেন না। আমি আশঙ্কা করি যে, লোকেরা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে ; আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা আমল করুক। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আচ্ছা, তাদের ছেড়ে দাও।

٥٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا فَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَاَثُّمًا .

৫৫. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ও

মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) একই বাহনের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়েছিলেন। তারপর নবী করীম (সা) বললেন, হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! মু'আয (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল (সা) আবার বললেন, হে মু'আয! মু'আয উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল (সা) আবার বললেন, হে মু'আয! মু'আয উত্তর করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। বান্দা হাযির, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রাসূল (সা) বললেন, যদি কোন বান্দা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল, তবে আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করবেন। মু'আয (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। এ খবর লোকদের দিয়ে দিব কি, যাতে তারা সুসংবাদ পায়। রাসূল (সা) বললেন, তা হলে লোকেরা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। পরে সত্য কথা গোপন রাখার গুনাহের ভয়ে মু'আয (রা) অন্তিমকালে এ খবর শুনিয়ে গিয়েছেন।

٥٦. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِيْ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عِتْبَانَ فَقُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالَ اَصَابَنِيْ فِيْ بَصَرِيْ بَعْضُ الشَّيْءِ فَبَعَثْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اُحِبُّ اَنْ تَأْتِيَنِيْ تُصَلِّيَ فِيْ مَنْزِلِيْ فَاَتَّخِذَهُ مُصَلًّى فِيْ مَنْزِلِيْ وَ اَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُوْنَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اَسْنَدُوْا عُظْمَ ذٰلِكَ وَ كُبْرَهُ اِلَى مَالِكِ بْنِ دُخْشُمٍ قَالَ وَدُّوْا اَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ وَ وَدُّوْا اَنَّهُ اَصَابَهُ شَرٌّ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَاةَ وَ قَالَ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا اِنَّهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَ مَا هُوَ فِيْ قَلْبِهِ قَالَ لَا يَشْهَدُ اَحَدٌ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ اَوْ تَطْعَمَهُ قَالَ اَنَسٌ فَاَعْجَبَنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثُ فَقُلْتُ لِابْنِيْ اُكْتُبْهُ فَكَتَبَهُ-

৫৬. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) .... মাহমুদ ইবনুর রাবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি মদীনায় এসে ইত্‌বানের সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আপনার কাছ থেকে একটা হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে। ইত্‌বান বললেন, আমার চোখে কোন এক রোগ দেখা দিলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে খবর পাঠালাম যে, আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, আপনি আমার কাছে তাশরীফ আনবেন এবং আমার গৃহে দু'রাকা'আত নামায আদায় করবেন। আপনার নামায আদায়ের স্থানটিকে আমি নিজের জন্য নামায আদায়ের স্থান বানিয়ে নেব। তারপর আল্লাহ্ যাদের মনযূর করলেন, তাঁদের সাথে নিয়ে রাসূল (সা) তাশরীফ আনলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ঢুকে নামায আদায় করতে থাকলেন আর তাঁর সাহাবীরা পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। তারপর মালিক ইব্‌ন দুখশুম-এর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তাঁরা ইচ্ছা পোষণ করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মলিক ইব্‌ন দুখশুম-এর জন্য বদ দু'আ করুন যেন সে ধ্বংস হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায সম্পন্ন করলেন এবং বললেন, সে কি সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? তাঁরা আরয করলেন, সে এ কথা বলে বটে, কিন্তু তার অন্তরে ঈমান নেই। রাসূল (সা) বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য না দেবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ আগুন তাকে দগ্ধ করবে। আনাস (রা) বলেন, হাদীসটি আমাকে

বিস্মিত করেছিল। আমি আমার পুত্রকে বললাম, হাদীসটি লিখে নাও। তারপর সে তা লিখে রাখল।

٥٧. حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِبْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ عَمِيَ فَاَرْسَلَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَعَالَ فَخُطَّ لِيْ مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ جَاءَ قَوْمُهُ وَ نُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ –

৫৭. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' আল্‌ আব্‌দী (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইত্‌বান (রা) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ বলে খবর পাঠালেন, আপনি আমার ঘরে তাশরীফ আনুন এবং আমার জন্য একটি নামাযের স্থান নির্দিষ্ট করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাশরীফ আনলেন এবং মালিক ইব্‌ন দুখ্‌শুম নামক এক ব্যক্তির কথা সেখানে উল্লেখ করা হলো .... তারপর বর্ণনাকারী সুলায়মান ইব্‌ন মুগীরার অনুরূপ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেন।

بَابٌ الدليل على ان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد ﷺ رسولا فهو مؤمن وان ارتكب المعاصى الكبائر

পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় সে মু'মিন, যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়।

٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا –

৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ উমর আল্-মাক্কী ও বিশ্‌র ইব্‌ন হাকাম (র) .... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে রব হিসাবে আল্লাহ্‌কে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মদ (সা)-কে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে।

بَابٌ بيان عدد شعب الايمان وافضلها و ادناها و فضيلة الحياء و كونه من الايمان

পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা, তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার বর্ণনা, লজ্জা-শরমের ফযীলত এবং তা ঈমানের অঙ্গ হওয়ার বর্ণনা।

٥٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ -

৫৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। আর লজ্জা-শরম ঈমানের একটি শাখা।

٦٠. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ -

৬০. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ্ নেই) এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে—রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা।

٦١. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ -

৬১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আল-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে[১] নসীহত করছিলেন শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يَعِظُ اَخَاهُ -

৬২. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় আছে নবী করীম (সা) জনৈক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ; সে আনসারী তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে নসীহত করছিলেন।

٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِيْ اِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ

১. অতিরিক্ত লজ্জার কারণে নসীহত করছিলেন।

مَكْتُوْبٌ فِي الْحِكْمَةِ اَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِيْنَةٌ فَقَالَ عِمْرَانُ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ –

৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, লজ্জা কল্যাণ বয়ে আনে। এ রিওয়ায়েত শুনে বুশায়র ইব্ন কা'ব বলেছেন, হিকমতের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লজ্জা মর্যাদা, গাম্ভীর্য ও ধৈর্যের উৎস। ইমরান (রা) বলেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি আমার কাছে তোমার পুঁথির কথা শোনাচ্ছ।

٦٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اِسْحٰقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنَّا وَفِيْنَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ اَوْ قَالَ اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ اِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ اَوِ الْحِكْمَةِ اَنَّ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَ وَقَارًا لِلّٰهِ قَالَ وَ مِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتّٰى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ اَلاَ اَرَانِي اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ تُعَارِضُ فِيْهِ قَالَ فَاَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيْثَ فَاَعَادَ بُشَيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُوْلُ اِنَّهُ مِنَّا يَا اَبَا نُجَيْدٍ اِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ –

৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) .... আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের একদল ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মাঝে বুশায়র ইব্ন কা'বও ছিলেন। তখন ইমরান (রা) আমাদের কাছে হাদীস রিওয়ায়েত প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, লজ্জা মঙ্গলজনক সবটাই। রাবী বলেন যে, কিংবা রাসূল (সা) বলেছেন ঃ লজ্জা সবটাই মঙ্গলজনক। বুশায়র ইব্ন কা'ব (র) বলেন, কোন কোন কিতাবে বা হিকমতের গ্রন্থে আমরা পেয়েছি যে, লজ্জা থেকেই প্রশান্তি ও আল্লাহ্র জন্য গাম্ভীর্য এবং তা থেকে দুর্বলতারও উৎপত্তি। রাবী বলেন, একথা শুনে ইমরান (রা) রাগান্বিত হলেন, এমন কি তার দুই চোখ লাল হয়ে গেল। ইমরান (রা) বলেন ঃ সাবধান ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করছি, পক্ষান্তরে তুমি তার মুকাবিলায় পুঁথির কথা পেশ করছ। এরপর ইমরান (রা) পুনরুক্তি করলেন। আর বুশায়রও তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এতে ইমরান (রা) খুবই রাগান্বিত হলেন। রাবী বলেন যে, আমরা বলতে লাগলাম, হে আবূ নুজায়দ ! (ইমরানের উপনাম) সে আমাদেরই লোক। তার মধ্যে ত্রুটি নেই।[১]

٦٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيْعِ الْعَدَوِيَّ يَقُوْلُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

১. অর্থাৎ তার আকীদার ক্ষেত্রে ত্রুটি নেই।

৬৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ جامع اوصاف الاسلام

পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ

٦٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِيْ فِى الْاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِا للّٰهِ فَاسْتَقِمْ -

৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আস্-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে এমন কথা বলে দিন, আপনার পরে যেন তা আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। আবূ উসামার হাদীসে بعدك -এর স্থলে غيرك রয়েছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

بَابٌ بيان تفاضل الاسلام واى اموره افضل

পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পরস্পর ফযীলত ও সর্বোত্তমটির বর্ণনা।

٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَاُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে আরয করল যে, কোন্ ইসলাম উত্তম (অর্থাৎ ইসলামের সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি) ? রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি লোকদের পানাহার করাবে এবং সালাম করবে, তোমার পরিচিত কিংবা অপরিচিত যেই হোক না কেন।

٦٨. وَ حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُبْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِ وبْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ

بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ فَقَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ .

৬৮. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারহ্ আল্-মিসরী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল আ'স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, সর্বোত্তম মুসলিম কে ? তিনি বললেন ঃ সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।

٦٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ عَاصِمٍ قَالَ عَبْدٌ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ .

৬৯. হাসান আল্ হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, সত্যিকার মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

٧٠. وَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَحَدَّثَنِيْهِ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ–

৭০. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-উমুবী (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ ইসলাম উত্তম ? তিনি বললেন ঃ উত্তম ইসলাম হলো তার, যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল্-জাওহারী (র) .... বুরাইদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম মুসলিম কে ? রাবী হাদীসের বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ্ বর্ণনা করেন।

بَابُ بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان

পরিচ্ছেদ ঃ যেসব গুণে গুণান্বিত হলে ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়।

٧١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَ اَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ .

৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ উমর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) একত্রে .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে, সেই ঈমানের প্রকৃত মিষ্টতা অনুভব করবে। (১) যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) অন্যসব থেকে অধিক প্রিয়, (২) যে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর বান্দাকে ভালবাসে এবং (৩) যাকে আল্লাহ্ কুফ্‌র থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।

٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّرْجِعَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ –

৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পায়। (১) যে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসে, (২) যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় এবং (৩) যাকে আল্লাহ্ কুফর থেকে নাজাত দিয়েছেন ; তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া থেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করে।

٧٣. حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا –

৭৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের অনুরূপ; তবে এতে রয়েছে, "ইহুদী অথবা নাসারার দিকে ফিরে যাওয়া থেকে,.... ।"

بَابُ وجوب محبة رسول الله ﷺ اكثر من الاهل والولد والوالد والناس اجمعين واطلاق عدم الايمان على من لم يحبه هذه المحبة

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতামাতা তথা সকলের চাইতে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি এরূপ ভালবাসবে না, তার ঈমান নেই।

٧٤. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِى حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلُ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও শায়বান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দা (রাবী আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনায় 'কোন ব্যক্তি') ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও অন্য লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় না হব।

٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা এবং অন্য লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় না হব।

بَابُ الدليل على ان من خصال الايمان ان يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير

পরিচ্ছেদ ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অপর মুসলমান ভাই-এর জন্য পছন্দ করা ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হওয়ার প্রমাণ।

٧٦. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ اَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউই মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাই-এর জন্য, অন্য বর্ণনায় তার প্রতিবেশীর জন্যও তা পছন্দ করবে না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

٧٧. وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ اَوْقَالَ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ সে মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার প্রতিবেশী (অন্য বর্ণনায় ভাই-এর) জন্য তা পছন্দ না করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

بَابٌ بيان تحريم ايذاء الجار

পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম।

٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

৭৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব, কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الا عن الخير وكون ذلك كله من الايمان

পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করা, কল্যাণ সাধন ব্যতীত নীরবতা অবলম্বন করা এবং এগুলো ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বর্ণনা।

٧٩. حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ .

৭৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার ভাল কথা বলা উচিত, অন্যথা নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার প্রতিবেশীকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার মেহমানের সম্মান করা উচিত।

٨٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ

وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ .

৮০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান প্রদর্শন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে।

٨١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ حَصِيْنٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ .

৮১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ .... পরবর্তী অংশ রাবী আবূ হাসীনের হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ — "তার প্রতিবেশীর প্রতি সে যেন ভাল ব্যবহার করে।"

٨٢. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ .

৮২. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... আবূ শুরায়হ্ আল-খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথা নীরবতা অবলম্বন করে।

بَابُ بيان كون النهى عن المنكر من الايمان وان الايمان يزيد و ينقص و ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان

পরিচ্ছেদ ঃ মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ। ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব।

٨٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اَوَّلُ مَنْ بَدَاَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

مَرْوَانُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ .

৮৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা) .... তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) .... থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঈদের নামাযের পূর্বে মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম সর্বপ্রথম খুত্‌বা প্রদান আরম্ভ করেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুত্‌বার আগে হবে নামায। মারওয়ান বললেন, এ নিয়ম রহিত করা হয়েছে। এতে আবূ সাঈদ (রা) বললেন, "এ ব্যক্তি তো কর্তব্য পালন করেছে।" আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর।

٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ فِىْ قِصَّةِ مَرْوَانَ وَ حَدِيْثِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَ سُفْيَانَ .

৮৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে মারওয়ানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর এই হাদীসটি শু'বা ও সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٨٥. حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ اللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ اُمَّةٍ قَبْلِى اِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَ اَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَ يَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ فَحَدَّثْتُهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَاَنْكَرَهُ عَلَىَّ فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ فَاسْتَتْبَعَنِىْ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَعُوْدُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَاَلْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَالِحٌ وَ قَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذٰلِكَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ .

৮৫. আম্র আন্-নাকিদ, আবূ বকর ও ইব্ন হুমায়দ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোন জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মতের মধ্যে তাঁর এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর পদাংক অনুসরণ করে চলতেন, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমনসব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মু'মিন; যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথা দ্বারা জিহাদ করবে, তারাও মু'মিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরে (ঘৃণা পোষণ দ্বারা) জিহাদ করবে তারাও মু'মিন। এর বাইরে সরিষার দানার পরিমাণেও ঈমান নেই।

রাবী আবূ রাফি' (র) বলেন, আমি হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম, তিনি আমার বিবরণ অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) উপস্থিত হলেন এবং কানাত নামক (মদীনার নিকটবর্তী একটি) স্থানে অবতরণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) অসুস্থ ইব্ন মাসউদকে দেখার উদ্দেশ্যে আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে গেলাম। যখন আমরা বসে পড়লাম তখন আমি এই হাদীস সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তদ্রূপ বর্ণনা করলেন যেরূপ আমি ইব্ন উমরের কাছে বর্ণনা করেছিলাম। সালিহ্ ইব্ন কায়সার বলেন, এ হাদীসটি আবূ রাফি' থেকে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে।

٨٦. وَ حَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَ قَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّوْنَ يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِهِ وَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِهِ مِثْلَ حَدِيْثِ صَالِحٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ قُدُوْمَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اجْتِمَاعَ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ.

৮৬. আবূ বকর ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এমন কোন নবী অতিবাহিত হন নি যার এমন হাওয়ারী ছিল না, যারা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতেন না এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের উপর আমল করতেন না। তারপর তিনি সালিহ্ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে এ বর্ণনায় ইব্ন মাসউদের আগমন এবং তাঁর সাথে ইব্ন উমরের মিলিত হওয়ার বিষয় উল্লেখ নেই।

باب تفاضل اهل الايمان فيه ورجحان اهل اليمن فيه

পরিচ্ছেদ ঃ মুমিনদের মধ্যে একে অপরের চাইতে ঈমানের গুণে প্রাধান্য থাকা এবং এ বিষয়ে ইয়ামনবাসীদের বৈশিষ্ট্য।

٨٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ

ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِيْ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ الْاِيْمَانَ هٰهُنَا وَ اِنَّ الْقَسْوَةَ وَ غِلَظَ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِيْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ .

৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল্ হারিসী (র) .... আবূ মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) তাঁর হাত দিয়ে ইয়ামনের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ জেনে' রাখ, ঈমান সেখানেই। কঠোর ও পাষাণ-হৃদয় হচ্ছে শয়তানের দুই শিং এর স্থলে বসবাসকারী সেসব লোক, যারা উটের লেজের গোড়ায় থেকে চিৎকার দিয়ে থাকে, অর্থাৎ রাবীআ ও মুযার গোত্র।

٨٨. حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَ الْفِقْهُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ-

৮৮. আবূ রাবী আয্‌-যাহ্‌রানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ইয়ামনের অধিবাসীরা এসেছে ; তাদের হৃদয় বড়ই কোমল। ঈমান রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে, ধর্মীয় প্রজ্ঞা রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিক্‌মতও রয়েছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে।

٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ ح وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং আম্‌র আন্‌-নাকিদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ .... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٩٠. وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ هُوَ ابْنُ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَضْعَفُ قُلُوْبًا وَ اَرَقُّ اَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ -

৯০. আম্‌র আন্‌-নাকিদ ও হাসান আল্‌-হুলওয়ানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে ইয়ামনবাসীরা এসেছে। তারা নম্রচিত্ত ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ধর্মীয় প্রজ্ঞা ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে রয়েছে।

১. এই বলে মদীনার পূর্বদিকে বসবাসকারী লোকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَ الْفَخْرُ وَ الْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَ الْإِبِلِ الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَ السَّكِيْنَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ -

৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কুফ্‌রের মূল পূর্ব দিকে। অহংকার ও দাম্ভিকতা রয়েছে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকারকারী পশুপালক — ঘোড়া ও উটওয়ালাদের মধ্যে। আর নম্রতা রয়েছে বক্‌রীওয়ালাদের মধ্যে।

٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَ الْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ السَّكِيْنَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَ الْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَ الْوَبَرِ -

৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন্ আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে, কুফ্‌র পূর্বদিকে এবং নম্রতা বক্‌রীওয়ালাদের মধ্যে। আর অহংকার ও রিয়া চিৎকারকারী ঘোড়া ও উট-পালকদের মধ্যে।

٩٣. وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْفَخْرُ وَ الْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَ السَّكِيْنَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ .

৯৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, অহংকার ও দাম্ভিকতা চিৎকারকারী উট-পালকদের মধ্যে এবং নম্রতা বক্‌রীওয়ালাদের মধ্যে।

٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ الْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ -

৯৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারমী (র) .... যুহ্‌রী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে এ বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে, "ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিক্‌মতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে।"

٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ جَاءَ أَهْلُ

الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً وَ اَضْعَفُ قُلُوْبًا اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ اَلسَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَ الْخُيَلَاءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ –

৯৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ইয়ামনবাসীরা এসেছে। তারা কোমল-হৃদয় ও নম্রচিত্ত। ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে। নম্রতা বকরীওয়ালাদের মধ্যে এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা চিৎকারকারী উট-পালকদের মধ্যে যাদের অবস্থান সূর্যোদয়ের দিকে।

٩٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَلْيَنُ قُلُوْبًا وَاَرَقُّ اَفْئِدَةً اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ –

৯৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে ইয়ামনের লোকেরা উপস্থিত হয়েছে। তারা নম্রচিত্ত ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ঈমান ইয়ামনীদের মধ্যে এবং হিক্‌মত ইয়ামনীদের। আর কুফরের মূল রয়েছে পূর্বদিকে।

٩٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَأْسَ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ –

৯৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর রিওয়ায়েতে 'কুফরের মূল রয়েছে পূর্ব দিকে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٩٨. وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ ح وَ حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِىْ ابْنَ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَزَادَ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِىْ اَصْحَابِ الْاِبِلِ وَالسَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فِىْ اَصْحَابِ الشَّاءِ –

৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র).... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে এ সনদে জারীর (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণনাকারী শু'বা, 'অহংকার ও দাম্ভিকতা উট-মালিকদের মধ্যে আর নম্রতা ও মর্যাদা বকরীর মালিকদের মধ্যে' অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٩٩. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِلَظُ الْقُلُوْبِ وَ الْجَفَاءُ فِى الْمَشْرِقِ وَ الْاِيْمَانُ فِىْ اَهْلِ الْحِجَازِ –

৯৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মনের কঠোরতা ও গোয়ার্তুমি পূর্বাঞ্চলে আর ঈমান হিজাযবাসীদের মধ্যে।

بَابُ بيان انه لايدخل الجنة الا المؤمنون وان محبة المؤمنين من الايمان وان افشاء السلام سبب لحصولها

পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, মু'মিনদের ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ আর তা অর্জনের উপায় হলো পরস্পর অধিক সালাম বিনিময়।

١٠٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ـ

১০০. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আন আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বাতলে দেব না, যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে ? তা হলো, তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় করবে।

١٠١ـ وَ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٍ ـ

১০১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আন। পরবর্তী অংশ আবূ মুআবিয়া ও ওয়াকী-এর হাদীসের অনুরূপ।

باب بيان ان الدين النصيحة

পরিচ্ছেদ ঃ কল্যাণ কামনাই দীন

١٠٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ اِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْكَ قَالَ وَ رَجَوْتُ اَنْ يُسْقِطَ عَنِّىْ رَجُلاً قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِىْ سَمِعَهُ مِنْهُ اَبِىْ كَانَ صَدِيْقًا لَهُ بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَ لِكِتَابِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ وَ لاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ ـ

১০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ আল্-মাক্কী (র) .... তামীমদারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ কল্যাণ কামনাই দীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।

١٠٣. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ –

১০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .... তামীমদারী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٤. وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ سَمِعَهُ وَ هُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ –

১০৪. উমায়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম (র) .... তামীমদারী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٥. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ –

১০৫. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নামায আদায়ের, যাকাত দেওয়ার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বায়'আত করেছি।

١٠٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ –

১০৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও ইব্‌ন নুমায়ের (র).... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার শর্তে নবী করীম (সা)-এর কাছে বায়'আত করেছি।

١٠٧. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَ يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيْمَا اسْتَطَعْتَ وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ يَعْقُوْبُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ .

১০৭. সুরায়হ্ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াকূব আদ্‌-দাওরাকী (র) .... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে বায়'আত করলাম শোনার ও মান্য করার। তিনি আমাকে বলে দিলেন : 'আমার সাধ্যানুসারে — একথাটিও বল। আর প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য বায়'আত করলাম। ইয়াকূব এক বর্ণনায় 'হুশায়ম'-এর নাম না বলে 'সাইয়ার'-এর নাম উল্লেখ করেন।

باب بيان نقصان الايمان بالمعاصي ونفيه عن الملتبس بالمعصية على ارادة نفى كماله

পরিচ্ছেদ ঃ গুনাহ্ দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় এবং গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ঈমান থাকে না অর্থ ঈমানের পূর্ণতা থাকে না।

١٠٨. حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيْبِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلاَنِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

১০৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমরান আত্-তুজীবী .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না, চুরি করার সময় চোরও ঈমানদার থাকে না, মদ্যপায়ীও মদ্যপান করার সময় মু'মিন থাকে না। আবূ হুরায়রা (রা) অন্য সূত্রে এর সাথে এও বলেছেন ঃ জনসমক্ষে মূল্যবান সামগ্রী লুটেরা যখন লুট করতে থাকে, তখন সে মু'মিন থাকে না।

١٠٩. وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ وَ اقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ مَعَ ذِكْرِ النُّهْبَةِ وَ لَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ وَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا اِلاَّ النُّهْبَةَ .

১০৯. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আইব ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন সা'দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না.... বাকি অংশ লুটতরাজের বর্ণনাসহ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে 'মূল্যবান সামগ্রী' কথাটির উল্লেখ নেই। ইব্‌ন শিহাব বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আবূ বকরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি النهبة -'লুটের' কথা উল্লেখ করেন নি।

١١٠. وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِيْ سَلَمَةَ وَ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ ذَكَرَ النُّهْبَةَ وَ لَمْ يَقُلْ ذَاتَ شَرَفٍ.

১১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান আল্-রাযী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উকায়লের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং 'লুটের' কথাও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ذَاتَ شَرَفٍ 'মূল্যবান' কথাটি বলেন নি।

١١١. وَ حَدَّثَنِيْ حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ وَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ حَدَّثَنَا وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ هٰؤُلَاءِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ الْعَلَاءَ وَ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَ فِيْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ أَعْيُنَهُمْ فِيْهَا وَ هُوَ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَزَادَ وَلَا يَغُلُّ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ

১১১. হাসান ইব্‌ন আলী আল্ হুলওয়ানী, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সকলেই যুহরীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আ'লা ও সাফওয়ান ইব্‌ন সুলায়মের বর্ণিত হাদীসে 'জনসমক্ষে' কথাটি নেই। আর হাম্মামের হাদীসে রয়েছে يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ أَعْيُنَهُمْ فِيْهَا وَ هُوَ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ —'লুটেরা যখন লুটে লিপ্ত আর মু'মিনরা তার প্রতি চোখ তুলে তাকিয়ে আছে, এমতাবস্থায় সে মু'মিন থাকে না,' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। হাম্মাম তাঁর হাদীসে আরো বলেছেন, খেয়ানতকারী যখন খেয়ানত করে, তখন মু'মিন থাকে না। সুতরাং তোমরা সাবধান থেক, তোমরা সাবধান থেক।

١١٢. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ.

১১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন : ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। মদ্যপ ব্যক্তি যখন মদ পানে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। তবে এর পরও তওবার দরজা খোলা থাকে।

١١٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ .... ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ .

১১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) মারফূ সনদে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত ..... এরপর শু'বার হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

باب بيان خصال المنافق

পরিচ্ছেদ ঃ মুনাফিকের স্বভাবের বর্ণনা

١١٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتّٰى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ غَيْرَ أَنَّ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَ إِنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ .

১১৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র এবং যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে সে সত্যিকার মুনাফিক; যার মধ্যে উক্ত চারটির একটিও থাকে সে তা না ছাড়া পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব রয়ে যায়। (১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে, (৩) ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং (৪) ঝগড়া করলে কটূক্তি করে। রাবী সুফিয়ানের বর্ণনায় হাদীসটিতে خَلَّةٌ শব্দের স্থলে خَصْلَةٌ রয়েছে, (উভয় শব্দের অর্থ একই)।

١١٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ -

১১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি — (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তা খেয়ানত করে।

١١٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا ائْتُمِنَ خَانَ –

১১৬. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুনাফিকদের আলামতের মধ্যে তিনটি — (১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে সে খেলাফ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খেয়ানত করে।

١١٧. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ اَبُوْ زُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَاِنْ صَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ–

১১৭. উক্‌বা ইব্‌ন মুকরাম আল-আম্মী (র) .... তার উস্তাদ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত সনদে আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, যদিও সে রোযা পালন করে এবং নামায আদায় করে আর মনে করে যে সে মুসলমান।

١١٨. وَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ نَصْرٍ التَّمَّارُ وَ عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ فِيْهِ وَ اِنْ صَامَ و صَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ.

১১৮. আবূ নাসর আত্-তাম্মার ও আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত 'আলা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আছে .... যদিও সে রোযা পালন করে, নামায আদায় করে এবং মনে করে যে সে মুসলিম।

باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر

পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে 'হে কাফির! বলে সম্বোধন করে তার ঈমানের অবস্থা।

١١٩. حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكْفَرَ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا.

১১৯. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে আখ্যায়িত করলে সে কুফরী তাদের উভয়ের কোন একজনের উপর বর্তাবে।

١٢٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا اِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَ اِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ –

১২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তামীমী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং আলী ইব্ন হুজ্র (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কেউ তার ভাইকে 'কাফির' বলে সম্বোধন করলে উভয়ের একজনের উপর 'কাফির' শব্দটি বর্তাবে। যাকে কাফির বলা হয়েছে সে কাফির হলে তো হলোই নতুবা কথাটি বক্তার উপরই ফিরে আসবে।

١٢١. وَ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ اَبِيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ كَفَرَ وَ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَ لْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ لَيْسَ كَذٰلِكَ اِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ –

১২১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি জেনেশুনে আপন পিতার পরিবর্তে অন্য কাউকে পিতা বলে, সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি এমন কিছুর দাবি করে যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল বানিয়ে নেয়। আর কেউ কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করলে বা 'আল্লাহ্র দুশমন' বলে ডাকলে, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি অনুরূপ না হয়, তা হলে এ কুফরী সম্বোধনকারীর প্রতি ফিরে আসবে।

باب بيان حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم

পরিচ্ছেদ ঃ জেনেশুনে নিজের পিতাকে অস্বীকারকারীর ঈমানের অবস্থা।

١٢٢. حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدُ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ –

১২২. হারূন ইব্ন সাঈদ আল্-আয়লী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। যে ব্যক্তি তার পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে কাফির।

١٢٣. حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادُّعِىَ زِيَادٌ لَقِيْتُ اَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذَا الَّذِىْ صَنَعْتُمْ اِنِّىْ سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ سَمِعَ اُذُنَاىَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى اَبًا فِى الْاِسْلاَمِ غَيْرَ

اَبِيْهِ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ وَ اَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

১২৩. আম্‌র আন্-নাকিদ (র) .... আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার উভয় কর্ণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি জেনেশুনে নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়, তার উপর জান্নাত হারাম। রাবী আবূ বক্‌র (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ হাদীস শুনেছি।

١٢٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ وَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَاَبِيْ بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُوْلُ سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَ وَعَاهُ قَلْبِيْ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ-

১২৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... সা'দ ও আবূ বক্‌র (রা) উভয় থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা প্রত্যেকে বলেন, মুহাম্মদ (সা) থেকে আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর স্মরণ রেখেছে যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপন পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয় অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, তার উপর জান্নাত হারাম।

باب بيان قول النبى ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর বাণী ঃ মুসলমানদের গালি দেওয়া গুনাহের কাজ এবং তাদের সাথে মারামারি করা কুফরী।

١٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِاَبِيْ وَائِلٍ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَرْوِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لِاَبِيْ وَائِلٍ.

১২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্‌কার ইব্‌ন আর্-রাইয়ান ও আওন ইব্‌ন সালাম এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া গুনাহের কাজ এবং তার সাথে মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরী। রাবী যুবায়দ বলেন, আমি (আমার উস্তাদ) আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ রেওয়ায়েত করতে শুনেছেন ? তিনি (আবূ ওয়ায়েল) বললেন, হ্যাঁ। তবে রাবী শু'বার হাদীসে আবূ ওয়ায়েলের সঙ্গে যুবায়েরের উক্ত কথার উল্লেখ নেই।

١٢٦. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১২৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদের সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب بيان معنى قول النبى ﷺ لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর বাণী ঃ তোমরা আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়ো না।

١٢٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১২৭. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) .... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের দিনে আমাকে বললেন, লোকদের চুপ করাও। তারপর তিনি [রাসূল (সা)] বললেন ঃ আমার পরে পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না।

١٢٨. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

১২৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) .... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٩. وَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيْحَكُمْ أَوْ قَالَ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

১২৯. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ বক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ আল্-বাহিলী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের দিন তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য

আফসোস্ অথবা (বললেন) দুর্ভোগ তোমাদের ! আমার পরে তোমরা পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিণত হয়ো না।

١٣٠. وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ –

১৩০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে ওয়াকিদের সূত্রে শু'বার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

باب اطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة

পরিচ্ছেদ ঃ বংশের প্রতি কটাক্ষের এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপের উপর কুফরী শব্দের প্রয়োগ।

١٣١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُم عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ –

১৩১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দু'টি স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যে দু'টি কুফ্‌র বলে গণ্য — (১) বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং (২) মৃতের জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা।

باب تسمية العبد الابق كافرا

পরিচ্ছেদ ঃ পলাতক দাসকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা।

١٣٢. حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُوْرٌ قَدْ وَاللّٰهِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يُرْوٰى عَنِّيْ هٰهُنَا بِالْبَصْرَةِ –

১৩২. আলী ইব্‌ন হুজর আস্-সা'দী (র) .... শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যে দাস তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, সে কুফরী করল, যতক্ষণ না সে তার প্রভুর কাছে ফিরে আসে। মনসুর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! এ হাদীস নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এখানে বসরায় আমা থেকে এ হাদীস বর্ণিত হোক তা আমি অপছন্দ করি।[১]

১. কারণ এখানে খারিজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোক বেশি, যারা এটিকে সত্যিকার অর্থেই কুফরী মনে করে।

١٣٣ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ –

১৩৩. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে দাস পালিয়ে যায়, তার থেকে (আল্লাহ্ ও রাসূলের) যিম্মাদারী শেষ হয়ে যায়।

١٣٤ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ –

১৩৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যখন দাস পালিয়ে যায়, তখন তার নামায কবূল হয় না।

باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء

পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বলে 'আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি নক্ষত্রের গুণে' তার কুফরীর বর্ণনা।

١٣٥ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِىْ اِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ وَ كَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَ اَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ كَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِىْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ –

১৩৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... যায়িদ ইব্‌ন খালিদ আল্-জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের হুদায়বিয়া প্রান্তরে রাতে (বৃষ্টিপাতের পরে) ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায সম্পন্ন করে তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বললেন ঃ তোমরা কি জান তোমাদের রব কী বলেছেন ? তারা উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই সম্যক অবগত আছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ কতিপয় বান্দা সকালে উঠেছে আমার প্রতি মু'মিনরূপে এবং কতিপয় বান্দা উঠেছে কাফিররূপে। যারা বলেছে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী, আর যারা বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

١٣٦ . حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَ قَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ مَا اَنْعَمْتُ عَلٰى عِبَادِيْ مِنْ نِعْمَةٍ اِلاَّ اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الْكَوَاكِبُ وَ بِالْكَوَاكِبِ –

১৩৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আম্র ইব্ন সাওয়াদ আল্-আমিরী এবং মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল্ মুরাদী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান না, তোমাদের রব কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন ঃ আমি যখন আমার বান্দার উপর অনুগ্রহ করি, তখনই তাদের একদল তা অস্বীকার করে এবং বলতে থাকে নক্ষত্র, নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের কাজ হয়।

١٣٧. وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ح وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلٰى اَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ اِلاَّ اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ يُنْزِلُ اللّٰهُ الْغَيْثَ فَيَقُوْلُوْنَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَ كَذَا وَ فِيْ حَدِيْثِ الْمُرَادِيِّ بِكَوْكَبِ كَذَا وَ كَذَا –

১৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল মুরাদী এবং আম্র ইব্ন সাওয়াদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান থেকে কোন বরকত (বৃষ্টি) অবতীর্ণ করলে, একদল লোক প্রত্যুষে তা অস্বীকার করে, বৃষ্টিপাত করান আল্লাহ্ তা'আলা আর তারা বলতে থাকে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র। মুরাদীর হাদীসে 'অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে' কথার উল্লেখ রয়েছে।

١٣٨. وَ حَدَّثَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَ مِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوْا هٰذِهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : فَلاَ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ حَتّٰى بَلَغَ وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ–

১৩৮. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আল্-আম্বারী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর যামানায় একবার বৃষ্টিপাত হলে, নবী করীম (সা) বললেন ঃ লোকদের কেউবা শোকরগোযার রয়েছে আর কেউবা অকৃতজ্ঞ রয়েছে। একদল বলে আল্লাহ্র রহমত, অপর দল বলে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ "আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করছি, অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহ্ফুযে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা পবিত্র তারা ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না, এ বিশ্বজগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ মনে করবে ? আর মিথ্যাচারকেই তোমরা তোমাদের জীবনের সম্বল করে নিয়েছ ?" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৭৫-৮২)

باب الدليل على ان حب الانصار وعلى رضى الله عنهم من الايمان وعلامته وبغضهم من علامات النفاق

পরিচ্ছেদ ঃ আনসারদের এবং আলী (রা)-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ ও চিহ্ন এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নিফাকের চিহ্ন।

١٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ وَ اٰيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْاَنْصَارِ .

১৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)…. আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ মুনাফিকের চিহ্ন এবং আনসারদের প্রতি মুহব্বত মু'মিনের চিহ্ন।

١٤٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ حُبُّ الْاَنْصَارِ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ وَ بُغْضُهُمْ اٰيَةُ النِّفَاقِ .

১৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল্-হারিসী (র)…. আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আনসারদের প্রতি মুহব্বত ঈমানের চিহ্ন এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ নিফাকের চিহ্ন।

١٤١. وَ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى الْاَنْصَارِ لاَ يُحِبُّهُمْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يُبْغِضُهُمْ اِلاَّ مُنَافِقٌ مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَ مَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيٍّ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ اِيَّاىَ حَدَّثَ –

১৪১. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) …. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) আনসারদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ মু'মিনরাই তাদের মুহব্বত করে থাকে এবং মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যারা তাঁদের ভালবাসে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন, যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লাহ্ তাদের ঘৃণা করেন। শু'বা বলেন, আমি রাবী আদীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বারাআ (রা) থেকে এটি শুনেছেন ? তিনি বললেন, বারাআ (রা) স্বয়ং আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ –

১৪২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না।

١٤٣. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَش عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

১৪৩. উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ শায়বা এবং আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে আনসারদের সাথে দুশমনী রাখতে পারে না।

١٤٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَش ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَش عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَ الَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ اِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ﷺ اِلَىَّ اَنْ لاَ يُحِبَّنِىْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِىْ اِلاَّ مُنَافِقٌ.

১৪৪. আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সে মহান সত্তার শপথ, যিনি বীজ থেকে অংকুরোদ্‌গম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, নবী করীম (সা) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মু'মিন ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসবে আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।

باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات و بيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق

পরিচ্ছেদ ঃ ইবাদতের ত্রুটিতে ঈমান হ্রাস পাওয়া এবং কুফ্‌র শব্দটি 'কুফ্‌র বিল্লাহ্'—আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী ছাড়া নিয়ামত ও হুকুক অস্বীকার করার বেলায় প্রযোজ্য।

١٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ اَكْثِرْنَ الْاِسْتِغْفَارَ فَاِنِّىْ رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَ مَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِىْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ قَالَ اَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَاَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهٰذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَ تَمْكُثُ اللَّيَالِىْ مَا تُصَلِّىْ وَ تُفْطِرُ فِىْ رَمَضَانَ فَهٰذَا نُقْصَانُ الدِّيْنِ وَ حَدَّثَنِيْهِ اَبُوْ الطَّاهِرِ

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ –

১৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির আল-মিসরী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ হে রমণীগণ ! তোমরা দান-খয়রাত করতে থাক এবং বেশি করে ইস্‌তিগফার কর। কেননা আমি দেখেছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কি ? তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাত করে থাকো এবং স্বামীর প্রতি কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করে থাকো। আর দীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটিপূর্ণ কোন সম্প্রদায়, জ্ঞানীদের উপর তোমাদের চেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখিনি। প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীনে আমাদের কমতি কিসে ? তিনি বললেন ঃ তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি হলো দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান ; এটাই তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটির প্রমাণ। স্ত্রীলোক (প্রতিমাসে) কয়েকদিন নামায থেকে বিরত থাকে আর রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করে; (ঋতুমতী হওয়ার কারণে) এটাই দীনের ত্রুটি। আবূ তাহির ইব্ন হাদ-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٦. وَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُبْنُ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ وَ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৪৬. হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র) আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة

পরিচ্ছেদ ঃ নামায পরিত্যাগকারীর উপর 'কুফর' শব্দের প্রয়োগ।

١٤٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرَاَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ كُرَيْبٍ يَا وَيْلِيْ اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِا لسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ اُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

১৪৭. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজ্‌দায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়! তার দুর্ভাগ্য! ইব্ন কুরায়বের বর্ণনায় রয়েছে, হায়রে,

আমার দুর্ভাগ্য ! বনী আদম সিজদার জন্য আদিষ্ট হলো। তারপর সে সিজ্‌দা করল এবং এর বিনিময় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হলো। আর আমাকে সিজ্‌দার জন্য আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হলো।

١٤٨. وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ .

১৪৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আমাশ (রা)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ -"আমি অমান্য করলাম; ফলে আমার জন্য নির্ধারিত হলো জাহান্নাম।"

١٤٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ .

১৪৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত্-তামীমী এবং উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শির্‌ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।

١٥٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ .

১৫০. আবূ গাস্‌সান আল্-মিসমাঈ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শির্‌ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।

باب بيان كون الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال

পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা সর্বোত্তম আমল

١٥١. حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِيْ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيْ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الأَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৫১. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন যিয়াদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি

ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, পাপমুক্ত হজ্জ। মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফরের রেওয়ায়েতে আছে ঃ তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... যুহরীর সূত্রেও এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٥٢. حَدَّثَنِيْ اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ مُرَاوِحٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَ اَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِاَخْرَقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১৫২. আবূ রাবী' আয্‌-যাহ্‌রানী এবং খালফ ইব্‌ন হিশাম (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম ঃ কোন্‌ ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম ? তিনি বললেন ঃ সে গোলাম আযাদ করা উত্তম, যে মুনীবের কাছে অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান। আমি আরয-করলাম, আমি যদি তা করতে না পারি ? তিনি বললেন ঃ তা হলে অন্যের কর্মে সাহায্য করবে অথবা কর্মহীনের কাজ করে দেবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! যদি আমি এমন কোন কাজ করতে অক্ষম হই ? তিনি বললেন ঃ তোমার মন্দ আচরণ থেকে লোকদের মুক্ত রাখবে। এ হলো তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সাদ্‌কা।

١٥٣. وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْ مُرَاوِحٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَتُعِيْنُ الصَّانِعَ اَوْ تَصْنَعُ لِاَخْرَقَ .

১৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' এবং আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) আবূ যার (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনার একটু শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে, অর্থ একই।

١٥٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِيَاسٍ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكْتُ اَسْتَزِيْدُهُ اِلاَّ اِرْعَاءً عَلَيْهِ .

১৫৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলাম, সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ সময়মত নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম,তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। পাছে তিনি বিরক্ত হন, এ ভেবে আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত রইলাম।

١٥٥. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِیْ عُمَرَ الْمَكِّیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعْفُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ اَبِیْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ اَیُّ الْاَعْمَالِ اَقْرَبُ اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلٰى مَوَاقِيْتِهَا قُلْتُ وَمَا ذَا يَا نَبِیَّ اللّٰهِ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَ مَاذَا يَا نَبِیَّ اللّٰهِ قَالَ الْجِهَادُ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর আল-মাক্কী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! কোন্ আমল জান্নাতের অধিক নিকটবর্তী করে ? তিনি বললেন ঃ নামায তার সঠিক সময়ে আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কোন্‌টি হে আল্লাহ্‌র নবী ? তিনি বললেন ঃ মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম আর কোন্‌টি হে আল্লাহ্‌র নবী ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

١٥٦. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِیَّ قَالَ حَدَّثَنِیْ صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَ اَشَارَ اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَیُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِیْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِیْ .

১৫৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল্-আনবারী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ নামায সঠিক সময়ে আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ তারপর পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। তিনি আমাকে এ কথাগুলো ইরশাদ করলেন, যদি আমি আরো প্রশ্ন করতাম, তা হলে তিনি আরও অতিরিক্ত বিষয় বলতেন।

١٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ اَشَارَ اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ مَا سَمَّاهُ لَنَا-

১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... শু'বার সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে .... وَ

أَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ مَا سَمَّاهُ لَنَا –"তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমাদের সামনে তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি।" কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে।

١٥٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ –

১৫৮. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ নামায সঠিক সময়ে আদায় করা এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমলসমূহের মধ্যে বা আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল।

باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب و بيان أعظمها بعده

পরিচ্ছেদ ঃ শির্‌ক ঘৃণ্যতম গুনাহ্ এবং শির্‌কের পরে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্

١٥٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَ هُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَالِكَ لَعَظِيْمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ –

১৫৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্ কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো বড় গুনাহ্ বটে। এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আপন সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে তোমার আহারের সঙ্গী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

١٦٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَ هُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِيْقَهَا : وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا –

১৬০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,

এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্ কোন্‌টি ? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করবে অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করবে যে, সে তোমার আহারের সঙ্গী হবে। সে বলল, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এ উক্তির সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ "আর তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।" (২৫ ঃ ৬৮)

باب الكبائر و أكبرها

পরিচ্ছেদ ঃ কবীরা গুনাহ্ এবং এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্।

١٦١. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

১৬১. আম্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন বুকায়র ইব্‌ন মুহাম্মদ আন্-নাকিদ (র) .... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করব না ? তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। (তারপর বললেন ঃ সেগুলো হলো) (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, (২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং (৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং (শেষোক্ত) কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এমন কি আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহা, তিনি যদি থামতেন!

١٦٢. وَ حَدَّثَنِي قَالَ يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ -

১৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র) .... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তা হলো, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা ; কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা।

١٦٣. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرَ اَوْسُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَ اَكْبَرُ

ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ .

১৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল হামীদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবীরা গুনাহর বর্ণনা করেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, পিতামাতার নাফরমানী করা। আর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করব না ? তিনি বললেন ঃ মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। রাবী শু'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, কথাটি হলো "شهادة الزور" 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।

١٦٤. حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَ السِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ .

১৬৪. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ধ্বংসকারী সাতটি কাজ থেকে তোমরা বেঁচে থেক। আরয করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল ! সেগুলো কি ? তিনি বললেন ঃ (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, (৪) ইয়াতীমের মাল (অন্যায়ভাবে) খাওয়া, (৫) সুদ খাওয়া, (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং (৭) সধবা, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

١٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ .

১৬৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আল্ আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পিতামাতাকে গালমন্দ করা কবীরা গুনাহ্। সাহাবা কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! কেউ কি তার পিতামাতাকে গালমন্দ করতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি অন্যের পিতাকে গালি দেয়, প্রতি উত্তরে সেও তার পিতাকে গালি দেয়। কেউবা অন্যের মাকে গালি দেয়, জবাবে সেও তার মাকে গালি দেয়।

١٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

جَعْفَرَ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .... সাঈদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب تحريم الكبر و بيانه

পরিচ্ছেদ ঃ অহংকারের বিবরণ ও তা হারাম হওয়া।

١٦٧. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ –

১৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এ-ও কি অহংকার ? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।

١٦٨. حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَلِيِّ مُسْهِرٍ قَالَ مِنْجَابُ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الْاِيْمَانِ وَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ –

১৬৮. মিনজাব ইব্‌ন হারিস আত্-তামীমী ও সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণ অহমিকা থাকবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ –

১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة و إن مات مشركا دخل النار

পরিচ্ছেদ ঃ শির্‌ক না করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয় সে জান্নাতী এবং মুশরিক অবস্থায় যার মৃত্যু হয় সে জাহান্নামী।

١٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَكِيْعٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ –

১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ [অন্য বর্ণনায় রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি] আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা অবস্থায় যার মৃত্যু হয় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি (আবদুল্লাহ্) বলি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٧١. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ –

১৭১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওয়াজিবকারী (অবশ্যম্ভাবী) দু'টি বিষয় কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোনকিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোনকিছু শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে যাবে।

١٧٢. وَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ أَيُّوْبَ الْغَيْلاَنِىُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَايُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ قَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ –

১৭২. আবূ আইয়ূব গায়লানী সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযির হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

١٧٣. وَ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ –

১৭৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ .... পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

١٧٤. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْاَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ –

১৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ) আমার কাছে এসে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মতের যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকিছুকে শরীক না করে ইন্তিকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে। তিনি বললেন ঃ যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে।

١٧٥. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَاِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ فَخَرَجَ اَبُوْ ذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ .

১৭৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আহমাদ ইব্‌ন খিরাশ (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হলাম। সে সময় তিনি ঘুমাচ্ছিলেন এবং তাঁর গায়ের উপর একখানা সাদা চাদর ছিল। আবার এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। পরে আবার এসে দেখি, তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। আমি তাঁর

কাছে বসলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ যেকোন বান্দা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই) বলবে এবং এ বিশ্বাসের উপর মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি আরয করলাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে তবুও ? রাসূল (সা) বললেন ঃ যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবার আরয করলাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে তবুও ? রাসূল (সা) বললেন ঃ যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে। এ কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হলো। চতুর্থবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যদিও আবূ যারের নাক ধূলিমলিন হয় (অর্থাৎ আবূ যারের অপছন্দ হলেও)। রাবী বলেন, আবূ যার (রা) এ কথা বলতে বলতে বের হলেন, وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ—'যদিও আবূ যারের নাক ধূলিমলিন হয়'।

بَابُ تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله الا الله

পরিচ্ছেদ ঃ যে কাফির ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলল, তাকে হত্যা করা হারাম।

١٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَ اللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ اِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَفَاَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِيْ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ قَطَعَهَا اَفَاَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَ اِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ.

১৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র) .... মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন, যদি আমি কোন কাফিরের সম্মুখীন হই এবং সে আমার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তার তলোয়ার দ্বারা আমার একটি হাত উড়িয়ে দেয়, এরপর কোন গাছের আড়ালে গিয়ে বলে 'আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম' তা হলে ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কথা বলার পরও আমি কি তাকে কতল করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাকে হত্যা করো না। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল। সে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এ কথা বলেছে, তবুও কি আমি তাকে হত্যা করব না ? তিনি বললেন ঃ না, হত্যা করতে পারবে না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর (তবে) এ হত্যার পূর্বে তোমার যে অবস্থান ছিল সে ব্যক্তি সে স্থানে পৌঁছবে এবং কালিমা পড়ার আগে সে ব্যক্তি যে অবস্থানে ছিল তুমি সে স্থানে পৌঁছবে।

١٧٧. وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيْعًا عَنِ

الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا الْاَوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفِي حَدِيْثِهِمَا قَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَ اَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيْثِهِ فَلَمَّا اَهْوَيْتُ لاَقْتُلَهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৭৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আবদ ইব্‌ন হুমায়দ, ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... যুহরী (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আওযায়ী ও ইব্‌ন জুরায়জ তাদের হাদীসে বলেন, সে লোকটি বলেছিল, আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে লায়স বর্ণনা করেছেন। আর মা'মার বর্ণিত হাদীসে 'যখন আমি তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলাম, তখন সে لا اله الا الله বলল, কথাটির উল্লেখ আছে।

١٧٨ . وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدُعِيُّ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو ابْنَ الْاَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ وَ كَانَ حَلِيْفًا لِبَنِيْ زُهْرَةَ وَ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ .

১৭৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... মিকদাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আসওয়াদ আল্‌-কিন্দী (রা) যিনি বনী যুহরার মিত্র এবং বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হাযির ছিলেন তার থেকে বর্ণিত। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধের ময়দানে কোন কাফিরের সম্মুখীন হই। বাকি অংশ লায়স বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٧٩ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَاَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ ذَالِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ قَالَ اَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّٰى تَعْلَمَ اَقَالَهَا اَمْ لاَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّيْ اَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاَنَا وَاللّٰهِ لاَ اَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتّٰى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِيْ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَاَنْتَ وَاَصْحَابُكَ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ –

১৭৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের জুহায়না গোত্রের হুরাকা শাখার বিরুদ্ধে

যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। আমরা অতি প্রত্যূষে সেখানে পৌঁছলাম এবং যুদ্ধে আমি এক ব্যক্তিকে মুখোমুখি পেয়ে গেলাম। সে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলে উঠল। আমি তাকে বর্শা দ্বারা আঘাত হানলাম। এতে আমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি হলো। পরে আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে ঘটনাটি উল্লেখ করি। তিনি বললেন ঃ সে কি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলেছিল, আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে ? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তো এ কথা আমার অস্ত্রের ভয়ে বলেছিল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তার অন্তর ছিঁড়ে দেখেছ, যাতে তুমি জানতে পারলে যে সে এ কথাটি ভয়ে বলেছিল ? তিনি বারবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করছিলেন। ফলে আমার মনে হচ্ছিল যে, আজই যদি আমি ইসলাম কবূল করতাম ! সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কোন মুসলমানকে হত্যা করব না, যতক্ষণ না 'যুল বুতায়ন' (ভুঁড়িওয়ালা) উসামা তাকে হত্যা করে। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, আল্লাহ্ কি ইরশাদ করেন নি ঃ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ —'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত ফিত্‌না বিদূরীত না হয় এবং দীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত না হয়'। (২ ঃ ১৯৩)

সা'দ বললেন, আমরা তো কাফিরদের বিরুদ্ধে এ জন্য লড়াই করেছি যে, ফিত্‌না যেন দূর হয়। আর তুমি ও তোমার সঙ্গীরা (খারিজী সম্প্রদায়) তো এজন্যই লড়ছ, যাতে ফিত্‌না সৃষ্টি হয়।

١٨٠. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِبْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتّٰى قَتَلْتُهُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي يَا أُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَقَالَ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ اَكُنْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

১৮০. ইয়াকূব আল্-দাওরাকী (র) .... উসামা ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন হারিছা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুহায়না গোত্রের হুরাকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের পাঠালেন। আমরা অতি প্রত্যূষে সে সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলাম এবং আমরা তাদের পরাজিত করলাম। আমি এবং একজন আনসার এক ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলল, আনসার তার মুখে কালিমা শুনে নিবৃত্ত হলেন। কিন্তু আমি তাকে বল্লম দ্বারা এমন আঘাত করলাম যে, তাকে মেরেই ফেললাম। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে নবী করীম (সা)-এর কাছে এ খবরটি পৌঁছল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ হে উসামা ! তুমি কি তাকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলার পরেও হত্যা করে ফেলেছ ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে ব্যক্তি তো আত্মরক্ষার জন্য একথা বলেছিল। রাসূল (সা) আবার বললেন ঃ তুমি কি তাকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলার পরে হত্যা করেছ ? এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারবার আমার প্রতি একথা বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এ আকাঙ্ক্ষা উদয় হলো যে, হায়! যদি আজকের দিনের আগে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করতাম।

١٨١ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ اَنَّ خَالِدًا الْاَثْبَجَ ابْنَ اَخِىْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ حَدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ اَنَّهُ حَدَّثَ اَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىَّ بَعَثَ اِلَى عَسْعَسِ بْنِ سَلاَمَةَ زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ اجْمَعْ لِىْ نَفَرًا مِنْ اِخْوَانِكَ حَتّٰى اُحَدِّثَهُمْ فَبَعَثَ رَسُوْلاً اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَ جُنْدَبٌ وَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ اَصْفَرُ فَقَالَ تَحَدَّثُوْا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُوْنَ بِهِ حَتّٰى دَارَ الْحَدِيْثُ فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيْثُ اِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ اِنِّىْ اَتَيْتُكُمْ وَلاَ اُرِيْدُ اَنْ اُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاِنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِذَا شَاءَ اَنْ يَقْصِدَ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَاِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ وَكُنَّا نُحَدَّثُ اَنَّهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ الْبَشِيْرُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَتّٰى اَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْجَعَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ وَقَتَلَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَ سَمَّى لَهُ نَفَرًا وَاِنِّىْ حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاَى السَّيْفَ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَتَلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِىْ قَالَ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَجَعَلَ لاَيَزِيْدُهُ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

১৮১. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন খিরাশ (র) .... জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের ফিত্‌নার যুগে আস'আস ইব্‌ন সালামাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি তোমার কিছু বন্ধু আমার জন্য একত্র করবে, আমি তাদের সাথে কথা বলব। আস'আস তাদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা যখন সমবেত হলো, জুনদুব তখন হলুদ বর্ণের বুরনুস (এক ধরনের টুপি) পরে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরা আগের মত কথাবার্তা বলতে থাক। এক পর্যায়ে যখন যুনদুব কথা বললেন, তখন তিনি তাঁর মাথার বুরনুসটি নামিয়ে ফেললেন। বললেন, আমি তোমাদের কাছে এসেছি। আমি তোমাদের কাছে নবী করীম (সা)-এর কিছু হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের একটি বাহিনী মুশরিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাঠালেন। উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হলো। মুশরিক বাহিনীতে এক ব্যক্তি ছিল। সে যখনই কোন মুসলিমকে হামলা করতে ইচ্ছা করত, সে তাকে লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং শহীদ করে ফেলত। একজন মুসলিম তার অসতর্ক মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগলেন। জুনদুব বললেন, আমাদের বলা হলো যে, সে ব্যক্তি ছিল উসামা ইব্‌ন যায়িদ। তিনি যখন তার উপর তলোয়ার উত্তোলন করলেন তখন সে বলল, لا اله الا الله ; তবুও উসামা (রা) তাকে হত্যা করলেন। দূত যুদ্ধে জয়লাভের সুসংবাদ নিয়ে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির

হলো। তিনি তার কাছে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সে সব ঘটনাই বর্ণনা করল, এমন কি সে ব্যক্তির ঘটনাটিও বলল যে তিনি কি করেছিলেন। নবী করীম (সা) উসামাকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন, তুমি সে ব্যক্তিকে হত্যা করলে কেন ? উসামা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! সে অনেক মুসলিমকে যায়েল করেছে এবং অমুক অমুককে শহীদ করে দিয়েছে। এ বলে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। আমি যখন তাকে আক্রমণ করলাম এবং সে তলোয়ার দেখল অমনি لا إله إلا الله বলে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি কি তাকে মেরে ফেললে ? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন ঃ কিয়ামত দিবসে যখন সে لا إله إلا الله (কালিমা) নিয়ে আসবে, তখন তুমি কি করবে ? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ কিয়ামত দিবসে যখন সে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (কালিমা) নিয়ে আসবে তখন তুমি কি করবে ? তারপর তিনি কেবল এ কথাই বলছিলেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন সে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (কালিমা) নিয়ে আসবে, তখন তুমি কি করবে ? তিনি এর অতিরিক্ত কিছু বলেন নি।

باب قول النبى ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا

পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর উক্তি ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨٢. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ و مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৩. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) .... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাররাদ আল্-আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

باب قول النبى ﷺ من غشنا فليس منا

পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর উক্তি ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

১৮৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ এবং আবুল আহ্ওয়াস মুহাম্মদ ইব্‌ন হাইয়ান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨٦. وَحَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ .

১৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্তূপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন। তখন তিনি স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর হাতের আঙুলগুলো আর্দ্র দেখতে পান। তিনি বললেন ঃ হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কি ? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ কেন তুমি ভিজা অংশ খাদ্যশস্যের উপরে রাখনি, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না।

باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب و الدعاء بدعوى الجاهلية

পরিচ্ছেদ ঃ (মৃতের শোকে) গাল চাপড়ানো, জামা ছিঁড়ে ফেলা এবং জাহিলী যুগের মত উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা হারাম।

١٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ جَمِيْعًا عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوْبَ أَوْدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيٰى وَاَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَقَالاَ وَشَقَّ وَدَعَا بِغَيْرِ اِلَفٍ .

১৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং ইব্ন নুমায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃতের জন্য) গাল চাপড়াবে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে অথবা জাহিলী যুগের মত বিলাপ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ইব্ন নুমায়ের ও আবূ বক্র أَوْشَقَّ وَدَعَا-এর স্থলে وَشَقَّ وَدَعَا বর্ণনা করেছেন।

١٨٨ . وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالاَ وَشَقَّ وَدَعَا .

১৮৮. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম এবং আলী ইব্ন খাশরাম (র) .... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা وَشَقَّ وَدَعَا বর্ণনা করেছেন।

١٨٩ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى الْقَنْطَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ وَجِعَ اَبُوْ مُوْسٰى وَجَعًا فَغُشِىَ عَلَيْهِ وَ رَأْسُهُ فِىْ حَجْرِ اِمْرَاَةٍ مِنْ اَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَاَةٌ مِنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِئٌ مِّمَّا بَرِىَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِىَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَ الْحَالِقَةِ وَ الشَّاقَّةِ .

১৮৯. আল-হাকাম ইব্ন মূসা আল্ কানতারী (র) .... আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মাথা তাঁর পরিবারের এক মহিলার কোলে ছিল। সে মহিলা চিৎকার করে উঠল। তিনি তাকে তা থেকে বাধা দিতে পারেন নি। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে ফেলেন তখন বললেন, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন, যার থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। যে ব্যক্তি (মৃতের শোকে) সজোরে রোদন করে, কেশ মুণ্ডন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

١٩٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ وَ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى قَالاَ اُغْمِىَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَ اَقْبَلَتْ امْرَاَتُهُ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ قَالاَ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمِىْ وَ كَانَ يُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا بَرِىْءٌ مِّمَّنْ حَلَقَ وَ سَلَقَ وَ خَرَقَ .

১৯০. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ ও আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূসা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ্ চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে আসলেন। তারা বলেন, অতঃপর তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং বললেন, তুমি কি জান না ? তারপর তিনি তাঁকে এ হাদীস শোনান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি সে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন, যে ব্যক্তি মাথার কেশ মুণ্ডন করে, চিৎকার করে কান্নাকাটি করে এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।

١٩١. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُطِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِيَاضٍ الْاَشْعَرِيِّ عَنْ امْرَأَةِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِىْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ عِيَاضٍ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ لَيْسَ مِنَّا وَ لَمْ يَقُلْ بَرِىْءٌ .

১৯১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী, হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর এবং হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইয়ায আল্-আশ'আরীর হাদীসে ليس منا (সে আমার দলভুক্ত নয়) কথাটি রয়েছে। তিনি برى (তিনি বিচ্ছিন্ন) শব্দটি বলেন নি।

باب بيان غلظ تحريم النميمة

পরিচ্ছেদ ঃ চোগলখুরী জঘন্যতম হারাম।

١٩٢. حَدَّثَنِىْ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَجُلاً يَنُمُّ الْحَدِيْثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ .

১৯২. শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা আয্-যুবায়ী (র) .... আবূ ওয়াইল (র)-এর থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা)-এর কাছে খবর পৌছল যে, এক ব্যক্তি চোগলখুরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٩٣. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ اسْحٰقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيْثَ اِلَى الْاَمِيْرِ قَالَ فَكُنَّا جُلُوْسًا فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيْثَ اِلَى الْاَمِيْرِ قَالَ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلَيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

১৯৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস্‌-সা'দী ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... হাম্মাম ইব্‌ন হারীস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি সাধারণ লোকজনের কথাবার্তা শাসনকর্তার কাছে পৌছাত। একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। উপবিষ্ট লোকেরা বলল, এ সে ব্যক্তি যে লোকের কথাবার্তা শাসনকর্তার কাছে পৌছায়। রাবী বললেন, এরপর সে উপস্থিত হলো এবং আমাদের পাশে বসে পড়ল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرٰهِيْمَ عَنْ إِبْرٰهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيْلَ لِحُذَيْفَةَ إِنَّ هٰذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

১৯৪. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা এবং মিনজাব ইব্‌ন হারিস তামীমী (র) .... হাম্মাম ইব্‌ন হারিস (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি হাযির হলো ও আমাদের সাথে বসে পড়ল। তখন হুযায়ফা (রা)-এর কাছে আরয করা হলো, এ ব্যক্তি শাসকের কাছে নানা বিষয়ে খবরাখবর পৌছায়। হুযায়ফা (রা) তাকে শোনানোর উদ্দেশ্যে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والمن بالعطية و تنفيق السلعة بالحلف و بيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم .

পরিচ্ছেদ ঃ কাপড় টাখ্‌নুর নিচে নামিয়ে পরা, দান করে খোঁটা দেওয়া ও শপথের মাধ্যমে মালামাল বেচাকেনা করা হারাম এবং সেই তিন ব্যক্তির বর্ণনা, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, রহমতের নযরে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর এদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

١٩٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

১৯৫. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন

না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" রাবী বলেন, তিনি এ আয়াতটি তিনবার পাঠ করলেন। আবূ যার (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা হচ্ছে — যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে।

١٩٦ . وَحَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِيْ لاَ يُعْطِيْ شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَحَدَّثَنِيْهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ .

১৯৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ আল্‌-বাহিলী (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না। (১) খোঁটাদাতা — যে ব্যক্তি কিছু দান করেই খোঁটা দেয়, (২) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে এবং (৩) যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে ইযার পরিধান করে। বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (রা) .... শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সুলায়মানকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٩٧ . وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ .

১৯৭. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। রাবী আবূ মুআবিয়া বলেন, তাদের প্রতি তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এরা হলো) যিনাকারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।

١٩٨ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ

يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَيُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ .

১৯৮. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (তারা হলো) সে ব্যক্তি, যে কোন প্রান্তরে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে এবং মুসাফিরকে তা থেকে দেয় না, যে ব্যক্তি আসরের (নামাযের) পর কারো কাছে কোন পণ্য বিক্রি করে এবং আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, সে এত দামে কিনেছে আর ক্রেতা তার কথায় বিশ্বাস করে অথচ শপথকারী সে মূল্যে উক্ত পণ্য খরিদ করেনি ; যে ব্যক্তি পার্থিব ইমামের কাছে বায়আত করে এবং ইমাম যদি তার পার্থিব স্বার্থ পূর্ণ করে তবে সে ওয়াফাদারী করে; আর যদি পার্থিব স্বার্থ পূর্ণ না করে তাহলে সে ওয়াফাদারী করে না।

١٩٩. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ .

১৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং সাঈদ ইব্‌ন আমর আল আশ'আসী (রা) .... আ'মাশ (রা)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী জারীর বর্ণিত হাদীসে وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً —`যে ব্যক্তি তার পণ্যের ব্যাপারে অন্যের সাথে দামদস্তুর করে' কথাটির উল্লেখ আছে।

٢٠٠. وَ حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الأَعْمَشِ .

২০০. আম্‌র আন্-নাকিদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে যতদূর সম্ভব মারফূ' সনদে [অর্থাৎ নবী (সা) থেকে] বর্ণনা করেন যে, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের নযরে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (তারা হলো) যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর কোন মুসলমানের মালের উপর শপথ করে, তা আত্মসাৎ করে। হাদীসের বাকি অংশ আ'মাশের হাদীসের অনুরূপ।

باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه و أن من قتل نفسه بشئ عُذِّبَ به في النار و أنه لايدخل الجنة الا نفس مسلمة

পরিচ্ছেদ ঃ আত্মহত্যা করা মহাপাপ, যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে সেই বস্তু দ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٢٠١. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا.

২০১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আল্-আশাজ্জ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে, জাহান্নামের মধ্যে সে অস্ত্র দ্বারা সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে, এভাবে সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষ পান করতে থাকবে, এভাবে সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি নিজকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে থাকবে, এভাবে সে ব্যক্তি সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

٢٠٢. وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح وَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ فِيْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ .

২০২. যুহায়র ইব্ন হারব, সাঈদ ইব্ন আম্র আল্-আশ'আসী এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল্-হারিসী (র) .... তাঁরা সবাই উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শু'বার বর্ণনায় সুলায়মানের সূত্রে বর্ণিত আছে, "আমি যাকওয়ানকে বলতে শুনেছি"।

٢٠٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِيْ سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْ شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ .

২০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... সাবিত ইব্ন যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হুদায়বিয়া প্রান্তরে) বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উপর মিথ্যা শপথ করে, সে সেই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি

কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত বস্তু দ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর মানত করে যার মালিক সে নয়, এরূপ মানত কার্যকরি নয়।

٢٠٤. وَ حَدَّثَنِي أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ قِلَّةً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ.

২০৪. আবূ গাস্‌সান আল্-মিসমাঈ (র) .... সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ সে বস্তুর মানত কার্যকর নয়, যার মালিক সে নয় মু'মিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার শামিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত বস্তু দ্বারা তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা দাবি করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য স্বল্পতাই বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করবে (তার অবস্থাও মিথ্যা দাবিদারদের অনুরূপ হবে)।

٢٠٥. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْاِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ هٰذَا حَدِيْثُ سُفْيَانَ وَ أَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيْثُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْاِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ مَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২০৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস সামাদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেরূপ বলেছে সেরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে সে বস্তু দ্বারা শাস্তি দিবেন। এ হলো রাবী সুফিয়ানের বর্ণনা। আর রাবী শু'বার বর্ণনা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেরূপ বলেছে সেরূপই হবে। যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা নিজকে যবেহ্ করবে, কিয়ামত দিবসে উক্ত জিনিস দ্বারা তাকে যবেহ্ করা হবে।

٢٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا

مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعٰى بِالْإِسْلَامِ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ الَّذِىْ قُلْتَ لَهُ اٰنِفًا إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اِذْ قِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهٖ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنِّى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادٰى فِى النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

২০৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে হুনায়নে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবিদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। তারপর যুদ্ধ শুরু হলো, উক্ত লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ করল, পরে সে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো। আরয করা হলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি এইমাত্র যে ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলেছেন, সে তো আজ খুব লড়েছে এবং মারা গিয়েছে। নবী করীম (সা) বললেন ঃ সে জাহান্নামে গিয়েছে। ব্যাপারটি কিছুসংখ্যক মুসলিমের কাছে সন্দেহজনক লাগছিল। ইত্যবসরে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, সে মরে নি, কিন্তু ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। রাতের বেলায় সে ক্ষতের কষ্ট বরদাশ্ত করতে পারছিল না। তাই সে নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেলল। এ খবর নবী করীম (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহু আকবার, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। তারপর বিলালকে ডেকে তিনি নির্দেশ দিলেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পাপী বান্দা দ্বারাও এ দীনের (ইসলামের) শক্তি বাড়িয়ে দেন।

٢٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ حَىٌّ مِنَ الْعَرَبِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْتَقٰى هُوَ وَ الْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَسْكَرِهٖ وَمَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَفِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً اِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهٖ فَقَالُوْا مَا اَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ اَجْزَأَ فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهُ اَبَدًا قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَ اِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهٖ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلٰى سَيْفِهٖ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِىْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاَعْظَمَ

النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِىْ طَلَبِهِ حَتّٰى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْاَرْضِ وَ ذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

২০৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সাহল ইব্‌ন সা'দ আস্‌-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকরা পরস্পর মুখোমুখি হলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সেনাবাহিনীর দিকে অগ্রসর হলেন এবং অপরপক্ষও তাদের সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গীদের মধ্যে সে সময় এমন এক ব্যক্তি ছিল যে সেদিন বীরত্বের সাথে লড়েছিল। কোন কাফিরকে দেখামাত্র সে তার পিছনে লেগে যেত এবং তরবারি দ্বারা খতম করে দিত। লোকেরা তার বীরত্ব দেখে বলাবলি করছিল যে, অমুক ব্যক্তি আজ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, আমাদের কেউ তা পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মনে রেখ, সে ব্যক্তি জাহান্নামবাসী। উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি সর্বক্ষণ তার সাথে থাকব। তারপর সে ব্যক্তি তার পিছনে থাকল। যেখানে সে থামত, সেও সেখানে থেমে যেত। যখন সে দ্রুতবেগে কোথাও যেত, সেও তার সাথে দ্রুতবেগে সেখানে গমন করত। শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে যখম হলো। তারপর ক্ষতের জ্বালার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ত্বরায় মৃত্যু কামনা করল। সে তার তরবারি যমীনে রেখে এর অগ্রভাগ তার উভয় স্তনের মাঝামাঝি ঠেকিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ল এবং নিজেকে হত্যা করল। তাকে অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেল এবং সাক্ষ্য প্রদান করল, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি ? সে বলল, আপনি একটু আগে যে ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলেছিলেন এবং লোকেরা এতে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল; আমি বলেছিলাম, আমি তার সাথে থেকে তোমাদেরকে খবর পৌঁছাব। আমি অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং ত্বরায় মৃত্যুর জন্য নিজের তরবারি যমীনে রেখে এর অগ্রভাগ তার উভয় স্তনের মাঝামাঝি ঠেকিয়ে দিল। তারপর এর ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং নিজেকে হত্যা করল। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ লোকের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জান্নাতের কাজ করছে অথচ সে জাহান্নামী হয়। আবার লোকের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ করছে; অথচ সে জান্নাতবাসী হয়।

٢٠٨. حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِىُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ اِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا اٰذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَاِ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اِىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَدَّثَنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جُنْدُبٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ .

২০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... শায়বান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হাসান (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের আগের যুগের এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল, ফোঁড়ার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় সে তার তূণ থেকে একটি তীর বের করল আর তা দিয়ে আঘাত করে ফোঁড়াটি চিরে ফেলল। তখন তা হতে সজোরে রক্তক্ষরণ শুরু

হলো, অবশেষে সে মারা গেল। তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তারপর হাসান আপন হাত মসজিদের দিকে প্রসারিত করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, জুনদুব (ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বাজালী) এ মসজিদেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে এ হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيُّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخْشٰى اَنْ يَّكُوْنَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র আল্‌ মুকাদ্দামী (র) .... হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বাজালী এ মসজিদে বসেই আমাদিগকে নসীহত করেছেন। তারপর আমরা তা ভুলে যাইনি। আর আমরা আশঙ্কা করি না যে, জুনদুব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল .... তারপরের অংশ উপরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

باب غلظ تحريم الغلول وانه لايدخل الجنة الا المؤمنون

পরিচ্ছেদ ঃ মাল আত্মসাৎ করা হারাম। ঈমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٢١٠. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ اَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا فُلَانٌ شَهِيْدٌ وَفُلَانٌ شَهِيْدٌ حَتّٰى مَرُّوْا عَلٰى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلَانٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلَّا إِنِّيْ رَاَيْتُهُ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا اَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا إِبْنَ الْخَطَّابِ إِذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ اَلَا إِنَّهُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ .

২১০. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন, খায়বারে অমুক শহীদ হয়েছেন। এভাবে কথাবার্তা চলছিল, অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ কখনই না। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি, সে চাদর বা জোব্বার কারণে (যা সে ব্যক্তি গনীমতের মাল থেকে আত্মসাৎ করেছিল)। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র ! যাও লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, 'জান্নাতে কেবলমাত্র প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে।' উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে দিলাম, "সাবধান ! শুধু প্রকৃত মু'মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

٢١١. حَدَّثَنِىْ أَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِىْ وَهْبٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى إِبْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِىْ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِىَ قَامَ عَبْدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِىَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيْهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْشِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

২১১. আবূ তাহির ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে খায়বার প্রান্তরে গমন করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে বিজয়ী করলেন। গনীমতের মধ্যে আমরা স্বর্ণ, রৌপ্য পাইনি; পেয়েছি আসবাবপত্র, খাদ্যশস্য ও কাপড়-চোপড়। তারপর আমরা সেখান থেকে একটি উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তাঁর একটি গোলাম ছিল। জুযাম গোত্রের যুবাইব শাখার রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে গোলামটি উপহার দিয়েছিল। আমরা সে উপত্যকায় উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে গোলামটি তাঁর হাওদা খুলতে লাগল। এ সময় তার গায়ে একটি তীর এসে লাগল এবং তার মৃত্যু ঘটল। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! তার শাহাদতের সৌভাগ্যের জন্য মুবারকবাদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কখ্‌খনো নয়, সে মহান সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যে চাদরখানা খায়বার যুদ্ধের গনীমত বণ্টনের পূর্বেই সে নিয়ে গিয়েছিল, তা আগুন হয়ে তার উপর জ্বলতে থাকবে। রাবী বলেন, এতে লোকেরা ঘাবড়ে গেল। এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দু'টি ফিতা নিয়ে হাযির হলো। সে আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! খায়বারের দিন আমি এটি পেয়েছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ একটি ফিতা আগুনের ; কিংবা বললেন ঃ এ দু'টি ফিতা আগুনের।

باب الدليل على ان قاتل نفسه لا يكفر

পরিচ্ছেদ ঃ আত্মহত্যাকারী কাফির হবে না তার প্রমাণ

٢١٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِىْ

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ حِصْنٍ حَصِيْنٍ وَمَنْعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِيْ ذَخَرَ اللّٰهُ لِلْاَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَاٰهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِيْ مَنَامِهِ فَرَاٰهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَاٰهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِيْ بِهِجْرَتِيْ إِلَى نَبِيِّهِ فَقَالَ لَهُ مَالِيْ اَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيْلَ لِيْ لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا اَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ .

২১২. আবূ বক্র ইব্ন শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তুফায়ল ইব্ন আমর দাওসী (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি কি চান যে, আপনার জন্য একটি মযবুত দুর্গ ও সেনাবাহিনী হোক ? রাবী বলেন, দাওসী গোত্রের জাহিলিয়্যাহ্ যুগের একটি দুর্গ ছিল। (তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেন)। নবী করীম (সা) তা কবূল করলেন না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের জন্য এ সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যখন নবী করীম (সা) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তুফায়ল ইব্ন আম্র এবং তাঁর গোত্রের একজন লোকও তাঁর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। তুফায়ল ইব্ন আ'মর (রা)-এর সাথে আগত লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। রোগযন্ত্রণা বরদাশ্ত করতে না পেরে তীর নিয়ে তার হাতের আঙুলগুলো কেটে ফেলল। এতে উভয় হাত থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। অবশেষে সে মারা যায়। তুফায়ল ইব্ন আমর দাওসী (রা) স্বপ্নে তাকে ভাল অবস্থায় দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি তার উভয় হাত আবৃত দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? সে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী করীম (সা)-এর কাছে হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফায়ল (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমার হাত দু'টি আবৃত দেখছি ? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে যে, আমি তা দুরস্ত করব না, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ। তুফায়ল (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তার হাত দু'টিকেও ক্ষমা করে দিন।

باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيئ من الايمان

পরিচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের পূর্বে এক বাতাস প্রবাহিত হবে। সামান্য ঈমানও যার অন্তরে আছে তার রূহ্ সে বাতাস কব্য করে নেবে।

٢١٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ رِيْحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيْرِ فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِيْ قَلْبِهِ قَالَ أَبُوْ عَلْقَمَةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ وَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ

২১৩. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদা আয্‌ যাব্বী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের আগে ইয়ামন থেকে এক বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা হবে রেশম অপেক্ষাও নরম। যার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, তার রূহ্ ঐ বাতাস কব্‌য করে নিয়ে যাবে। আবূ আল কামাহ্ مِثْقَالَ حَبَّةٍ বলেছেন এবং রাবী আবদুল আযীয (র) তাঁর বর্ণনায় مِثْقَالَ حَبَّةٍ স্থলে مِثْقَالَ ذَرَّةٍ উল্লেখ করেছেন।

باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن

অনুচ্ছেদ : ফিত্‌না প্রকাশের পূর্বেই নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা।

٢١٤. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

২১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : অন্ধকার রাতের মত ফিত্‌না আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মু'মিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মু'মিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে বসবে।

باب مخافة المؤمن ان يحبط عمله

পরিচ্ছেদ : আমল বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে মু'মিনের আশঙ্কা।

٢١٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِلَى اٰخِرِ الْآيَةِ جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِيْ بَيْتِهِ وَقَالَ أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو مَاشَانُ ثَابِتٍ أَشْتَكَى قَالَ سَعْدٌ إِنَّهُ لَجَارِي وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتٌ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي

مَنْ اَرْفَعُكُمْ صَوْتًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَنَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ هُوَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

২১৫. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ এ আয়াত নাযিল হলো ঃ (অর্থ) "হে মু'মিনগণ, তোমরা নবীর কন্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করবে না। এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না; এতে তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে; অথচ তোমরা টেরও পাবে না।" (৪৯ ঃ ২)

(উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলে) সাবিত (রা) নিজের ঘরে বসে গেলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ আমি একজন জাহান্নামী। এরপর থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবী সা'দ ইব্ন মু'আযকে সাবিত (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন ঃ হে আবূ আম্র, সাবিতের কি হলো ? সা'দ (রা) বললেন, সে তো আমার প্রতিবেশী, তার কোন অসুখ হয়েছে বলে তো জানি না। আনাস (রা) বলেন, পরে সা'দ (রা) সাবিতের কাছে গেলেন এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য উল্লেখ করলেন। সাবিত (রা) বললেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তোমরা জান, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আমার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে উঁচু হয়ে যায়। সুতরাং আমি তো জাহান্নামী। সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে সাবিতের কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন ঃ না, বরং সে তো জান্নাতী।

٢١٦. حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيْبَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ بِنَحْوِ حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَحَدَّثَنِيْهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَبْنَ مُعَاذٍ فِى الْحَدِيْثِ .

২১৬. কাতান ইব্ন নুসায়র (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস ছিলেন আনসারদের খাতীব। এ আয়াত নাযিল হলো ঃ (অর্থ) "তোমরা নবীর কন্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না।" বাকি অংশ হাম্মাদ বর্ণিত উল্লেখিত রেওয়ায়েতের অনুরূপ। তবে এ রেওয়ায়েতে সা'দ ইব্ন মু'আয-এর উল্লেখ নাই। আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাখ্র আদ্-দারিমী (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ (অর্থ) "তোমরা নবীর কন্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না।" এ বর্ণনায় সা'দ ইব্ন মু'আয-এর উল্লেখ নাই।

٢١٧. وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِيْ بَيْنَ اَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

২১৭. হুরায়ম ইব্ন আবদুল আ'লা আল-আসাদী (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো ....। এতেও সা'দ ইব্ন মুআযের উল্লেখ নাই। তবে শেষে আছে, আমরা তাঁকে ভাবতাম, একজন জান্নাতী লোক আমাদের মাঝে বিচরণ করছেন।

باب هل يواخذ بأعمال الجاهلية

পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলী অবস্থার আমলেরও কি শাস্তি হবে ?

٢١٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ.

২১৮. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, জাহিলী যুগে আমরা যা করেছি, এর জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে ? তিনি বললেন ঃ ইসলাম অবস্থায় যে ব্যক্তি ভাল করবে, তার জন্য জাহিলী যুগের আমলের জন্য পাকড়াও হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও মন্দ করবে, তাকে জাহিলী ও ইসলাম উভয় যুগের আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে।

٢١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَ وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.

২১৯. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা জাহিলী যুগে যা করেছি, এর জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম অবস্থায় ভাল করবে, জাহিলী যুগে সে কি করেছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর ইসলাম গ্রহণের পর যে মন্দ করে, তাকে প্রথম ও শেষ, সব আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে।

٢٢٠. حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

২২০. মিনজাব ইব্ন হারিস আত্-তামীমী (র) .... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج و الهجرة

পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণ, হজ্জ ও উমরা পালনের দ্বারা পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।

٢٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَأَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ

أَبِيْ عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرُوبْنَ الْعَاصِ وَهُوَفِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيْلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِنِّيْ قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّيْ وَلاَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ فَلَوْمُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْإِسْلاَمَ فِيْ قَلْبِيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِيْ قَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِيْ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ أَجَلَّ فِيْ عَيْنِيْ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَلَوْمُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِيْنَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِيْ مَا حَالِيْ فِيْهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ .

২২১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আল্-আনাযী, আবূ মা'আন আল্-রাকাশী ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) .... ইব্ন শুমাসা আল্-মাহ্রী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা আম্র ইব্ন 'আস্ (রা)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ কাঁদছিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের উল্লেখপূর্বক প্রবোধ দিচ্ছে যে, আব্বা ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি আপনাকে তমুক সুসংবাদ দেন নি ? রাবী বলেন, তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্" এ কালিমার সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়। এক সময় তো আমি এমন ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোরতর আর কেউই ছিল না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কব্জায় পেতাম আর হত্যা করতে পারতাম, এ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাবনা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো, তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হতো। এরপর আল্লাহ্ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হস্ত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়'আত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন,

তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আম্‌র, কি ব্যাপার ? বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি শর্ত করবে ? আমি উত্তর করলাম, আল্লাহ্ যেন আমার সব গুনাহ্ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আম্‌র ! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বেকৃত গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্জও পূর্বের সকল গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়। আম্‌র বলেন, এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ ছিল না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখ ভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ চোখভরে আমি কখনোই তাঁর প্রতি তাকাতে পারি নি। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হতো তবে অবশ্যই আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম। পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছি, তাই জানি না, এতে আমার অবস্থান কোথায় ? সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন যেন কোন বিলাপকারিণী অথবা আগুন যেন আমার জানাযার সাথে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যবাই করে তার গোশ্‌ত বণ্টন করতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি আতঙ্কমুক্ত অবস্থায় চিন্তা করতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের দূতের কি জবাব দেব।

٢٢٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَاللَّفْظُ لإِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَبْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوْا فَأَكْثَرُوْا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا فَقَالُوْ إِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْا لَحَسَنٌ وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَ الَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ اَثَامًا وَنَزَلَ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ .

২২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকদের কতিপয় লোক যারা ব্যাপকভাবে হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, তারা মুহাম্মদ (সা)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে দীনের প্রতি মানুষদের আহ্বান জানাচ্ছেন, এ তো অনেক উত্তম বিষয়। তবে আমাদের পূর্বকৃত গুণাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আপনি যদি আমাদের নিশ্চিতভাবে কিছু অবহিত করতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "এবং যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না ; যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। (২৫ ঃ ৬৮) আরো নাযিল হয় ঃ (অর্থ) বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।" (৩৯ ঃ ৫৩)

باب بيان حكم عمل الكافر إذ أسلم بعده

পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার কুফরী জীবনের নেক কাজসমূহের প্রতিদান প্রসঙ্গে।

٢٢٣. حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِيْ فِيْهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَاأَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ.

২২৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, জাহিলী যুগে আমি যেসব নেক কাজ করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর করলেন ঃ তোমার পূর্বেকৃত সৎকর্মের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ। রাবী বলেন, হাদীসে উক্ত اَلتَّحَنُّثُ শব্দটির অর্থ التعبد —'নির্জনে ইবাদত করা'।

٢٢٤. حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ وَهُوَ اِبْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ عَتَاقَةٍ اَوْصِلَةِ رَحِمٍ اَفِيْهَا اَجْرٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا اَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ.

২২৪. হাসান আল্-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাদ্‌কা, দাসমুক্তি ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ইত্যাদি যেসব নেক কাজ জাহিলী যুগে আমি করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন ঃ তোমার পূর্বেকৃত সৎকর্মের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ।

٢٢٥. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِيْ اَتَبَرَّرُ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا اَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ فَوَ اللّٰهِ لاَ اَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الْإِسْلاَمِ مِثْلَهُ.

২২৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিছু কিছু বিষয় যা আমি জাহিলী যুগে নেক কাজ হিসাবে করতাম, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাব ? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন ঃ তোমার

সেসব নেক কাজের ফলেই তুমি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছ। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম ! জাহিলী যুগে যেসব নেক কাজ আমি করেছি, ইসলামী জিন্দেগীতেও আমি তা করে যাব।

٢٢٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ.

২২৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) জাহিলী যুগে একশ' ক্রীতদাস আযাদ করেছিলেন, মাল বোঝাই একশ' উট দান করেছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনি একশ' ক্রীতদাস আযাদ করেন এবং মালামাল বোঝাই একশ' উট সাদ্‌কা করেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসে প্রশ্ন করেন। এরপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

باب صدق الإيمان وإخلاصه

পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানে সততা ও নিষ্ঠা

٢٢٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَالِكَ عَلٰى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالُوْا أَيُّنَا لَايَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّوْنَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ يَا بُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

২২৭. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই নিরাপত্তা তাদের জন্য, তারাই সৎপথপ্রাপ্ত" (৬ ঃ ৮২)। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে বিষয়টি সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপর আদৌ জুলুম করে নাই ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা যা মনে করেছ বিষয়টি তা নয়, বরং লুকমান তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে যা বলেছিলেন এর মর্ম, "হে বৎস ! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করো না, নিশ্চয় শির্‌ক চরম জুলুম।" (৩১ ঃ ১৩)

٢٢٨. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ حَدَّثَنِيْهِ أَوَّلًا أَبِى عَنْ أَبِى عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

২২৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আলী ইব্‌ন খাশরাম, মিনজাব ইব্‌ন হারিস আত্-তামীমী এবং আবূ কুরায়ব (র) .... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ কুরায়ব (র) বলেন, ইব্‌ন ইদ্‌রীস (র) বলেছেন, প্রথমত আমার পিতা আমাকে আবান ইব্‌ন তাগলিব থেকে আ'মাশ এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পরবর্তীকালে আমি নিজেই আ'মাশ থেকে সরাসরি এ হাদীস শুনেছি।

باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر وبيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق وبيان حكم الهم بالحسنة اوبالسيئة

পরিচ্ছেদ ঃ মনের কল্পনা বা খট্‌কা আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দেন, যদি সে তাতে স্থির না হয়। মানুষের সামর্থ্যানুযায়ীই আল্লাহ্ তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ভাল বা মন্দ কর্মের অভিপ্রায়।

٢٢٩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ و اللَّفْظُ لِأُمَيَّةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلَّهِ مَافِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، قَالَ فَاشْتَدَّ ذَالِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا اَيْ رَسُوْلَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلاَ نُطِيْقُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا اقْتَرَاهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا اَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيْ إِثْرِهَا اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذَالِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالٰى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : لاَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ قَالَ نَعَمْ .

২২৯. মুহাম্মদ ইবন্ মিনহাল আয্-যারীর ও উমায়্যা ইব্‌ন বিসতাম আল্ আয়শী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "আসমান ও যমীনে যত কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনের অভ্যন্তরে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (২ ঃ ২৮৪) এ আয়াত নাযিল হলে বিষয়টি সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হলো। তাই সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! নামায, রোযা, জিহাদ, সাদ্‌কা

প্রভৃতি যে সমস্ত আমল আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী ছিল এ যাবত আমাদেরকে সেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ বিষয়টি তো আমাদের ক্ষমতার বাইরে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আহলে কিতাব—ইহুদী ও খৃস্টানের মত তোমরাও কি এমন কথা বলবে যে, শুনলাম কিন্তু মানলাম না ! বরং তোমরা বলো ; শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ নির্দেশ শুনে সাহাবা কিরাম বললেন, আমরা শুনেছি ও মেনেছি, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল। রাবী বলেন, সাহাবীদের সকলে এ আয়াত পাঠ করলেন এবং বিনয়াপ্লুত হয়ে মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করে নিলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তিনি ঈমান আনয়ন করেছেন এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ্তে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তাঁরা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম ! হে আমাদের রব ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই আর তোমারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (২ ঃ ২৮৪) যখন তাঁরা সর্বতোভাবে আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে নাযিল করলেন ঃ "আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার জন্য সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই এবং মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই। হে আমাদের রব ! যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করে ফেলি তবে তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করো না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, মেনে নিলাম। আরো ইরশাদ হলো ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, (মেনে নিলাম)। আরো ইরশাদ হলো ঃ "হে আমাদের রব ! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, (মেনে নিলাম)। আরো ইরশাদ হলো ঃ "আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে মাফ কর, রহম কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, (মেনে নিলাম)।

٢٣٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِىْ بَكْرٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ قَالَ دَخَلَ قُلُوْبَهُمْ مِنْهَا شَىْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوْبَهُمْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللّٰهُ الْإِيْمَانَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ .

২৩০. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ " তোমাদের মনে যা আছে, তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।" (২ ঃ ২৮৪) আয়াতটি নাযিল হলে সাহাবীগণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আর কোন বিষয়ে তারা এমন উদ্বিগ্ন হননি। তখন নবী করীম (সা) ইরশাদ করলেন ঃ বরং তোমরা বলো ঃ শুনলাম, আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং মেনে নিলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিলেন। তিনি নাযিল করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কারুর উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই, আর মন্দ যা উপার্জন করে, তাও তারই। হে আমাদের রব ! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করে ফেলি তবে আমাদের পাকড়াও করো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ অবশ্যই মেনে নিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করলেন ঃ হে আমাদের রব ! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ অবশ্যই মেনে নিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করলেন ঃ (বলুন) "আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের রব।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ অবশ্যই মেনে নিলাম।

٢٣١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ .

২৩১. সাঈদ ইব্ন মানসূর, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়দ আল্গুবারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ কথা বা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মনের কল্পনাগুলো মাফ করে দিয়েছেন।

٢٣٢. حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ .

২৩২. আমর আন্ নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের ক্ষেত্রে কথা বা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত তাদের মনের কল্পনাগুলো মাফ করে দিয়েছেন।

٢٣٣. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ ح وَ حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৩৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... কাতাদা (র) সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে।

٢٣٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ بَكْرٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ الْأٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا عَشْرًا .

২৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশ্তাদেরকে) বলেছেন ঃ আমার বান্দা কোন পাপ কর্মের কথা ভাবলেই তা লিখবে না; বরং সে যদি তা কার্যে পরিণত করে তবে একটি পাপ লিখবে। আর যদি সে কোন নেক কাজের নিয়ত করে কিন্তু তা সে কার্যে পরিণত না করে, তাহলেও এর জন্য প্রতিদানে তার জন্য একটি সাওয়াব লিখবে আর তা সম্পাদন করলে লিখবে দশটি সাওয়াব।

٢٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

২৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ আমার বান্দা যখন কোন সৎকর্মের সংকল্প গ্রহণ করে অথচ এখনও তা সম্পাদন করে নি, তখন আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখি; আর যদি কার্যত সম্পাদন করে তবে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লিখি। পক্ষান্তরে যদি অসৎ কর্মের ইচ্ছা করে অথচ এখনো সম্পাদন করে নি তবে এর জন্য কিছুই লিখি না। আর তা কার্যে পরিণত করলে একটি মাত্র পাপ লিখি।

٢٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِيْ بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَالَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَالَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيْدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوْهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوْهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِيْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا

أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللّٰهَ .

২৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ আমার বান্দা কোন নেক কাজ করবে বলে যদি মনে মনে ভাবে, তবে তা সম্পাদন করার পূর্বেই আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে দেই। পরে যদি কার্যত তা সম্পাদন করে নেয় তবে তার দশগুণ সাওয়াব লিখি। পক্ষান্তরে যদি কোন অসৎ কাজ করবে বলে মনে মনে ভাবে, তবে তা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত মাফ করে দেই। কিন্তু তা সম্পাদন করলে তদনুরূপ একটি গুনাহ্ লিখি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ আল্লাহ্‌র চোখে সমুদয় বস্তু উদ্ভাসিত থাকা সত্ত্বেও ফেরেশ্‌তাগণ আবেদন জানায় ঃ প্রতিপালক ! এ তোমার বান্দা, পাপ কর্মের ইচ্ছা করছে। আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর করেন অপেক্ষা করো, যদি সম্পাদন করে ফেলে, তবে সে অনুপাতে লিখবে, আর যদি তা পরিত্যাগ করে তবে সে স্থলে একটি সাওয়াব লিখে দিবে। কারণ আমার জন্যই সে তা পরিত্যাগ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে তার ইসলামে নিষ্ঠাবান হয় তার কৃত প্রত্যেকটি নেক কাজের বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে তার কৃত প্রত্যেকটি বদ কাজের বিনিময়ে তদনুরূপ লেখা হয়। মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে তার সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে।

٢٣٧ . حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْخَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ .

২৩৭. আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে অথচ সম্পাদন করে নি, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর কার্যত সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করে তবে কোন গুনাহ্ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ লেখা হয়।

٢٣٨ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَالِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

২৩৮. শায়বান ইবন ফাররূখ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হাদীসে কুদ্‌সীতে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমুদয় সৎ ও অসৎ কর্মের হিসাব লেখেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটিকে আরও বিস্তৃত করে বলেন ঃ সুতরাং যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা গ্রহণ করেছে অথচ তা সম্পাদন করে নি আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিখে দেন। তার ইচ্ছার পর কাজে পরিণত করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি কোন মন্দ কর্মের অভিপ্রায় করে এবং তা কাজে পরিণত না করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিখে দেন। আর অভিপ্রায়ের পর তা সম্পাদন করে ফেললে তিনি একটি মাত্র গুনাহ্ লেখেন।

٢٣٩ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِيْ عُثْمَانَ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَزَادَ وَمَحَاهَا اللّٰهُ وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ هَالِكٌ .

২৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... জা'দ আবূ উসমান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে আবদুল ওয়ারিস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রেওয়ায়েত করেন। তবে এ হাদীসের বর্ণনাকারী নিম্নের বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ্ উক্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন'। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে গিয়ে একমাত্র সে ধ্বংস হয়, যার ধ্বংস অনিবার্য।

بَاب بَيَان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها

পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান সম্পর্কে ওয়াস্ওয়াসার (সংশয়) সৃষ্টি হওয়া এবং কারো অন্তরে যদি তা সৃষ্টি হয় তবে সে কি বলবে ?

٢٤٠ ـ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ إِنَّا نَجِدُ فِيْ أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ .

২৪০. যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কতিপয় সাহাবী তাঁর সমীপে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু সংশয়ের উদয় হয়, যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করতেও মারাত্মক মনে করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন ঃ সত্যই তোমাদের তা হয় ? তারা জবাব দিলেন, জ্বী, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এটিই স্পষ্ট ঈমান। (কারণ ঈমান আছে বলেই সে সম্পর্কে ওয়াস্ওয়াসা ও সংশয়কে মারাত্মক মনে করা হয়।)

٢٤١ ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

২৪১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন জাবালা ইব্ন আবূ রাওয়াদ ও আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَسْوَسَةِ قَالَ تِلْكَ مَحْضُ الْإِيْمَانِ .

২৪২. ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব আস্ সাফ্ফার (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-কে ওয়াস্ওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ তা প্রকৃত ঈমান।

٢٤٣. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِهٰرُوْنَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ .

২৪৩. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টি জগত তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন বলে, "আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"

٢٤٤. وَ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ الْمُؤَدِّبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَرُسُلِهِ .

২৪৪. মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র) .... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ শয়তান তোমাদের কাছে এসে বলে, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন ? যমীন কে সৃষ্টি করেছেন ? উত্তরে সে বলে, আল্লাহ্। এরপর রাবী পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি এর সাথে وَرُسُلِهِ শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

٢٤٥. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرٰهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَالِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ .

২৪৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ শয়তান তোমাদের কারো কাছে আসে এবং বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে ? পরিশেষে এ প্রশ্নও করে, কে তোমার রবকে সৃষ্টি করেছে ? এই পর্যায়ে পৌছলে, তোমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত হও।

٢٤٦. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ أَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ.

২৪৬. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লাইস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ শয়তান আল্লাহ্‌র বান্দার কাছে আসে এবং কুমন্ত্রণা দিয়ে বলে—এটা কে সৃষ্টি করেছেন ? .... (বাকি অংশ) পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

٢٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ قَالَ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَدْ سَأَلَنِيْ اثْنَانِ وَهٰذَا الثَّالِثُ أَوْ قَالَ سَأَلَنِيْ وَاحِدٌ وَهٰذَا الثَّانِيْ وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لَايَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْإِسْنَادِ وَلٰكِنْ قَدْ قَالَ فِيْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ.

২৪৭. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস্ সামাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ মানুষ তোমাদেরকে জ্ঞানের বিষয়ে কথা জিজ্ঞেস করবে, এক পর্যায়ে তারা এ কথাও জিজ্ঞেস করে বসবে, আল্লাহ্ তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছেন ? রাবী বলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রা) এক ব্যক্তির হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) সত্যই বলেছেন। আমাকে দুই ব্যক্তি এ ধরনের প্রশ্ন করেছে, আর এ হলো তৃতীয়জন। বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে আর এ হলো দ্বিতীয়জন। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও ইয়াকূব আদ্-দাওরাকী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মানুষ সর্বদা....। এরপর রাবী আবদুল ওয়ারিসের রেওয়ায়েতের মত বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই সনদে নবী করীম (সা)-এর উল্লেখ করেন নি। তবে হাদীসটির শেষে 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন' কথাটি সংযুক্ত করেন।

٢٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الرُّوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُوْنَ يَسْأَلُوْنَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ قَالَ

فَبَيْنَا اَنَا فِى الْمَسْجِدِ اِذْ جَاءَنِىْ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ فَقَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا اللّٰهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ قَالَ فَاَخَذَ حَصىً بِكَفِّهِ فَرَمَا هُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا قُوْمُوْا صَدَقَ خَلِيْلِىْ .

২৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রূমী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে একদিন বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা ! মানুষ তোমাকে প্রশ্ন করতে থাকবে। এমন কি এ প্রশ্নও করবে, আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে একদিন আমি মসজিদে (নববীতে) উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে কতিপয় বেদুঈন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, হে আবূ হুরায়রা ! এ তো আল্লাহ্ তা'আলা। তা হলে আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে ? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রা) হাতে কিছু কংকর নিয়ে তাদের প্রতি তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, আমার বন্ধু [রাসূল (সা)] সত্য কথাই বলে গিয়েছেন।

٢٤٩. حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى يَقُوْلُوْا اَللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ .

২৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ অবশ্যই লোকেরা তোমাদিগকে সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। এমনকি তারা বলবে, আল্লাহ্ তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে ?

٢٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لَايَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ هٰكَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اَللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ .

২৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরারা আল-হাযরামী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ আপনার উম্মাত সর্বদা এটা কে সৃষ্টি করল, ওটা কে সৃষ্টি করল এ ধরনের প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি এ প্রশ্নও জিজ্ঞেস করবে যে, সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ?

٢٥١. وَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ اَنَّ إِسْحٰقَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ اللّٰهُ إِنَّ أُمَّتَكَ .

২৫১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। তবে রাবী ইসহাক তার রেওয়ায়েতে 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আপনার উম্মাত'—এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار

পরিচ্ছেদ ঃ মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক তসরুফকারীর (বিনষ্টকারী) প্রতি জাহান্নামের হুমকি।

٢٥٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ .

২৫২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) .... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক বিনষ্ট করে তার জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে রেখেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! অতি সামান্য বস্তু হলেও ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আরাক (বাবলা গাছের মত এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছের) গাছের ডাল হলেও এ শাস্তি দেয়া হবে।

٢٥٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

২৫৩. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ উমামা আল-হারিসী (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَيَمِينُهُ قُلْتُ إِذَنْ يَحْلِفُ فَقَالَ ...... رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَالِكَ

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৫৪. আবূ বক্র ইবন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র এবং ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-হানযালী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে অথচ সে মিথ্যাবাদী। এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। রাবী বলেন, আশ্'আস ইব্ন কায়স সেখানে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আবূ আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ্) তোমাদেরকে কি বর্ণনা করলেন ? তদুত্তরে সকলে উক্ত হাদীসটির কথা বললেন। তিনি বললেন, আবূ আবদুর রহমান সত্যই বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটি আমাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। ব্যাপার হলো, ইয়ামনে জনৈক ব্যক্তির সাথে আমারও একখণ্ড ভূমি ছিল। এর মীমাংসা করার নিমিত্ত আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দাবির স্বপক্ষে তোমার কাছে কোন প্রমাণ আছে কি ? আমি বললাম, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা হলে বিবাদীর কসম লওয়া হবে। আমি বললাম, এ ব্যক্তি তো কসম করবেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে অথচ সে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় তার সাক্ষাৎ ঘটবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। এরপর এই আয়াত নাযিল হয় ঃ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৩ ঃ ৭৭)

٢٥٥. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَفِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِيْ بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ.

২৫৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন সম্পদ গ্রাস করে, এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। পরে বর্ণনাকারী আ'মাশ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (ইয়ামনের ভূমির স্থলে) একথা বলেন, জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার একটি কূপ নিয়ে বিরোধ ছিল। আমরা এর মীমাংসার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হই। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার দু'জন সাক্ষী লাগবে অথবা বিবাদী থেকে কসম নেওয়া হবে।

٢٥٦. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِيْ رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ عَبْدُ

اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

২৫৬. ইব্‌ন আবূ উমর আল-মাক্কী (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদ গ্রাসের জন্য মিথ্যা কসম করবে, এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রমাণ হিসাবে এ আয়াত পাঠ করেন ঃ "যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" (৩ ঃ ৭৭)

٢٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ وَاَبُوْ عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا قَدْ غَلَبَنِيْ عَلٰى أَرْضٍ لِيْ كَانَتْ لِاَبِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ اَرْضِيْ فِيْ يَدِيْ اَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَيُبَالِيْ عَلٰى مَاحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَالِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَدْبَرَ اَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ .

২৫৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, হান্নাদ ইব্‌ন সারী এবং আবূ আসিম আল-হানাফী (র) .... ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ওয়াইল (রা) বলেন, হাযরামাউতের জনৈক ব্যক্তি কিন্দার এক ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়। হাযরামাউতবাসী লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এ ব্যক্তি আমার পৈতৃক ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। কিন্দী বলে উঠল, না, এতো আমারই সম্পত্তি এবং আমারই দখলে আছে। এতে আমি চাষাবাদ করি, এতে কারো কোন অধিকার নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাযরামাউতবাসীকে বললেন ঃ তোমার কোন সাক্ষী আছে ? সে উত্তর করল, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা হলে এ বিষয়ে বিবাদী কসম করবে। হাযরামাউতবাসী বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এ তো অসৎ লোক, কসম করার বিষয়ে তার আদৌ পরোয়া নেই। আর সে কোন কিছুরই বাছবিচার করে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তার কাছ থেকে তোমার এতটুকু প্রাপ্য। এরপর হাযরামাউতবাসী শপথ করতে উদ্যোগ নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন ঃ যদি সে (কিন্দী) অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করার জন্য শপথ করে থাকে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন অর্থাৎ তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।

٢٥٨. وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

وَائِل بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِيْ أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هٰذَا انْتَزٰى عَلٰى أَرْضِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنِ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِىْ بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِيْنُهُ قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ إِسْحٰقُ فِىْ رِوَايَتِهِ رَبِيْعَةُ بْنُ عَيْدَانَ .

২৫৮. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) .... ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে দু'ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করে। তন্মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! জাহিলিয়্যাত যুগে এ ব্যক্তি আমার ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, বিচার প্রার্থনাকারী ছিল ইমরাউল কায়স ইব্‌ন আবিস আল-কিন্‌দী আর তার বিবাদী ছিল রাবীআ ইব্‌ন আবদান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমার সাক্ষী পেশ কর। লোকটি বলল, আমার কোন সাক্ষী নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাহলে বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে। লোকটি বলল, তবে তো সে মিথ্যা কসম করে সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তার কাছ থেকে তোমার এতটুকু প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বাদী যখন শপথ করার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করবে, সে আল্লাহ্‌র কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন। রাবী ইসহাক তার বর্ণনায় عبدان-এর স্থলে رَبِيْعَةُ بْنُ عَيْدَانَ উল্লেখ করেন।

باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه وان قتل كان فى النار وان من قتل دون ماله فهو شهيد

পরিচ্ছেদ ঃ জুলুম করে কারো সম্পদ গ্রাস করতে চাইলে এর প্রতিরোধে জালিমকে হত্যা করা অন্যায় নয় এবং সে হবে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ।

٢٥٩. حَدَّثَنِىْ أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِىْ قَالَ فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِىْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِىْ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِى النَّارِ .

২৫৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! যদি কেউ আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়, তবে আমি কি করব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি তাকে তোমার সম্পদ নিতে দিবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে এ নিয়ে লড়াই করে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি তার মুকাবিলায় লড়বে।

লোকটি বলল, আপনার কি অভিমত যদি সে আমাকে হত্যা করে বসে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা হলে তুমি শহীদ বলে গণ্য হবে। লোকটি বলল, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি তাকে হত্যা করি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে জাহান্নামী।

٢٦٠. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عُمَرَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوْا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২৬০. আল্ হাসান ইব্ন আলী আল্-হুল্ওয়ানী, ইসহাক ইব্ন মানসূর ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) .... উমর ইব্ন আবদুর রহমানের আযাদকৃত গোলাম সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ও আমবাসা ইব্ন আবূ সুফিয়ানের মধ্যে কিছু সম্পদ নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়। আর তারা উভয়ে লড়াইয়ের জন্য উদ্যত হয়ে পড়ে। তখন খালিদ ইব্ন আস আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের কাছে গেলেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র বললেন, তুমি কি জান না রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ। মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আহ্মাদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র) .... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

باب إستحقاق الوالي الغاش لرعيته النار

পরিচ্ছেদ ঃ জনগণের সঙ্গে খেয়ানতকারী শাসক জাহান্নামের যোগ্য।

٢٦١. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّيْ مُحَدِّثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ لِيْ حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

২৬১. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) .... হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মা'কিল ইবনে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তার সাক্ষাতে যান। মা'কিল তাকে বললেন, আজ তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শোনা এমন একটি হাদীস শোনাব যা আমি আরো বেঁচে থাকব বলে জানলে তা কিছুতেই শোনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন,

কিন্তু তাদের সঙ্গে খেয়ানতকারীরূপে যদি তার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।

٢٦٢ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدَّثْتُكَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَلاَ كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لأُحَدِّثَكَ .

২৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মা'কিল ইব্ন ইয়াসারের অসুস্থ অবস্থায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তার সাক্ষাতে গেলেন এবং কিছু জানতে চাইলেন। তখন মা'কিল (রা) বলেন, আজ তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি আগে তোমাকে বর্ণনা করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে জনগণের শাসনভার প্রদান করেন আর সে যদি তাদের সঙ্গে খেয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। উবায়দুল্লাহ্ বললেন, আপনি কি আজ পর্যন্ত এ হাদীস আমাকে বর্ণনা করেন নি ? তিনি বললেন, না কখনো বর্ণনা করি নি। অথবা রাবী এ কথা বলেছেন, 'না, বর্ণনা করতে ইচ্ছুক ছিলাম না।'

٢٦٣ـ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَجَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا .

২৬৩. আল্ কাসিম ইব্ন যাকারিয়্যা (র) .... হাসান (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা)-এর অসুস্থতাকালে তাঁর কুশলাদি জানতে গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ (রা) সেখানে উপস্থিত হন। মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা) তাকে বললেন, আজ তোমাকে একটি হাদীস শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শ্রবণ করেছি....। পরে তিনি উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٦٤ـ وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ .

২৬৪. আবু গাস্সান আল-মিসমাঈ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... আবুল মালীহ্ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, উবায়দুল্লাহ্ মা'কিল ইব্ন ইয়াসার-এর অসুস্থকালে তার কাছে এসেছিলেন। তিনি

বলেন, আজ আমি তোমাকে একটি হাদীস বলব, আমি মৃত্যুশয্যায় না থাকলে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক) যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রয়াস না চালায়, তবে সে মুসলিমদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب

পরিচ্ছেদ ঃ কতকের অন্তর থেকে ঈমান ও আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া এবং অন্তরে ফিত্নার সৃষ্টি হওয়া।

٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْأٰخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جِذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلٰى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لَايَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا حَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتٰى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِيْ أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِيْنُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا .

২৬৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে দু'টি কথা বলেছিলেন, সে দু'টির একটি তো আমি স্বচোখেই দেখেছি আর অপরটির জন্য অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয়, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। অনন্তর তারা কুরআন শিখেছে এবং সুন্নাহ্র জ্ঞান লাভ করেছে। তারপর তিনি আমাদেরকে আমানত উঠিয়ে নেওয়ার বর্ণনা দিলেন। বললেন ঃ মানুষ ঘুমাবে আর তখন তার অন্তর হতে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি নুক্তার মত। এরপর আবার সে ঘুমায় তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে ফোস্কার মত যেন একটি অঙ্গার, তা তুমি তোমার পায়ে রগড়ে দিলে। তখন তাতে ফোস্কা পড়ে যায় এবং তুমি তা ফোলা দেখতে পাও অথচ তাতে (পুঁজ-পানি ব্যতীত) কিছু নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকটি কাঁকর নিয়ে তাঁর পায়ে ঘষলেন এবং বললেন ঃ যখন এমন অবস্থা হয়ে

যাবে, তখন মানুষ বিকিকিনি করবে কিন্তু কেউ আমানত শোধ করবে না। (আমানতদার ব্যক্তি এত কমে যাবে যে) এমন কি বলা হবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার আছেন। এমন অবস্থা হবে যে, কাউকে বলা হবে বড়ই বাহাদুর, বড়ই হুঁশিয়ার, বড়ই বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান নেই। হুযায়ফা (রা) বলেন, এমন এক যুগও গেছে যখন যে কারো সাথে লেনদেন করতে দ্বিধা করতাম না। কারণ সে যদি মুসলমান হতো তবে তার দীনদারীই তাকে আমার হক পরিশোধ করতে বাধ্য করত। আর যদি সে খৃস্টান বা ইহুদী হতো তবে তার প্রশাসক তা শোধ করতে তাকে বাধ্য করত। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুক ব্যতীত কারোর সাথে লেনদেন করার নই।

٢٦٦. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৬৬. ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُوْنَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَجَارِهِ قَالُوْا أَجَلْ قَالَ تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلٰكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِيْ تَمُوْجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ أَنْتَ لِلّٰهِ أَبُوْكَ قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ عَلٰى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ قَالَ حُذَيْفَةُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوْشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكَسْرًا لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَالِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوْتُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ قَالَ أَبُوْ خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدٍ يَا أَبَا مَالِكٍ مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًّا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِيْ سَوَادٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوْزُ مُجَخِّيًا قَالَ مَنْكُوْسًا .

২৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা উমর (রা)-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফিত্‌না সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছ ? উপস্থিত একদল বললেন, আমরা শুনেছি। উমর (রা) বললেন, তোমরা হয়ত একজনের পরিবার ও প্রতিবেশীর ফিত্‌নার কথা মনে করেছ। তারা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন,

নামায, রোযা ও সাদ্কার মাধ্যমে এগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যায়। উমর (রা) বললেন, না, আমি জানতে চেয়েছি, তোমাদের কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে বৃহৎ ফিত্নার কথা আলোচনা করতে শুনেছে, যা সমুদ্র তরঙ্গের মত ধেয়ে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। আমি বললাম, আমি (শুনেছি)। উমর (রা) বললেন, তুমি শুনেছ, মা'শা আল্লাহ্। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিত্না মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, তাতে একটি করে কাল দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে, তাতে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়বে। এমনি করে দু'টি অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। একটি শ্বেত পাথরের মত; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফিত্না তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো কাল কলসির মত, প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা সেঁধে দিয়েছে তা ছাড়া ভালমন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না। হুযায়ফা (রা) বললেন, উমর (রা)-কে আমি আরো বললাম, আপনি এবং সে ফিত্নার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। অচিরেই সেটি ভেঙে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, সর্বনাশ ! তা ভেঙে ফেলা হবে ? যদি ভেঙে ফেলা না হতো, তাহলে হয়ত পুনরায় বন্ধ করা যেত। হুযায়ফা (রা) উত্তর করলেন, না ভেঙে ফেলাই হবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে এ কথাও শুনিয়েছি, সে দরজাটি হলো একজন মানুষ; সে নিহত হবে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে। এটি কোন গল্প নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস। বর্ণনাকারী আবূ খালিদ বলেন, আমি সা'দকে জিজ্ঞেস করলাম, أَسْوَدُ مُرْبَادًا -এর অর্থ কি ? উত্তরে তিনি বললেন, 'কালো-সাদায় মিশ্রিত রং'। আমি বললাম, الْكُوْزُ مُجَخِّيًا -এর অর্থ কি ? তিনি বললেন, 'উল্টান কলসি'।

٢٦٨. وَحَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِىْ خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيْرَ أَبِىْ مَالِكٍ لِقَوْلِهِ مُرْبَادًا مُجَخِّيًا .

২৬৮. ইব্ন আবূ উমর (র) .... রিবঈ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) উমর (রা)-এর কাছ থেকে ফিরে এসে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন, গতকাল যখন আমি আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কার ফিত্না সম্পর্কীয় হাদীস স্মরণ আছে....। এরপর রাবী আবূ খালিদ বর্ণিত পূর্বের হাদীসটির মত বর্ণনা করেন। তবে তিনি مُرْبَادًا مُجَخِّيًا -এর আবূ মালিক বর্ণিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করেন নি।

٢٦٩. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ يُحَدِّثُنَا أَوْ قَالَ أَيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا وَفِيهِمْ حُذَيْفَةُ مَاقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ كَنَحْوِ حَدِيْثِ أَبِىْ مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ وَقَالَ يَعْنِى أَنَّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, আম্‌র ইব্‌ন আলী ও উক্‌বা ইব্‌ন মুকরাম আল্‌ আম্মী (র) .... রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিত্‌না সম্পর্কে কি ইরশাদ করেছেন—এ সম্পর্কে তোমাদের কেউ আমাকে হাদীস বর্ণনা করতে পারবে ? তখন হুযায়ফা (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি পারব....। এরপর রিবঈ-এর সূত্রে বর্ণিত আবূ মালিকের রেওয়ায়েতের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে বর্ণনাকারী এ হাদীসে এও উল্লেখ করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেছেন, আমি উমর (রা)-কে যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তা কোন বানোয়াট কথা নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেই তা বর্ণনা করেছি।

باب بيان ان الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين

পরিচ্ছেদ ঃ শুরুতে ইসলাম ছিল অপরিচিত; অচিরেই আবার তা অপরিচিতের মত হয়ে যাবে এবং তা দুই মসজিদ (মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববী)-এর মাঝে আশ্রয় নিবে।

٢٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ .

২৭০. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার শুরুর মত অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর কায়েম থাকবে, তাদের জন্য মুবারকবাদ।

٢٧١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا .

২৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আল্‌-ফাযল ইব্‌ন সাহল আল্‌ আরাজ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ অপরিচিতের বেশে ইসলাম শুরু হয়েছিল, অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

٢٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

২৭২. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ সাপ যেমন সঙ্কুচিত হয়ে আপন গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তদ্রূপ ইসলামও সঙ্কুচিত হয়ে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

باب ذهاب الإيمان فى أخر الزمان

পরিচ্ছেদ ঃ শেষ যুগে ঈমান বিদায় নিবে

٢٧٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لاَ يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ .

২৭৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পৃথিবীর বুকে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলার মত লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٢٧٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى أَحَدٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ .

২৭৪. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলার মত একটি মানুষ অবশিষ্ট থাকতেও কিয়ামত হবে না।

باب جواز الإستسرار بالايمان للخائف

পরিচ্ছেদ ঃ ভয়-ভীতির কারণে ঈমান গোপন রাখা যায়

٢٧٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَحْصُوْا كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلاَمَ قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ قَالَ إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوْا قَالَ فَابْتُلِيْنَا حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لاَ يُصَلِّي إِلاَّ سِرًّا .

২৭৫. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আমাদেরকে বললেন ঃ গণনা কর তো, কতজন মানুষ ইসলামের কথা স্বীকার করে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করছেন ? আমরা তো প্রায় ছয়শ' থেকে সাতশ' লোক আছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা জান না, অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সাহাবী বলেন, পরবর্তীকালে সত্যিই আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই, এমন কি আমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে গোপনে নামায আদায় করতে হতো।

باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع

পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের দুর্বলতার কারণে যার সম্পর্কে ধর্মত্যাগের আশঙ্কা হয়, তার অন্তর জয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন এবং অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে নিশ্চিত মু'মিন বলে আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকা।

٢٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسَمًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْطِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ أَقُوْلُهَا ثَلاَثًا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلاَثًا أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ .

২৭৬. ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার কিছু মাল বণ্টন করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অমুককে কিছু দিন, কেননা সে নিশ্চয়ই একজন মু'মিন ব্যক্তি। নবী করীম (সা) বললেন ঃ বরং বল যে, সে একজন মুসলিম। সাহাবী বললেন, আমি কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছি, তিনিও তিনবারই আমাকে ঐ একই উত্তর দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ অপরজন আমার কাছে অধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি কাউকে এ কারণেও দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করেন।[1]

٢٧٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَلَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهَا مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُسْلِمًا اِنِّيْ لاُعْطِي الرَّجُلَ وَ غَيْرُه اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ .

---

১. জাহান্নামী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে রক্ষার জন্য তার হৃদয় জয়ের উদ্দেশ্যে তাকে আমি মাল দিয়ে থাকি।

২৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতিপয় লোককে কিছু মাল দিলেন। তখন সা'দ (রা) তাদের মধ্যে বসা ছিলেন। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না; অথচ আমার দৃষ্টিতে সে ছিল পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি ? আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই আমি তাকে তো মু'মিন বলে জানি ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ বরং বল সে মুসলিম। আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তার সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমার কাছে প্রবল হয়ে উঠল, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তাকে অবশ্যই মু'মিন বলে ধারণা করি! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ বরং বল, সে মুসলিম। আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। পুনঃ তার সম্পর্কে আমি যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো তাকে অবশ্যই মু'মিন বলে জানি ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ বরং বল, সে মুসলিম। অন্যজন আমার কাছে অধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি কাউকে এ আশঙ্কায় কিছু দান করে থাকি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে নিম্নমুখি করে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করেন।

٢٧٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ وَزَادَ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ ....

২৭৮. আল্-হাসান ইব্‌ন আলী আল্-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (রা) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতিপয় লোককে কিছু দিলেন। তখন আমি তাদের মধ্যে বসা ছিলাম। এভাবে বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেলাম এবং চুপে চুপে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অমুককে না দেওয়ার কারণ কি ?

٢٧٩. وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هٰذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي ثُمَّ قَالَ أَقِتَالاً أَيْ سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ .....

২৭৯. আল্-হাসান আল্-হুলওয়ানী (র) .... ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, সা'দ (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার গ্রীবা ও কাঁধের মাঝখানে সজোরে হাত রেখে বললেন ঃ হে সা'দ! তুমি কি এজন্য বিতর্ক করতে চাও ? আমি কাউকে দান করি .... ।

باب زيادة طمانينة القلب بظاهر الأدلة

পরিচ্ছেদ ঃ সুস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়

٢٨٠. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِيْ إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُوْلَ لَبْثِ يُوْسُفَ لَاَجَبْتُ الدَّاعِيَ وَحَدَّثَنِيْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَاَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتّٰى جَازَهَا .

২৮০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর তুলনায় আমাদের মনে অধিক সন্দেহ জাগতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন, আমাকে দেখান। আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে কি তুমি বিশ্বাস কর নি ? তিনি উত্তরে বললেন, কেন করব না? তবে তা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।"[১] (২ ঃ ২৬০)। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি কোন শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। হযরত ইউসুফের দীর্ঘ কারাবরণের মত আমাকেও যদি কারাগারে অবস্থান করতে হতো, তবে আমি রাজদূতের আহবানে সাড়া দিতাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা আয্-যুবাঈ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও ইউনুস .... যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে মালিক (র) তাঁর হাদীসে وَلٰكِنْ কথাটির উল্লেখ করেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

٢٨١. حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ يَعْنِيْ اِبْنَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتّٰى أَنْجَزَهَا .

২৮১. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... যুহরী (র) থেকে মালিকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ الى جميع الناس ونسخ الملل بملته

পরিচ্ছেদ ঃ সকল মানুষের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হয়েছেন এবং অন্য সকল দীন ও ধর্ম তাঁর দীনের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে, এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন ওয়াজিব।

٢٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ أُوْتِيْتُ وَحْيًا أَوْحَى اللّٰهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

---

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ প্রশ্ন সন্দেহের কারণে ছিল না, বরং তা ছিল মনের অধিক প্রশান্তির জন্য। ঈমানের এত উচ্চ মর্যাদায় আসীন হওয়ার পরও যদি এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ থাকত, তবে আমাদেরও তো তা থাকত।

২৮২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবীকে এমন মু'জিযা দেয়া হয়েছে, যে মু'জিযা অনুযায়ী মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আমাকে যে মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রেরিত ওহী। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে বলে আমি আশা রাখি।

٢٨٣. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

২৮৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, ইহুদী হোক আর খৃষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ আহ্বান শুনেছে, অথচ আমার রিসালতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।

٢٨٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ ..... الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ خُذْ هٰذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

২৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... সালিহ্ ইব্ন সালিহ আল্-হামদানী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইমাম শা'বীর কাছে এসে জনৈক খুরাসানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে দেখলাম। সে বলল, হে আবূ আম্র! আমাদের অঞ্চলে কতিপয় খুরাসানীর মতামত হলো, যে ব্যক্তি নিজের দাসীকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করল, সে যেন নিজ কুরবানীর উটের উপর সাওয়ার হলো (অর্থাৎ তারা তা নিন্দনীয় কাজ মনে করে)। শা'বী উত্তরে বললেন, আমাকে আবূ বুরদা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ধরনের লোককে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করা হবে। (তারা হলো ঃ) (১) যে আহলে কিতাব তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পেয়ে তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। (২) যে দাস আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় করেছে এবং তার মালিকের হকও আদায় করেছে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। (৩) যে ব্যক্তি তার দাসীকে উত্তম

খাবার দিয়েছে, উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিখিয়েছে, তারপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; সেও দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর শা'বী উক্ত খুরাসানীকে বললেন, কোন বিনিময় ছাড়াই তুমি এ হাদীস নিয়ে যাও; অথচ এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের জন্যও এক সময় মদীনা পর্যন্ত লোকেরা সফর করত।

٢٨٥. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২৮৫. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইব্ন আবূ উমরও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) .... সালিহ্ (র) থেকে পূর্বোল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ﷺ واكرام الله تعالى هذه الامة زادها الله شرفًا وبيان الدليل على أنّ هذه الملة لاتنسخ وإنه لا تزال طائفة منها ظاهرين علي الحق إلى يوم القيامة

পরিচ্ছেদ ঃ আমাদের নবী করীম (সা)-এর শরী'আত অনুসারী প্রশাসক হিসাবে ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ করা, আল্লাহ্ কর্তৃক এ উম্মাতকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা, এ দ্বীন মান্‌সুখ বা রহিত না হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকার প্রমাণ।

٢٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

২৮৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মাঝে ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে একজন ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক হিসেবে অবতীর্ণ করা হবে। তখন তিনি ক্রুশ (চিহ্ন) ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া রহিত করবেন। তখন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার কেউ থাকবে না।

٢٨٧. وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلاً وَفِيْ رِوَايَةِ يُوْنُسَ حَكَمًا عَادِلاً وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَامًا مُقْسِطًا وَفِيْ حَدِيْثِ صَالِحٍ حَكَمًا مُقْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِيْ حَدِيْثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَحَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الْآيَةَ .

২৮৭. আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, হাসান আল্-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .... যুহরী (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তবে প্রত্যেক রেওয়ায়েতে কিছু শব্দের হেরফের বিদ্যমান, যেমন) ইব্‌ন উআয়না তার রেওয়ায়েতে 'إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلاً' কথাটির উল্লেখ করেন। ইউনুস তার রেওয়ায়েতে حَكَمًا عَدْلاً-এর উল্লেখ করেছেন–إِمَامًا مُقْسِطًا উল্লেখ করেন নি। সালিহ্ তাঁর রেওয়ায়েতে লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ حَكَمًا مُقْسِطًا বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আরও রয়েছে, সে সময় এক একটি সিজ্‌দা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ অপেক্ষা অধিক শ্রেয় বলে বিবেচিত হবে। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ইচ্ছা করলে তোমরা এ আয়াতটি পড়তে পার ঃ (অর্থ) "আহ্‌লে কিতাব-এর মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে [হযরত ঈসা (আ)-কে] বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।" (৪ ঃ ১৫৯)

٢٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْث عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ يُسْعٰى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ .

২৮৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! ইব্‌ন মারইয়াম (আ) অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন এবং ক্রুশ চূর্ণ করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া রহিত করবেন। মোটাতাজা উটগুলো বন্ধনমুক্ত করে দেয়া হবে; কিন্তু তা নেবার জন্য কেউ চেষ্টা করবে না। পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা বিদায় নিবে এবং সম্পদ গ্রহণের জন্য মানুষকে আহ্বান করা হবে; কিন্তু তা কেউ গ্রহণ করবে না।

٢٨٩. حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ مَوْلٰى أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ .

২৮৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের জীবন কতই না ধন্য হবে, যখন ইব্‌ন মারইয়াম (আ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের ইমাম হবেন।

٢٩٠. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَأَمَّكُمْ .

২৯০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের জীবন কতই না ধন্য হবে, যে সময়ে ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হবে আর তিনি তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

٢٩١. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ تَدْرِيْ مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ .

২৯১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা কতই না ধন্য হবে, যে সময়ে ইবনে মারইয়াম (আ) অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন। ওয়ালীদ বলেন, আমি ইব্ন আবূ যিবকে জিজ্ঞেস করলাম, আওযায়ী .... আবূ হুরায়রা (রা) এ সূত্রে আমাদেরকে إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ শব্দে হাদীস বর্ণনা করছেন। তদুত্তরে তিনি বললেন, إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ কথাটির মর্ম জান কি ? আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত কিতাব ও তোমাদের নবী করীম (সা)-এর অনুসৃত আদর্শ অবলম্বনে তিনি তোমাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

٢٩٢. حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوْا وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُوْلُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ .

২৯২. আল্-ওয়ালীদ ইব্ন শুজা, হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর বলবেন, আসুন নামাযে আমাদের ইমামত করুন! তিনি উত্তর দিবেন ঃ না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এ হলো আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত এ উম্মাতের সম্মান।

باب بيان الزمن الذى لايقبل فيه الإيمان

পরিচ্ছেদ ঃ যে সময়ে ঈমান কবূল হবে না

٢٩٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرَ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا اٰمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ فَيَوْمَئِذٍ لَايَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا .

২৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না, আর যখন পশ্চিম গগনে সূর্য উদিত হবে, তখন সকল মানুষ একত্রে ঈমান আনবে। কিন্তু যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা যে ঈমান অনুযায়ী নেক কাজ করেনি সে সময়ে ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না।

٢٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৯৪. আবূ বকর ইব্ন শায়বা, ইব্ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আলী (রা) ও আবদুর রহমান (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ جَمِيْعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ .

২৯৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আবূ কুরায়ব (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় প্রকাশিত হলে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি বা ঈমান অনুযায়ী নেক কাজ করেনি, সে সময়ে ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না, (সে তিনটি বিষয় হলো) ঃ ১. পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, ২. দাজ্জাল ও ৩. দাব্বাতুল আর্‌দ।

٢٩٦ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ التَّيْمِيِّ سَمِعَهُ فِيْمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُوْنَ أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ تَجْرِيْ حَتّٰى تَنْتَهِيَ إِلٰى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً فَلاَ تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِيْ ارْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا ثُمَّ تَجْرِيْ حَتّٰى تَنْتَهِيَ إِلٰى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلاَ تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِيْ إِرْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا ثُمَّ تَجْرِيْ حَتّٰى تَنْتَهِيَ إِلٰى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِيْ إِرْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا ثُمَّ تَجْرِيْ حَتّٰى تَنْتَهِيَ إِلٰى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلاَ تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى تَنْتَهِيَ إِلٰى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلاَ تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِيْ ارْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا ثُمَّ تَجْرِيْ لاَ يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتّٰى تَنْتَهِيَ إِلٰى مُسْتَقَرِّهَا ذَالِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِيْ أَصْبِحِيْ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَدْرُوْنَ مَتٰى ذَاكُمْ ذَالِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا .

২৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (অা) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম (সা) বললেন ঃ তোমরা কি জান, এ সূর্য কোথায় যায় ? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এ সূর্য চলতে থাকে এবং (আল্লাহ্ তা'আলার) আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজ্দাবনত হয়ে পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, ওঠ এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও! অনন্তর সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল দিয়েই উদিত হয়। তা আবার চলতে থাকে এবং আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজ্দাবনত অবস্থায় পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, ওঠ এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল হয়েই উদিত হয়। তা আবার চলতে থাকে এবং আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থান স্থলে যায়। সেখানে সে সিজ্দাবনত অবস্থায় পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, ওঠ এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল হয়েই সে উদিত হয়। এমনিভাবে চলতে থাকবে; মানুষ তার থেকে অস্বাভাবিক কিছু হতে দেখবে না। শেষে একদিন সূর্য [illegible] আরশের নিচে তার নির্দিষ্টস্থলে যাবে। তাকে বলা হবে, ওঠ এবং অস্তাচল থেকে উদিত হও। অনন্তর সেদিন সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন্ দিন সে অবস্থা হবে তোমরা জান ? সে দিন ঐ ব্যক্তির

ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি।[১]

٢٩٧. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا اَتَدْرُوْنَ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

২৯৭. আবদুল হামীদ ইব্‌ন বায়ান আল্-ওয়াসিতী (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একদা আমাদেরকে লক্ষ করে বললেন ঃ তোমরা কি জান, এ সূর্য কোথায় গমন করে ? .... এরপর রাবী ইব্‌ন উলায়্যা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٩٨. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَ اللَّفْظُ لِاَبِيْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَاْذِنُ فِى السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَ كَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا اِرْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ قَالَ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَاَ فِىْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ ذَالِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا .

২৯৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলে তিনি (সা) বললেন ঃ হে আবূ যার ! জান, এ সূর্য কোথায় যায় ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে তার গন্তব্য স্থলে যায় এবং আল্লাহ্‌র কাছে সিজ্‌দার অনুমতি চায়। তখন তাকে অনুমতি দেয়া হয়। পরে একদিন যখন তাকে বলা হবে যেদিক থেকে এসেছো সেদিকে ফিরে যাও। অনন্তর তা অস্তাচল থেকে উদিত হবে। এরপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদের কিরাআত অনুসারে তিলাওয়াত করেন ঃ ذَالِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا এ তার গন্তব্যস্থল।

٢٩٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ .

---

১. প্রত্যহ সূর্যের আরশের নিচে যাওয়া এবং সিজ্‌দায় পড়ে থাকার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে ইহা আমাদের জ্ঞানের অগম্য হলেও ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হয়তো এর তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হবে। সিজ্‌দার দ্বারা আমরা যদি আনুগত্য অর্থ গ্রহণ করি তবে বলা যায় চন্দ্র-সূর্যসহ সৃষ্টির সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলে। সূর্য ও তার নির্দিষ্ট কার্যক্রমে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রার্থনা করে।

২৯৯. আবূ সাঈদ আল্-আশাজ্জ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে " وَ الشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا — এবং সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে" (৩৬ ঃ ৩৮) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আরশের নিচে হলো তার গন্তব্যস্থল।

بَابُ بَدْءِ الْوَحْىِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহীর সূচনা

٣٠٠. حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ اَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرٰى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ فَكَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَ هُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ اُوْلاَتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهِ وَ يَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَ هُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَاْ قَالَ مَا اَنَا بِقَارِىءٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَاْ قَالَ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِىءٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَاْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِىءٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيْجَةَ اَيْ خَدِيْجَةُ مَالِيْ اَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ قَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ كَلاَّ اَبْشِرْ فَوَ اللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا وَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَ تَقْرِى الضَّيْفَ وَ تُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِبْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى وَ هُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ اَخِيْ اَبِيْهَا وَ كَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَ يَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ وَ كَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ اَيْ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَا ابْنَ اَخِيْ مَا ذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَاٰهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلٰى

مُوْسٰى ﷺ يَا لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَاعًا يَالَيْتَنِيْ اَكُوْنُ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ اِلاَّ عُوْدِيَ وَ اِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا .

৩০০. আবূ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। আর তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাত জ্যোতির মত সুস্পষ্টরূপে সত্যে পরিণত হতো। তাঁর কাছে একাকী থাকা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তারপর তিনি হেরা গুহায় নির্জনে কাটাতে থাকেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং এর জন্য কিছু খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি খাদীজার কাছে ফিরে যেতেন এবং আরও কয়েকদিনের জন্য অনুরূপ খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তিনি হেরা গুহায় যখন ধ্যানে রত ছিলেন, তখন তাঁর কাছে ফেরেশ্‌তা আসলেন। বললেন ঃ পড়ুন ! তিনি (সা) বললেন ঃ আমি তো পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তখন ফেরেশ্‌তা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হয়। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ পড়ুন ! আমি বললাম, আমি তো পড়তে সক্ষম নই। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দ্বিতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। পরে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ পড়ুন! আমি বললাম ঃ আমি তো পড়তে পারি না। এরপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তৃতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ "পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ করুন! আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (৯৬ ঃ ১-৫)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ওহী নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর স্কন্ধের পেশিগুলো কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর, তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর, তোমরা আমাকে চাদরাবৃত কর। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি দূর হলো। এরপর খাদীজা (রা)-কে সকল ঘটনা উল্লেখ করে বললেন ঃ খাদীজা, আমার কি হলো ? আমি আমার নিজের উপর আশঙ্কা করছি। খাদীজা (রা) বললেন না, কখনো তা হবে না ; বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আল্লাহ্‌র কসম ! আপনি স্বজনদের খোঁজখবর রাখেন, সত্য কথা বলেন, দুঃখীদের দুঃখ নিবারণ করেন, দরিদ্রদের বাঁচার ব্যবস্থা করেন, অতিথি সেবা করেন এবং প্রকৃত দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করেন। এরপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওরাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা-এর কাছে নিয়ে আসেন। ওরাকা হলেন খাদীজা (রা)-এর চাচাত ভাই। ইনি জাহিলিয়াতের যুগে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী লিখতে জানতেন এবং ইন্‌জীল কিতাবের আরবী অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন ঃ চাচা, (সম্মানার্থে চাচা বলে সম্বোধন করেছিলেন। অন্য রেওয়ায়েতে 'হে চাচাত ভাই' এ কথার উল্লেখ রয়েছে) আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র কি বলছে শুনুন তো! ওরাকা ইব্ন নাওফাল বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! কি দেখেছিলেন ? রাসূল (সা) যা দেখেছিলেন, সবকিছু বিবৃত করলেন। ওরাকা বললেন, এ তো সে সংবাদবাহক যাকে আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়! আমি যদি সে সময় যুবক থাকতাম, হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন আপনার জ্ঞাতিগোষ্ঠী আপনাকে দেশ থেকে বের করে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সত্যি কি

আমাকে তারা বের করে দিবে ? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ। যে ব্যক্তিই আপনার মত কিছু (নবুওয়াত ও রিসালাত) নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে, তাঁর সঙ্গেই এরূপ দুশমনী করা হয়েছে। আর আমি যদি আপনার সে যুগ পাই, তবে আপনাকে অবশ্যই পূর্ণ সহযোগিতা করব।

٣٠١. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَا يُحْزِنُكَ اللّٰهُ أَبَدًا وَ قَالَ قَالَتْ خَدِيْجَةُ أَيِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ .

৩০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল .... এরপর বর্ণনাকারী ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেন। তবে তিনি لَا يُحْزِنُكَ اللّٰهُ أَبَدًا অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না'-এর স্থলে لَا يُحْزِنُكَ اللّٰهُ أَبَدًا অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা কখনো আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবেন না' উল্লেখ করেছেন এবং অন্যত্র أَيِ ابْنَ عَمِّ বলেছেন।

٣٠٢. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَرَجَعَ إِلَى خَدِيْجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ وَ اقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَ مَعْمَرٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيْثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَ تَابَعَ يُوْنُسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللّٰهِ لَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ أَبَدًا وَ ذَكَرَ قَوْلَ خَدِيْجَةَ أَيِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ .

৩০২. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুয়াইব ইব্‌ন লাইস (র) .... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে .... এ রেওয়ায়েতে فَرَجَعَ إِلَى خَدِيْجَةَ تَرْجُفُ فُؤَادُهُ রাসূল (সা) কম্পিত হৃদয়ে খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এলেন ..... এ কথার উল্লেখ রয়েছে। এরপর রাবী ইউনুস ও মা'মারের অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ-"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে।"-এ কথার উল্লেখ করেন নি। অন্যদিকে "فَوَ اللّٰهِ لَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ أَبَدًا আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না" এতটুকু ইউনুসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর খাদীজার সম্বোধন এভাবে উল্লেখ করেছেন أَيِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ -"চাচাত ভাই ! শুন তো আপনার ভাতিজা কি বলছেন ?"

٣٠٣. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيَّ وَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ

فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِي زَمِّلُوْنِيْ فَدَثَّرُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، وَ هِيَ الْاَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ .

৩০৩. আবূ তাহির (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ ওহীর বিরতি প্রসঙ্গে পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিরতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমি পথ চলছিলাম, সে মুহূর্তে আকাশ হতে একটি শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকালাম, দেখি, সেই হেরা গুহায় যে ফেরেশ্‌তা আমার কাছে এসেছিলেন সে ফেরেশ্‌তা যমীন ও আসমানের মধ্যস্থলে কুরসীর উপর বসে আছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আর জল্‌দি বাড়ি ফিরে এসে বলতে লাগলাম ঃ আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। তারা আমায় বস্ত্রাচ্ছাদিত করল। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ (অর্থ) "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন! সতর্কবাণী প্রচার করুন, আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন" (৭৪ ঃ ১-৫)। এখানে اَلرُّجْزُ 'অপবিত্রতা' বলে اَلْاَوْثَانُ 'প্রতিমাকে' বোঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, তারপর ধারাবাহিকভাবে ওহীর অবতরণ আরম্ভ হয়।

٣٠٤. وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّيْ فَتْرَةً فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ وَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَ الرُّجْزُ اَلْاَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَ تَتَابَعَ .

৩০৪. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আইব ইব্‌ন লাইস (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন — তারপর কিছুদিন যাবত আমার প্রতি ওহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। পরে একদিন আমি পথ চলছিলাম.........। এরপর রাবী ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে উকায়ল خُشِيْتُ-এর স্থলে فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَ تَتَابَعَ

٣٠٥. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اِلَى وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ اَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْاَوْثَانُ وَ قَالَ فَجُئِثْتُ مِنْهُ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ .

৩০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... যুহরী (র) থেকে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তবে বর্ণনাকারী এ হাদীসে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ (অর্থ) "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত.... এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৭৪ ঃ ১-৫) এ আয়াতটি নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই নাযিল হয়। ' اَلرُّجْزَ ' অর্থ ' اَلْاَوْثَانَ ' 'প্রতিমা' এবং মা'মার এ হাদীসে উকায়লের মতো خَشِيْتُ স্থলে جُئِثْتُ বর্ণনা করেন।

٣٠٦. وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُوْلُ سَأَلْتُ اَبَا سَلَمَةَ اَيُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ اَوِ اقْرَأْ فَقَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَيُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ قَبْلُ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ .... اَوِ اقْرَأْ قَالَ جَابِرٌ اُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِيْ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ اَمَامِيْ وَ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِيْنِيْ وَ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا ثُمَّ نُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا ثُمَّ نُوْدِيْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَاِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ يَعْنِيْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخَذَتْنِيْ رَجْفَةٌ شَدِيْدَةٌ فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ فَدَثَّرُوْنِيْ فَصَبُّوْا عَلَيَّ مَاءً فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ : يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .

৩০৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবূ সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে ? তিনি বললেন, يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (৭৪ ঃ ১-৫)। আমি বললাম اِقْرَأْ (৯৬ ঃ ১-৫)। তিনি বললেন, আমিও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আমি বললাম, اِقْرَأْ। জাবির (রা) বললেন, আমি তোমাদের তা-ই বর্ণনা করছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি একমাস হেরা গুহায় অবস্থান করি। অবস্থান শেষে আমি নিচে নেমে এলাম। উপত্যকার মাঝখানে যখন পৌছলাম তখন আমাকে ডাকা হলো। আমি সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে তাকালাম, কাউকে দেখলাম না। তারপর আমাকে ডাকা হলো, তখনো কাউকে দেখতে পেলাম না। পুনঃ আমাকে ডাকা হলো। আমি তাকালাম, দেখি সে ফেরেশ্তা অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ) শূন্যে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট। আমার প্রবল কম্পন শুরু হলো। অনন্তর খাদীজার কাছে আসলাম। বললাম ঃ তোমরা আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো। তারা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। আমার উপর পানি ঢালল। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেনঃ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন, আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।" (৭৪ ঃ ১-৪)

٣٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَ قَالَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ .

৩০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাসীর (রা) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন ঃ " সে ফিরিশ্‌তা, আসমান যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট।"

باب الاسراء برسول الله ﷺ الى السموات وفرض الصلوات

পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজ এবং নামায ফরয হওয়া

٣٠٨. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ اَبْيَضُ طَوِيْلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِىْ يَرْبُطُ بِهِ الْاَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَ اِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ ﷺ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاٰدَمَ فَرَحَّبَ بِىْ وَ دَعَانِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِابْنَىِ الْخَالَةِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَ دَعَوَالِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِيُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا هُوَ قَدْ اُعْطِىَ شَطْرَ الْحُسْنِ قَالَ فَرَحَّبَ وَ دَعَا لِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاِدْرِيْسَ فَرَحَّبَ بِىْ وَ دَعَا لِىْ بِخَيْرٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِهٰرُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِىْ وَ دَعَا لِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ

مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَاِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ لاَ يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِىْ اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَ اِذَا وَرَقُهَا كَاٰذَانِ الْفِيَلَةِ وَ اِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلاَلِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ مَا غَشِىَ تَغَيَّرَ فَمَا اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَىَّ مَا اَوْحٰى فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ يُطِيْقُوْنَ ذَالِكَ فَاِنِّىْ قَدْ بَلَوْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَ خَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلٰى اُمَّتِىْ فَحَطَّ عَنِّىْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّىْ خَمْسًا قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ يُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ فَاسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّىْ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى وَبَيْنَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتّٰى قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ صَلٰوةً وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ .

৩০৮. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আমার জন্য বুরাক পাঠানো হলো। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। যতদূর দৃষ্টি যায়, এক এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বায়তুল মাক্দাস পর্যন্ত এসে পৌছলাম। তারপর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম তাদের বাহনগুলো যে রজ্জুতে বাঁধতেন, আমি সে রজ্জুতে আমার বাহনটিও বাঁধলাম। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম ও দু'রাকাত নামায আদায় করে বের হলাম। জিব্রীল একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিব্রীল (আ) আমাকে বললেন, আপনি ফিত্রতকেই গ্রহণ করলেন। তারপর জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে গেলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌছে দ্বার খুলতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে ? তিনি বললেন, আমি জিব্রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, আপনাকে কি

তাঁকে আনতে পাঠান হয়েছিল ? বললেন, হ্যাঁ, পাঠান হয়েছিল। অনন্তর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি আদম (আ)-এর সাক্ষাৎ পাই। তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিবরীল (আ) আমাকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে চললেন এবং দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌছলেন ও দ্বার খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি উত্তরে বললেন জিব্‌রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, তাকে কি আনতে পাঠান হয়েছিল ? বললেন, হ্যাঁ, পাঠান হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ) দুই খালাত ভাইয়ের সাক্ষাৎ পেলাম। তারা আমাকে মারহাবা বললেন, আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে চললেন এবং তৃতীয় আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন ঃ জিব্‌রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠান হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পাঠান হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক দেয়া হয়েছিল তাঁকে। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্‌রীল আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠান হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ পাঠান হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হলো। সেখানে ইদ্‌রীস (আ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا —"এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায়" (৫৭ ঃ ১৯)। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠান হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পাঠান হয়েছিল। অনন্তর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হলো। সেখানে হারুন (আ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিবরীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠান হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পাঠান হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিব্‌রীল (আ) সপ্তম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠান হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পাঠান হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি বায়তুল মা'মুরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মা'মুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন, যাঁরা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন। সে বৃক্ষের পাতাগুলো হস্তিনীর কানের মত আর ফলগুলো বড় বড় মটকার মত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সে বৃক্ষটিকে যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে যা আবৃত করে তখন তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে সৌন্দর্যের বর্ণনা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যা

অহী করার তা অহী করলেন। আমার উপর দিনরাত মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। এরপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কি ফরয করেছেন। আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং একে আরো সহজ করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এ নির্দেশ পালনে সক্ষম হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তখন আমি আবার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার রব! আমার উম্মাতের জন্য এ হুকুম সহজ করে দিন। পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। তারপর মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এসে বললাম, আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমান হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত এও পারবে না। আপনি ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এভাবে আমি একবার মূসা (আ) ও একবার আল্লাহ্‌র মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। শেষে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! যাও, দিন ও রাতের পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করা হলো। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে দশ ওয়াক্ত নামাযের সমান সাওয়াব রয়েছে। এভাবে (পাঁচ ওয়াক্ত হলো) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান। যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করল এবং তা কাজে রূপায়িত করতে পারল না, আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখব ; আর তা কাজে রূপায়িত করলে তার জন্য লিখব দশটি সাওয়াব। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দ কাজের অভিপ্রায় করল, অথচ তা কাজে পরিণত করল না , তার জন্য কোন গুনাহ লেখা হয় না। আর তা কাজে পরিণত করলে তার উপর লেখা হয় একটি মাত্র গুনাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে নেমে এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং আরো সহজ করার প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ বিষয় নিয়ে বারবার আমি আমার রবের কাছে আসা-যাওয়া করেছি, এখন পুনরায় যেতে লজ্জা হচ্ছে।

٣٠٩. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُتِيْتُ فَانْطَلَقُوْا بِيْ زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِيْ ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ اُنْزِلْتُ .

৩০৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম আল্‌-আবদী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার কাছে ফেরেশ্‌তা আসলেন এবং তাঁরা আমাকে নিয়ে যমযমে গেলেন। আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো। তারপর যমযমের পানি দিয়ে আমাকে গোসল করান হলো। এরপর নির্ধারিত স্থানে আমাকে ফিরিয়ে আনা হলো।

٣١٠. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِيْ طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَاَمَهُ ثُمَّ اَعَادَهُ فِيْ مَكَانِهِ وَ جَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ اِلٰى اُمِّهِ يَعْنِيْ ظِئْرَهُ فَقَالُوْا اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوْهُ وَ هُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ اَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ اَرٰى اَثَرَ ذٰلِكَ الْمِخْيَطِ فِيْ صَدْرِهِ .

৩১০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জিব্‌রীল (আ) এলেন, তখন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন। তিনি তাঁকে ধরে শোয়ালেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৃৎপিণ্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তিনি তাঁর বক্ষ থেকে একটি রক্তপিণ্ড বের করলেন এবং বললেন, এ অংশটি শয়তানের। এরপর হৃৎপিণ্ডটিকে একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এবং তার অংশগুলো জড়ো করে আবার তা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করলেন। তখন ঐ শিশুরা দৌড়ে তাঁর দুধমায়ের কাছে গেল এবং বলল, মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করা হয়েছে। কথাটি শুনে সবাই সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল তিনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছেন ! আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্ষে সে সেলাই-এর চিহ্ন দেখেছি।

٣١١. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ وَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ اَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحَى اِلَيْهِ وَ هُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ وَ قَدَّمَ فِيْهِ شَيْئًا وَ اَخَّرَ وَ زَادَ وَ نَقَصَ.

৩১১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) .... শারীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নামির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কা'বার মসজিদ থেকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাত সম্পর্কে আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ওহী প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মাসজিদুল হারামে নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। এরূপে বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত সাবিতুল বুনানীর হাদীসেরই অনুরূপ বর্ণনা করে যান। তবে এ বর্ণনায় শব্দের কিছু আগপাছ ও শব্দের কিছু বেশকম রয়েছে।

٣١٢. وَ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِىْ وَ اَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ ...... فَفَرَجَ صَدْرِىْ ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةً وَ اِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِىْ صَدْرِىْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَعَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِىْ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ فَاُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَفَتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَ عَنْ يَسَارِهِ اَسْوِدَةٌ قَالَ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَ الاِبْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هٰذِهِ الاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَ

الْأَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَاذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَ اذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِيْ جِبْرِيْلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمٰوَاتِ أٰدَمَ وَ اِدْرِيْسَ وَ عِيْسٰى وَمُوْسٰى وَإِبْرٰهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ أٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِإِدْرِيْسَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا إِدْرِيْسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوْسٰى قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا عِيْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا عِيْسٰى بْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِيْ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ عَرَجَ بِيْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى أُمَّتِيْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَالِكَ حَتّٰى أَمُرَّ بِمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى أُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ لِيْ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَالِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ رَبِّيْ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِاسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِيْ مَا هِيَ قَالَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩১২. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত্-তুজিবী (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আমি মক্কাতে ছিলাম। আমার ঘরের ছাদ ফাঁক করা হলো। তখন জিব্‌রীল (আ) অবতরণ করলেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এরপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। তারপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র আনা হলো এবং এতে তা রাখা হলো ; পুনঃ তা আমার বক্ষে ঢেলে বক্ষ বন্ধ করে দিলেন। এরপর আমার হাত ধরলেন এবং ঊর্ধ্বাকাশে যাত্রা করলেন। আমরা যখন প্রথম আসমানে গিয়ে

পৌঁছলাম, তখন জিব্‌রীল (আ) এ আসমানের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন! তিনি বললেন, কে ? বললেন, জিব্‌রীল। দ্বাররক্ষী বললেন, আপনার সাথে কি অন্য কেউ আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার সাথে মুহাম্মদ (সা) আছেন। দ্বাররক্ষী বললেন, তাঁর কাছে আপনাকে পাঠান হয়েছিল কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমরা প্রবেশ করে দেখি, এক ব্যক্তি, তাঁর ডানে একদল মানুষ এবং বাঁয়ে একদল মানুষ। যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসেন, আর যখন বাঁ দিকে তাকান তখন কাঁদেন। তিনি আমাকে বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, হে সুযোগ্য সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি জিব্‌রীলকে বললাম, ইনি কে ? তিনি বললেন, ইনি হযরত আদম (আ) আর ডানে ও বাঁয়ের এ লোকগুলো তাঁর বংশধর। ডান পার্শ্বস্থরা হচ্ছে জান্নাতবাসী আর বাম পার্শ্বস্থরা হচ্ছে জাহান্নামবাসী। আর এ কারণেই তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন এবং বাঁ দিকে তাকালে কাঁদেন। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্বারোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন এবং এর দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি প্রথম আসমানের দ্বাররক্ষীর মত প্রশ্নোত্তর করে দরজা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, তিনি আসমানসমূহে হযরত আদম, ইদ্‌রীস, মূসা ও ইব্‌রাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। আদম (আ) প্রথম আসমানে এবং ইবরাহীম (আ) ষষ্ঠ আসমানে। এছাড়া অন্যান্য নবীর অবস্থান সম্পর্কে এ রেওয়ায়েতে কিছু উল্লেখ নেই। আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত জিব্‌রীল (আ) হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, মারহাবা, হে সুযোগ্য নবী ! সুযোগ্য ভ্রাতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? জিব্‌রীল (আ) উত্তর দিলেন ; ইনি ইদ্‌রীস (আ)। তারপর আমরা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনিও বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তিনি জবাব দিলেন, ইনি মূসা (আ)। তারপর আমরা ঈসা (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনিও বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা! জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে ? তিনি বললেন, ইনি হযরত ঈসা (আ)। তারপর আমরা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনিও বললেন, মারহাবা হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য সন্তান! জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তিনি বললেন, ইনি হযরত ইব্‌রাহীম (আ)। ইব্‌ন শিহাব, ইব্‌ন হাযম, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হাব্বা আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধ্বে চললেন। আমরা এমন এক স্তরে পৌঁছলাম যে, তথায় আমি কলম-এর খশমশ (লেখার) শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ইব্‌ন হাযম ও আনাস ইব্‌ন মালিক বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করার পথে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের ওপর কি ফরয করেছেন ? আমি উত্তরে বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ) আমাকে বললেন, আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। তাই আমি আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ্ এর অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি আবার ফিরে এসে হযরত মূসা (আ)-কে জানালে তিনি বললেন, না, আপনি পুনরায় ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত এতেও সক্ষম হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তারপর আমি আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে গেলে তিনি বললেন, এ নির্দেশ পাঁচ, আর পাঁচই পঞ্চাশের সমান করে দিলাম, আমার কথার কোন রদবদল নেই। এরপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসি। তিনি তখনো বললেন, আপনি ফিরে যান আল্লাহ্‌র দরবারে। আমি বললাম ঃ আমার লজ্জা অনুভূত হচ্ছে। তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' নিয়ে

চললেন, আমরা পৌছলাম। তা এত বিচিত্র রঙে আবৃত যে, আমি বুঝতে পারছি না যে, আসলে তা কী। তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হলো। সেখানে ছিল মুক্তার গম্বুজ আর তার মাটি ছিল মিশকের।

٣١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ..... ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَ الْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُوْلُ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيْتُ فَانْطُلِقَ بِيْ فَأُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيْهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشُرِحَ صَدْرِيْ إِلٰى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِيْ مَعِيْ مَا يَعْنِيْ قَالَ إِلٰى أَسْفَلِ بَطْنِهِ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِيْ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيْدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِيَ إِيْمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيْتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصٰى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ قَالَ فَأَتَيْنَا عَلٰى اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيْسٰى وَيَحْيٰى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَفِي الثَّالِثَةِ يُوْسُفَ وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيْسَ وَفِي الْخَامِسَةِ هٰرُوْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَأَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكٰى فَنُوْدِيَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ رَبِّ هٰذَا غُلاَمٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِيْ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِيْ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَأَتَيْتُ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ وَ حَدَّثَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ رَأٰى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَاهٰذِهِ الْأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوْا مِنْهُمْ لَمْ يَعُوْدُوْا فِيْهِ اٰخِرُ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَائَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْاٰخَرُ لَبَنٌ فَعُرِضَا عَلَيَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقِيْلَ أَصَبْتَ أَصَابَ اللّٰهُ بِكَ أُمَّتَكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُوْنَ صَلاَةً ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ .

৩১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাবী বলেন, আনাস (রা) সম্ভবত তাঁর সম্প্রদায়ের জনৈক মালিক ইব্‌ন সা'সাআ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ একদা আমি কা'বা শরীফের কাছে নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। তখন তিন ব্যক্তির মধ্যবর্তী একজনকে কথা বলতে শুনতে পেলাম। যাহোক তিনি আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। তারপর আমার কাছে একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো, তাতে যমযমের পানি ছিল। এরপর তিনি আমার বক্ষ এখান থেকে ওখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। বর্ণনাকারী কাতাদা (রা) বলেন, আমি আমার পার্শ্বস্থ একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখান থেকে ওখান পর্যন্ত' বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, "বক্ষ থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এরপর আমার হৃৎপিণ্ডটি বের করা হলো এবং যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করে দেয়া হলো। ঈমান ও হিক্‌মতে আমার হৃদয় পূর্ণ করে দেয়া হলো। এরপর আমার কাছে 'বুরাক' নামের একটি সাদা জন্তু উপস্থিত করা হয়। এটি গাধা থেকে কিছু বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট। যতদূর দৃষ্টি যায় একেক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। এর উপর আমাকে আরোহণ করান হলো। আমরা চললাম এবং দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌছলাম। জিব্‌রীল (আ) দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। বলা হলো, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ (সা) আছেন। দ্বাররক্ষী বললেন, তাঁর কাছে আপনাকে পাঠান হয়েছিল কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর দরজা খুলে দিলেন এবং বললেন, মারহাবা! কত সম্মানিত আগন্তুকের আগমন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তারপর আমরা হযরত আদম (আ)-এর কাছে আসলাম .... এভাবে বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করে যান। তবে এ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্‌রীস, পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তারপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে পৌছি এবং হযরত মূসা (আ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দেই। তিনি বললেন, মারহাবা, হে সুযোগ্য নবী, সুযোগ্য ভ্রাতা! এরপর আমরা তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আওয়াজ এল, আপনি কেন কাঁদছেন ? তিনি জবাব দিলেন, প্রভু, এ বালককে আপনি আমার পরে পাঠিয়েছেন; অথচ আমার উম্মাত অপেক্ষা তাঁর উম্মাত অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমরা আবার চললাম এবং সপ্তম আসমানে গিয়ে পৌছলাম ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসলাম। সাহাবী তাঁর এ হাদীসে আরো উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন ঃ সেখানে তিনি চারটি নহর দেখেছেন। তন্মধ্যে দু'টি প্রকাশ্য ও দু'টি অপ্রকাশ্য। সবগুলোই সিদ্‌রাতুল মুনতাহার গোড়া হতে প্রবাহিত। নবীজী (সা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে জিব্‌রীল! এ নহরগুলো কি ? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহরদ্বয় তো জান্নাতের নহর আর প্রকাশ্যগুলো নীল ও ফুরাত। অর্থাৎ এ দু'টি নহরের সাদৃশ্য রয়েছে জান্নাতের ঐ দু'টি নহরের সাথে। এরপর আমাকে বায়তুল মা'মূরে উঠান হলো। বললাম ঃ হে জিব্‌রীল! এ কি ? তিনি বললেন, এ হচ্ছে 'বায়তুল মা'মূর'। প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা (তাওয়াফের জন্য) প্রবেশ করে। তারা একবার তাওয়াফ সেরে বের হলে কখনও আর ফের তাওয়াফের সুযোগ হয় না তাদের। তারপর আমার সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করা হলো—একটি শরাবের, অপরটি দুধের। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি ঠিক করেছেন। আল্লাহ্ আপনার উম্মাতকেও আপনার ওসীলায় ফিত্‌রাত-এর উপর কায়েম রাখুন। তারপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়.......এভাবে বর্ণনাকারী হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٣١٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .... فِيْهِ فَأُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيْءٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِيْءَ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا .

৩১৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) .... মালিক ইবন সা'সাআ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী এতে.... এরপর আমার কাছে ঈমান ও হিক্‌মত ভর্তি একটি স্বর্ণের রেকাবি আনা হলো এবং আমার বক্ষের উপরিভাগ হতে নিয়ে পেটের নিম্নাংশ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হলো ও যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করে হিক্‌মত ও ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো, এ অংশটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

٣١٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوْسٰى اٰدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَقَالَ عِيْسٰى جَعْدٌ مَرْبُوْعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ .

৩১৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মি'রাজ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : মূসা (আ) হচ্ছেন শানূয়া গোত্রীয় লোকদের মত দীর্ঘদেহী, গন্দুম (গম) বর্ণের। ঈসা (আ) মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহবিশিষ্ট। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাহান্নামের রক্ষী মালিক এবং দাজ্জালের উল্লেখ করেছিলেন।

٣١٦. وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلٰى مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ اٰدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَأَيْتُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوْعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي اٰيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللّٰهُ إِيَّاهُ فَلَاتَكُنْ فِي مِرْيَةٍ لِقَائِهِ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَدْ لَقِيَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৩১৬. আবদ্ ইব্ন হুমায়দ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : মি'রাজ রজনীতে আমি মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে গিয়েছি। তিনি দেখতে গন্দুম বর্ণের, দীর্ঘদেহী, অনেকটা যেন শানূয়া গোত্রীয় লোকদের মত। ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে দেখেছি, তাঁর রং ছিল শ্বেত-লোহিত; সুঠামদেহী আর তার চুলগুলো ছিল স্বাভাবিক। বর্ণনাকারী বলেন, যে নিদর্শনসমূহ কেবল তাঁকেই দেখান হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে জাহান্নামের রক্ষী মালিককে এবং দাজ্জালকে দেখান হয়। তারপর রাবী কাতাদা (রা) "অতএব

তুমি তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ কর না" (২ ঃ ৩২) এ আয়াতের তাফসীরে বলতেন যে, নবী করীম (সা) হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

٣١٧. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الْاَزْرَقِ فَقَالَ اَىُّ وَادٍ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا وَادِي الْاَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّيْ اَنْظُرُ إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللّٰهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ اَتٰى عَلٰى ثَنِيَّةِ هَرْشَا فَقَالَ اَىُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ قَالُوْا ثَنِيَّةُ هَرْشٰى قَالَ كَأَنِّيْ اَنْظُرُ إِلٰى يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّيْ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيْفًا.

৩১৭. আহ্মাদ ইব্ন হান্বাল ও সুরায়হ্ ইব্ন ইউনুস (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আয্রাক উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন ঃ এটি কোন্ উপত্যকা? সঙ্গীগণ উত্তর দিলেন, আয্রাক উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি যেন মূসা (আ)-কে গিরিপথ থেকে অবতরণ করতে দেখছি, তিনি উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হারশা গিরিপথে আসলেন। তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ গিরিপথ? সঙ্গীগণ বললেন, হারশা গিরিপথ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি যেন ইউনুস ইব্ন মাত্তা (আ)-কে দেখছি। তিনি সুঠামদেহী লাল বর্ণের উষ্ট্রের পিঠে আরোহিত; গায়ে একটি পশমী জোব্বা, আর তাঁর উষ্ট্রের রশিটি খেজুরের ছাল দিয়ে তৈরি, তিনি তালবিয়া পাঠ করছিলেন। ইব্ন হান্বাল তার হাদীসে বলেন, হুশায়ম বলেছেন, خلبة -এর অর্থ ليف — খেজুর বৃক্ষের ছাল।

٣١٨. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيْ الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ اَىُّ وَادٍ هٰذَا فَقَالُوْا وَادِي الْاَزْرَقِ فَقَالَ كَأَنِّيْ اَنْظُرُ إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللّٰهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَرَّاسٍ بِهٰذَا الْوَادِيْ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ اَىُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ قَالُوْا هَرْشٰى أَوْ لِفْتُ فَقَالَ كَأَنِّيْ اَنْظُرُ إِلٰى يُوْنُسَ عَلٰى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيْفٌ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيْ مُلَبِّيًا.

৩১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যকার এক স্থানে সফর করছিলাম। আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন্ উপত্যকা? সঙ্গীগণ উত্তর করলেন, আয্রাক উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি যেন এখনও মূসা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি তাঁর কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে আঙ্গুল স্থাপন পূর্বক

উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করে এ উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূসা (আ)—এর দেহের বর্ণ ও চুলের আকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু রাবী দাঊদ তা স্মরণ রাখতে পারেন নি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর আমরা সামনে আরো অগ্রসর হলাম এবং একটি গিরিপথে এসে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ গিরিপথ ? সঙ্গীগণ বললেন, হারশা কিংবা লিফ্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি যেন এখনও ইউনুস (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি তালবিয়া পাঠ করা অবস্থায় তিনি গিরিপথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর গায়ে একটি পশমী জোব্বা আর তিনি একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রির পিঠে আরোহিত। তাঁর উষ্ট্রির রশিটি খেজুর বৃক্ষের ছাল দ্বারা তৈরি।

٣١٩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرْ إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي

৩১৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত সবাই দাজ্জালের আলোচনা উঠালেন। তখন কোন একজন বললেন, তার (দাজ্জালের) দুই চোখের মাঝামাঝিতে 'কাফির' শব্দ খচিত থাকবে। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন কিছু বলেছেন বলে আমি শুনিনি। তবে এতটুকু বলতে শুনেছি যে, ইবরাহীম (আ)-এর আকৃতি জানতে হলে তোমাদের এ সাথীরই (নিজের দিকে ইঙ্গিত) দিকে তাকাও। (তিনি অনুরূপই ছিলেন) আর মূসা (আ) ছিলেন গন্দুমী বর্ণের সুঠামদেহী। তাঁকে লাল বর্ণের একটি উষ্ট্রের পিঠে আরোহিত দেখেছি। আমি যেন এখনও তাঁকে তালবিয়া পাঠ করা অবস্থায় উপত্যকার ঢাল দিয়ে নামতে দেখছি।

٣٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ

৩২০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার কাছে নবীগণকে উপস্থিত করা হলো। তখন মূসা (আ)-কে দেখলাম, একজন মধ্যম ধরনের মানুষ, অনেকটা শানূয়া গোত্রীয় লোকদের মত। আর ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে দেখলাম, তাঁর নিকটতম ব্যক্তি হলেন উরওয়া ইব্ন মাসউদ। ইব্রাহীম (আ)-কে দেখলাম; তাঁর অনেকটা কাছাকাছি সদৃশ ব্যক্তি

হচ্ছেন তোমাদের এ সাথী অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)। জিব্রীল (আ)-কে দেখলাম; তাঁর কাছাকাছি সদৃশ ব্যক্তি হচ্ছেন দাহ্ইয়া। ইব্ন রুমহের বর্ণনায় আছে, দাহ্ইয়া ইব্ন খলীফার মত।

٣٢١. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ قَالَ وَ لَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي حَمَّامًا قَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَ هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

৩২১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মি'রাজ রজনীতে আমি হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এরপর নবী করীম (সা) তাঁর দেহের আকৃতি বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত নবী করীম (সা) এ শব্দ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মৃদু কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। দেখতে শানূয়া গোত্রের লোকদের মত। নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমি হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এরপর তিনি ঈসা (আ)-এর আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ তিনি মধ্যম ধরনের লোহিত বর্ণের পুরুষ। মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুণি স্নানাগার থেকে বেরিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি ইব্রাহীম (আ)-কে দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি তাঁর সাদৃশ্যের অধিকারী। এরপর আমার সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করা হয়, এর একটি দুধের ও অপরটি শরাবের। আমাকে বলা হলো, এর মধ্যে যেটা আপনার ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করুন। আমি দুধ গ্রহণ করে তা পান করলাম। জিব্রীল (আ) আমাকে বললেন ঃ আপনাকে ফিত্রাতেরই হিদায়াত করা হয়েছে। আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মাত গুমরাহ্ হয়ে যেত।

٣٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ .

৩২২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ একরাতে (স্বপ্নে) আমি কা'বা শরীফের কাছে আমাকে দেখতে পেলাম। গোধুম (গম) বর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। এ বর্ণের যতলোক তোমরা দেখেছ, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কেশ ছিল তাঁর। এ ধরনের কেশের অধিকারী যত ব্যক্তি তোমরা দেখেছ, তাদের মধ্যে তিনি হলেন সবচেয়ে সুন্দর। তিনি এ কেশ আঁচড়ে রেখেছেন আর তা থেকে পানি ঝরছিল। দু'জনের উপর বা বর্ণনাকারী বলেন, দু'জনের কাঁধের উপর ভর করে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করছেন। জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইনি কে ? বলা হলো ঃ ইনি মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়াম। তারপর দেখি আরেক ব্যক্তি, ঘন কোঁকড়ানো চুল, ডান চক্ষুটি টেরা, যেন একটি আঙ্গুর ফুলে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কে ? বলা হলো, এ হচ্ছে মাসীহুদ্ দাজ্জাল।

٣٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسٰى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرٰى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَي رَجُلَيْنِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَي رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

৩২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক আল-মুসায়্যাবী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের সম্মুখে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা টেরাচোখ বিশিষ্ট নন। জেনে রাখ, দাজ্জালের ডান চোখ টেরা, যেন ফোলা একটি আঙ্গুর। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ একবার আমি স্বপ্নে আমাকে কা'বা শরীফের কাছে পেলাম। গোধুম বর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। এ বর্ণের তোমরা যত লোক দেখেছ, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। কেশ তাঁর গ্রীবার উপর ঝুলছিল। তাঁর কেশগুলো ছিল সোজা। তা থেকে তখন পানি ঝরছিল। তিনি দু' ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইনি কে ? বলা হলো, ইনি মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়াম। তাঁরই পেছনে দেখলাম আরেক ব্যক্তি, ঘন কোঁকড়ানো চুল। তার ডান চোখ ছিল টেরা। সে দেখতে ছিল ইব্‌ন কাতানের মত। সেও দু' ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করছে। জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কে ? বলা হলো, মাসীহুদ দাজ্জাল।

٣٢٤. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً آدَمَ سَبِطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيْحُ بْنُ

مَرْيَمَ لاَيَدْرِيْ اَيُّ ذٰلِكَ قَالَ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً اَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ اَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى اَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

৩২৪. ইব্‌ন নুমায়র (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কা'বাগৃহের কাছে গোধুম বর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, দু'জনের কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছেন। আর তাঁর চুল থেকে পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হয়তো يَسْكُبُ শব্দ অথবা يَقْطُرُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? বলা হলো, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ অথবা اَلْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দেখলাম, তাঁর পশ্চাতেই আরেক ব্যক্তি, ঘন কুঞ্চিত কেশ। গায়ের রং তার লাল। দেখতে ইব্‌ন কাতানের মত, ডান চোখটি তার বাঁকা। জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কে ? বলা হলো, মাসীহুদ্ দাজ্জাল।

٣٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ .

৩২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ (মি'রাজের সংবাদে) কুরায়শরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিল। তখন আমি হাজরে আস্ওয়াদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তা'আলা আমার সম্মুখে বায়তুল মাকদাসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন, আর আমি চোখে দেখেই তার সকল নিদর্শন উল্লেখ করে যেতে লাগলাম।

٣٢٦. حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً اَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ اَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهٖ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ .

৩২৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। তখন দেখি যে, আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছি। গোধুম বর্ণের মধ্যমাকৃতির এক ব্যক্তিকে সেখানে দেখলাম। তাঁর কেশগুলো ছিল সোজা। তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে তাওয়াফ করছেন। আর তাঁর মাথা হতে টপটপ করে পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হয়তো يَنْطِفُ অথবা يُهْرَاقُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? বলা হলো, ইনি ইব্‌ন মারইয়াম (আ)। তারপর আমি চোখ ফিরিয়ে তাকালাম, লোহিত বর্ণের মোটা এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তার চুলগুলো ছিল কুঞ্চিত। তার চোখ ছিল টেরা, যেন একটি ফোলা আঙ্গুর। জিজ্ঞেস

করলাম ঃ এ কে ? বলা হলো, এ হলো দাজ্জাল। তার নিকটতম সদৃশ হলো ইব্‌ন কাতান।

٣٢٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ قَالَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَإِذَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلاَمِ .

৩২৭. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি হাজরে আস্‌ওয়াদের কাছে ছিলাম। এ সময় কুরায়শরা আমাকে আমার মি'রাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে। তারা আমাকে বায়তুল মাক্‌দাসের এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল, যা আমি ভালভাবে দেখিনি। ফলে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার সম্মুখে বায়তুল মাক্‌দাসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন এবং আমি তা দেখছিলাম। তারা আমাকে যে প্রশ্ন করছিল, তার জবাব দিতে লাগলাম। এরপর নবীদের এক জামাতেও আমি নিজেকে উদ্ভাসিত দেখলাম। মূসা (আ)-কে নামাযে দণ্ডায়মান দেখলাম। তিনি শানূয়া গোত্রের লোকদের মত মধ্যমাকৃতির। তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো। হযরত ঈসা (আ)-কেও নামাযে দাঁড়ানো দেখলাম। উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ আস্‌সাকাফী হলো তাঁর নিকটতম সদৃশ। ইব্‌রাহীম (আ)-কেও নামাযে দাঁড়ান দেখলাম। তিনি তোমাদের এ সাথীরই সদৃশ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তারপর নামাযের সময় হলো, আমি তাঁদের ইমামত করলাম। নামায শেষে এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা) ! ইনি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক 'মালিক', ওকে সালাম করুন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে আগেই সালাম করলেন।

باب معنى قول الله عزوجل : وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وهل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الاسراء

পরিচ্ছেদ ঃ মহামহীম আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন"-এর মর্ম। নবী করীম (সা) মি'রাজ রজনীতে তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন কি ?

٣٢٨. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ أَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ

ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْتُهِيَ بِهٖ اِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَ هِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ اِلَيْهَا يَنْتَهِيْ مَا يُعْرَجُ بِهٖ مِنَ الْاَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَ اِلَيْهَا يَنْتَهِيْ مَا يُهْبَطُ بِهٖ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى قَالَ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَاُعْطِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثًا اُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ اُعْطِيَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَ غُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ مِنْ اُمَّتِهٖ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ .

৩২৮. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মি'রাজ রজনীতে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। এটি ৬ষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। যমীন থেকে যা কিছু উত্থিত হয়, তা সে পর্যন্ত গিয়ে পৌছে এবং সেখান থেকে তা নিয়ে যাওয়া হয়। তদ্রূপ উর্ধ্বলোক থেকে যা কিছু অবতরণ হয়, তাও এ পর্যন্ত এসে পৌছে এবং সেখান থেকে তা নেওয়া হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) তিলাওয়াত করলেন ঃ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى "যখন প্রান্তবর্তী বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হবার তদ্দারা আচ্ছাদিত হলো" (৫৩ ঃ ১৬) এবং বলেন, এখানে যদ্দারা কথাটির অর্থ স্বর্ণের পতঙ্গ। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয় দান করা হলো ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং শিরক-মুক্ত উম্মাতের মারাত্মক গুনাহ্ ক্ষমার সুসংবাদ।

٣٢٩. وَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَ هُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ قَالَ اَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

৩২৯. আবূ রাবী আয্-যাহ্‌রানী (র) .... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যির ইব্‌ন হুবায়শকে فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى "তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান থাকল কিংবা তারও কম" (৯ ঃ ৫৩)-এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আমাকে বলেছেন, নবী করীম (সা) জিব্‌রীল (আ)-কে দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ' ডানা আছে।

٣٣٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى قَالَ رَاَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

৩৩০. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى "তিনি যা দেখেছেন তাঁর অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি" (১১ ঃ ৫৩) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিব্‌রীল (আ)-কে দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ' ডানা আছে।

٣٣١. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَقَدْ رَاَى اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاَى جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهٖ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

৩৩১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল্ আম্বারী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি وَلَقَدْ رَأَى آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى "তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন" (১৮ : ৫৩) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিব্‌রীল (আ)-কে তাঁর আকৃতিতে দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ' ডানা আছে।

٣٣٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَأَى جِبْرِيْلَ .

৩৩২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى "নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন" (১৩ : ৫৩)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিব্‌রীল (আ)-কে দেখেছিলেন।

٣٣٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ رَآهُ بِقَلْبِهِ .

৩৩৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে (আল্লাহকে) অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন।

٣٣٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ أَبُوْ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِيْ جَهْمَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ .

৩৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আল্-আশাজ্জ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى – وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى "তিনি যা দেখেছেন, তাঁর অন্তকরণ তা অস্বীকার করে নাই" "নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন" (৫৩ : ১১ ও ১৩) আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] স্বীয় অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁকে (আল্লাহকে) দু'বার দেখেছিলেন।

٣٣٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَهْمَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ .

৩৩৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস ও আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٣٦. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ

عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَ كُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْظِرِيْنِىْ وَلاَ تَعْجَلِيْنِىْ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى فَقَالَتْ اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ لَمْ اَرَهُ عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَاَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَقَالَتْ اَوَ لَمْ تَسْمَعْ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ اَوْ لَمْ تَسْمَعْ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيْمٌ قَالَتْ وَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَ مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُوْنُ فِىْ غَدٍ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৩৩৬. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)–এর কাছে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবূ আয়েশা! তিনটি কথা এমন, যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে ভীষণ অপবাদ দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেগুলো কি ? তিনি বললেন, যে এ কথা বলে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। আমি তো হেলান অবস্থায় ছিলাম, এবার সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন ! থামুন। আমাকে সময় দিন, ব্যস্ত হবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কি ইরশাদ করেন নি ঃ "তিনি (রাসূল) তো তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন" (২৩ ঃ ৮১), অন্যত্র "নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন" (৫৩ ঃ ১৩)। আয়েশা (রা) বললেন, আমিই এ উম্মতের প্রথম ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ তিনি সে তো ছিলেন হযরত জিব্‌রীল (আ)। কেবলমাত্র এ দু'বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবটুকু স্থান। আয়েশা (রা) আরও বলেন, তুমি কি শোননি ? আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তিনি (আল্লাহ্) দৃষ্টির অধিগম্য নন, তবে দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত" (৬ ঃ ১০৩) এরূপে তুমি কি শোননি ? আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়" (৪২ ঃ ৫১)। আয়েশা (রা) বলেন, আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়, যে এমন কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন কথা গোপন রেখেছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি তা না করেন তবে আপনি তাঁর বার্তা প্রচারই করলেন না। (৫ ঃ ৬৭) তিনি (আয়েশা রা) আরো বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র

ওহী ব্যতীত কাল কি হবে তা অবহিত করতে পারেন, সেও আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "বল, আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না।" (২৭ ঃ ৬৫)

٣٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَ زَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ.

৩৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) থেকে উক্ত সনদে ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে, আয়েশা (রা) বলেন, যদি মুহাম্মদ (সা) তাঁর উপর অবতীর্ণ ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন, তবে তিনি এ আয়াতটি অবশ্য গোপন করতেন ঃ (অর্থ) স্মরণ করুন, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ দান করেছেন এবং আপনিও যার [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পোষ্যপুত্র যায়িদ] প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করেছেন, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকভয় করছিলেন; অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করা আপনার জন্য অধিকতর সঙ্গত। (৩৩ ঃ ৩৭)

٣٣٨. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَاٰى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِيْ لِمَا قُلْتَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ وَ حَدِيْثُ دَاوُدَ اَتَمُّ وَ اَطْوَلُ.

৩৩৮. ইব্ন নুমায়র (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মদ (সা) কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন ? তিনি বললেন, আপনার কথা শুনে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে যাচ্ছে.... বর্ণনাকারী পূর্ব হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে দাউদ বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ ও সুদীর্ঘ।

٣٣٩. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ ابْنِ اَشْوَعَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَاَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهِ مَا اَوْحٰى ، قَالَتْ اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيْلُ ﷺ كَانَ يَأْتِيْهِ فِيْ صُوْرَةِ الرِّجَالِ وَ اِنَّهُ اَتَاهُ فِيْ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ هِيَ صُوْرَتُهُ فَسَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ.

৩৩৯. ইব্ন নুমায়র (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। মাসরূক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূল (সা) মি'রাজ রজনীতে যদি আল্লাহ্‌র দর্শন না পেয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্‌র এ বাণীর অর্থ কি দাঁড়াবে। —"এরপর তিনি [রাসূল (সা)] তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হলেন এবং আরো নিকটবর্তী ; ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল বা তারও কম ; তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন।" (৫৩ ঃ ৮-১০)। আয়েশা (রা) বললেন, তিনি তো ছিলেন জিব্রীল (আ)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

কাছে (সাধারণ) পুরুষের আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু তিনি এবার (আয়াতে উল্লেখিত সময়) নিজস্ব আকৃতিতেই এসেছিলেন। তাঁর দেহ আকাশের সীমা ঢেকে ফেলেছিল।

٣٤٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُوْرٌ أَنّٰى أَرَاهُ.

৩৪০. আবূ বকর-ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি [রাসূল (সা)] বললেন ঃ তিনি (আল্লাহ্) নূর, আমি কি করে তা দৃষ্টির অধিগম্য করব।

٣٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ ذَرٍّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ رَأَيْتُ نُوْرًا.

৩৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ যার (রা)-কে বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ পেতাম, তবে অবশ্যই তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম। আবূ যার (রা) বললেন, কি জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম যে, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন ? আবূ যার (রা) বলেছেন, এ কথা তো আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন ঃ আমি নূর দেখেছি।

٣٤٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَنَامُ وَ لَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ فِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَ فِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَ لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا.

৩৪২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বললেনঃ (১) আল্লাহ্ কখনো নিদ্রা যান না। (২) নিদ্রিত হওয়া তাঁর সাজেও না। (৩) তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে তুলাদণ্ড নামান এবং উত্তোলন করেন। (৪) দিনের পূর্বেই রাতের সকল আ'মল তাঁর কাছে উত্থিত করা হয় এবং রাতের পূর্বেই দিনের সকল আ'মল তাঁর কাছে উত্থিত করা হয়। (৫) তিনি নূরের পর্দায় আচ্ছাদিত।

আবূ বকরের অন্য এক বর্ণনায় اَلنُّوْرُ এর স্থলে اَلنَّارُ শব্দের উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যদি সে আবরণ খুলে দেয়া হয়, তবে তাঁর নূরের বিভা সৃষ্টি জগতের দৃশ্যমান সব কিছু ভস্ম করে দেবে। আবূ বকরের অন্য রেওয়ায়েতে حدثنا শব্দের স্থলে عن শব্দের উল্লেখ আছে।

٣٤٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خَلْقِهِ وَ قَالَ حِجَابُهُ النُّوْرُ .

৩৪৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম .... আ'মাশ (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সম্মুখে চারটি কথা নিয়ে দাঁড়ালেন ....। বর্ণনাকারী আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি مِنْ خَلْقِ শব্দ উল্লেখ করেন নাই এবং حِجَابُهُ النَّارُ না বলে اَلنُّوْرُ বলেছেন।

٣٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْبَعٍ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنَامُ وَ لاَ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَ يَخْفِضُهُ وَ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ .

৩৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সম্মুখে চারটি কথা নিয়ে আলোচনা করে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কখনো নিদ্রা যান না, আর নিদ্রা তাঁর জন্য শোভাও পায় না, তিনি তুলাদণ্ড উঁচু এবং নিচু করেন, তাঁর কাছে রাতের পূর্বে দিনের আ'মল উত্থিত হয় এবং দিনের পূর্বে রাতের আ'মল উত্থিত হয়।

باب اثبات رؤية المؤمنين فى الاخرة لربهم سبحانه وتعالى

পরিচ্ছেদ ঃ আখিরাতে মু'মিনগণ তাদের প্রতিপালকের দীদার লাভ করবেন

٣٤٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَ اللَّفْظُ لِاَبِىْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَ جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ .

৩৪৫. নাস্র ইব্ন আলী আল-জাহযামী, আবূ গাস্সান আল মিসমাঈ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ দু'টি জান্নাত এমন যে, এগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী রূপার তৈরি। অন্য দু'টি জান্নাত এমন, যেগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী স্বর্ণের

তৈরি। 'আদ্ন' নামক জান্নাতে জান্নাতিগণ আল্লাহ্র দীদার লাভ করবেন। এ সময় তাঁদের ও আল্লাহ্র মাঝে তাঁর মহিমার চাদর ব্যতীত আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

٣٤٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ تُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ.

৩৪৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মায়সারা (র) .... সুহায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন ঃ তোমরা কি চাও আমি আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই ? তারা বলবে ঃ আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেন নি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আবরণ তুলে নিবেন। আল্লাহ্র দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু তাদের দেওয়া হয়নি।

٣٤٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَ زَادَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ : لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ .

৩৪৭. আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... হাম্মাদ ইব্ন সালামা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি আরও বলেন, "তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) "যারা ভাল করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক কিছু।"

٣٤٨. حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوْا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَالِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَ يَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَ يَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقٰى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِىْ صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ

اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُوْنَهُ وَ
يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَنَا وَ اُمَّتِىْ اَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ
الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَ فِىْ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ
غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَخْتَطِفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْبَقُ يَعْنِىْ
بِعَمَلِهِ وَ مِنْهُمُ الْمُجَازِىْ حَتّٰى يُنَجّٰى حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَاَرَادَ اَنْ
يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ
يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مِمَّنْ اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ
فِى النَّارِ يَعْرِفُوْنَهُمْ بِاَثَرِ السُّجُوْدِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ اَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى
النَّارِ اَنْ تَأْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ وَ قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ
الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْقَضَاءِ
بَيْنَ الْعِبَادِ وَ يَبْقٰى رَجُلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَىْ
رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِىْ عَنِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِىْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِىْ ذَكَاؤُهَا فَيَدْعُوْ اللّٰهَ مَا
شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدْعُوَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى هَلْ عَسَيْتَ اِنْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ بِكَ اَنْ تَسْاَلَ
غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِىْ رَبَّهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَ مَوَاثِيْقَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ
وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَاِذَا اَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَ
مَوَاثِيْقَكَ لاَ تَسْاَلُنِىْ غَيْرَ الَّذِىْ اَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ وَ
يَدْعُو اللّٰهَ حَتّٰى يَقُوْلَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ اِنْ اَعْطَيْتُكَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ وَ عِزَّتِكَ
فَيُعْطِىْ رَبَّهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَ مَوَاثِيْقَ فَيُقَدِّمُهُ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا قَامَ عَلٰى بَابِ
الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَاٰى مَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَ السُّرُوْرِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ
يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى لَهُ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ
عُهُوْدَكَ وَ مَوَاثِيْقَكَ اَنْ لاَ تَسْاَلَ غَيْرَ مَا اُعْطِيْتَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ اَىْ
رَبِّ لاَ اَكُوْنُ اَشْقٰى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللّٰهَ حَتّٰى يَضْحَكَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مِنْهُ فَاِذَا
ضَحِكَ اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللّٰهُ لَهُ تَمَنَّهْ فَيَسْاَلُ رَبَّهُ وَ يَتَمَنّٰى حَتّٰى
اِنَّ اللّٰهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى اِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِىُّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ لَكَ وَ
مِثْلُهُ مَعَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِهِ

شَيْئًا حَتّٰى اِذَا حَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اللّٰهَ قَالَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ لَكَ لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ اِلاَّ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشْهَدُ اَنِّىْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ.

৩৪৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের পরস্পরের মাঝে কি ধাক্কাধাক্কি সৃষ্টি হয় ? সাহাবীগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের পরস্পরের কি ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয় ? তাঁরা বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তদ্রূপ তোমরাও তাঁকে দেখবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ সকল মানুষকে জমায়েত করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমাদের যে যার ইবাদত করেছিলে আজ তাঁকেই অনুসরণ কর। তখন সূর্যের উপাসক দল সূর্যের পেছনে, চন্দ্রের উপাসক দল চন্দ্রের পেছনে এবং তাগুতের উপাসকদল দেবদেবীর পিছনে চলবে। কেবল এ উম্মাত অবশিষ্ট থাকবে। তন্মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের কাছে এমন আকৃতিতে উপস্থিত হবেন যা তারা চেনে না। তারপর (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক (সুতরাং তোমরা আমার পেছনে চল)। তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ্। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আর তিনি যখন আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে তাদের পরিচিত আকৃতিতে আসবেন, বলবেন ঃ আমি তোমাদের প্রভু। তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রভু। এ বলে তারা অনুসরণ করবে। ইত্যবসরে জাহান্নামের উপর দিয়ে সিরাত (রাস্তা) স্থাপন করা হবে। আর আমি ও আমার উম্মাতই হব প্রথম এ পথ অতিক্রমকারী। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ মুখ খোলারও সাহস করবে না। আর রাসূলগণও কেবল এ দু'আ করবেন ঃ হে আল্লাহ্! নিরাপত্তা দাও, নিরাপত্তা দাও। আর জাহান্নামে থাকবে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মত অনেক কাঁটাযুক্ত লৌহ দণ্ড। তোমরা সা'দান বৃক্ষটি দেখেছ কি ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতই, তবে সেটা যে কত বিরাট তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী পাকড়াও করা হবে। কেউ তার 'আমলের কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, আর কেউ 'আমলের শাস্তি ভোগ করবে যতদিন না তারা নাজাত পেয়েছে। এরূপে বান্দাদের মধ্যে যখন আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকার্য সমাপ্ত করবেন, এবং দয়া করে কিছু জাহান্নামীকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন কালিমায় বিশ্বাসীদের মধ্যে যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহম করতে চাইবেন এবং যারা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করেনি, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। অনন্তর ফেরেশ্তাগণ জান্নাতীদের শনাক্ত করবেন। তাঁরা সিজদার চিহ্নের সাহায্যে তাদের চিনবেন। কারণ অগ্নি মানুষের সবকিছু ভস্ম করে দিলেও সিজ্দার স্থান অক্ষত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা সিজ্দার চিহ্ন নষ্ট করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

মোট কথা ফেরেশ্তাগণ এদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। তাদের দেহ আগুনে দগ্ধ। তাদের উপর আবে-হায়াত (সঞ্জীবনী পানি) ঢেলে দেওয়া হবে। তখন তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমনভাবে শস্য অংকুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে উঠে। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করবেন। শেষে এক ব্যক্তি থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল হবে জাহান্নামের দিকে। এ-ই হবে সর্বশেষ জান্নাতী। সে

বলবে, হে প্রভু! (অনুগ্রহ করে) আমার মুখটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিন। জাহান্নামের উত্তপ্ত বায়ু আমাকে ঝলসে দিচ্ছে; এর লেলিহান শিখা আমাকে দগ্ধ করে দিচ্ছে। আল্লাহ্ যতদিন চান ততদিন পর্যন্ত সে তাঁর কাছে দু'আ করতে থাকবে। পরে আল্লাহ্ বলবেন, তোমার এ দু'আ কবূল করলে তুমি কি আরো কিছু কামনা করবে ? সে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গীকার করে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। তার চেহারা যখন জান্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর জান্নাত তার চোখে ভেসে উঠবে, তখন আল্লাহ্ যতদিন চান সে নীরব থাকবে। পরে আবার বলবে, হে প্রতিপালক! কেবল জান্নাতের তোরণ পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিন। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি না কথা দিয়েছিলে যে, আমি তোমাকে যা দিয়েছি তাছাড়া আর কিছু চাইবে না। হতভাগা, তুমি তো সাংঘাতিক ওয়াদাভঙ্গকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! এই বলে মিনতি জানাতে থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যা চাও তা যদি দিয়ে দেই, তবে আর কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে, আপনার ইয্যতের কসম, আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ্ তখন তার থেকে এ বিষয়ে ওয়াদা এবং অঙ্গীকার নিবেন। এরপর তাঁকে জান্নাতের তোরণ পর্যন্ত এগিয়ে আনা হবে। এবার যখন সে জান্নাতের তোরণে দাঁড়াবে, তখন জান্নাত সুনিশ্চিত হয়ে তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধি দেখতে থাকবে। সেখানে আল্লাহ্ যতক্ষণ চান সে ততক্ষণ চুপ করে থাকবে। পরে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি না সকল ধরনের ওয়াদা ও অঙ্গীকার করে বলেছিলে, আমি যা দান করেছি, এর চাইতে বেশি আর কিছু চাইবে না ? দূর হতভাগা ! তুমি তো ভীষণ ওয়াদাভঙ্গকারী। সে বলবে, হে আমার রব! আমি যেন সৃষ্টির সবচেয়ে দুর্ভাগা না হই। সে বারবার দু'আ করতে থাকবে। পরিশেষে এক পর্যায়ে সে আল্লাহ্কে হাসিয়ে ফেলবেন। আল্লাহ্ তা'আলা হেসে উঠে বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ্ তাকে বলবেন, যা চাওয়ার চাও। তখন সে তার সকল কামনা চেয়ে শেষ করবে। এরপর আল্লাহ্ নিজেই স্মরণ করিয়ে বলবেন, অমুক অমুকটা চাও। এভাবে তার কামনা শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ্ বলবেন, তোমাকে এ সব এবং এর সমপরিমাণ আরো দেওয়া হলো।

আতা ইব্ন ইয়াযীদ বলেন, আবূ সাঈদ আল্ খুদরী (রা) এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের কোন কথাই রদবদল করেন নি। তবে আবূ হুরায়রা (রা) যখন এ কথা উল্লেখ করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমাকে এসব এবং এর সমপরিমাণ আরো দেওয়া হলো" তখন আবূ সাঈদ (রা) বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! বরং তাসহ আরো দশগুণ দেয়া হবে। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে 'এর সমপরিমাণ' এ-শব্দ স্মরণ রেখেছি। আবূ সাঈদ (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে 'আরো দশগুণ' এ শব্দ সংরক্ষিত রেখেছি। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) পরিশেষে বলেন, এ ব্যক্তি হবে জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ব্যক্তি।

٣٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَ هُمَا اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ مَعْنٰى حَدِيْثِ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ

৩৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি

বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব ? .... এরপর রাবী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

٣٥. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ إِنَّ اَدْنٰى مَقْعَدِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى وَيَتَمَنّٰى فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ
تَمَنَّيْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَاتَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .

৩৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদেরকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে এটিও ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতীকে বলা হবে যে, তুমি আকাঙ্ক্ষা কর। সে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তোমার যা আকাঙ্ক্ষা করার তা কি করেছ ? সে বলবে, জ্বী! আল্লাহ্ বলবেন, যা আকাঙ্ক্ষা করেছ তা এবং এর অনুরূপ তোমাকে প্রদান করা হলো।

٣٥١. حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَاسًا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ
بِالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا
لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَاتُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ
كُلُّ أُمَّةٍ مَاكَانَتْ تَعْبُدُ فَلاَ يَبْقٰى اَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ
إِلاَّ يَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ اَهْلِ
الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُوْدُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ
كَذَبْتُمْ مَااتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُوْنَ قَالُوْا عَطِشْنَا يَارَبَّنَا فَاسْقِنَا
فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ اَلاَ تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا
فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارٰى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ
الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُوْنَ
فَيَقُوْلُوْنَ عَطِشْنَا يَارَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ اَلاَ تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ
كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ

يَعْبُدُ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِيْ أَدْنٰى صُوْرَةٍ مِنَ
الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُوْنَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوْا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا
النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَاكُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْكَ لاَنُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتّٰى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ فَيَقُوْلُ هَلْ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ اٰيَةٌ فَتَعْرِفُوْنَهُ بِهَافَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقٰى مَنْ كَانَ
يَسْجُدُلِلّٰهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللّٰهُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً
إِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلٰى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُوْنَ رُءُوْسَهُمْ
قَدْ تَحَوَّلَ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ
يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلٰى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ وَمَزَلَّةٌ فِيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلاَلِيْبُ وَحَسَكٌ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ فِيْهَا شُوَيْكَةٌ
يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُوْنَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيْدِ
الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوْشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى إِذَا خَلَصَ
الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلّٰهِ فِيْ
اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ
عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلٰى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ
مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ
فِيْهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ
فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا خَيْرًا.

وَكَانَ أَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيُّ يَقُوْلُ اِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْنِيْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ "اِنَّ
اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا" فَيَقُوْلُ
اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوْا

حَمَمًا فَيُلْقِيَهِمْ فِيْ نَهْرٍ فِيْ اَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ اَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُوْنُ إِلَى الْحَجَرِ اَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَايَكُوْنُ إِلَى الشَّمْسِ اُصَيْفِرُ وَاُخَيْضِرُ وَمَا يَكُوْنُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُوْنُ اَبْيَضَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُوْنَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ ثُمَّ يَقُوْلُ ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ فَمَا رَاَيْتُمُوْهُ فَهُوَلَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبَّنَا اَيُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا فَيَقُوْلُ رِضَايَ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا.

قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلٰى عِيْسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لِعِيْسَى بْنِ حَمَّادٍ اَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِبْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَرٰى رَبَّنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ قُلْنَا لاَ وَسُقْتُ الْحَدِيْثَ حَتّٰى اِنْقَضٰى اٰخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ قَدَمٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَاَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ بَلَغَنِيْ أَنَّ الْجِسْرَ اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَاَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَمَا بَعْدَهُ فَاَقَرَّ بِهِ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ.

৩৫১. সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ সাঈদ আল্-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে কতিপয় সাহাবী তাঁকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন ঃ দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য অবলোকন করতে কি তোমাদের ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয় ? সকলে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! না, তা হয় না। নবীজী (সা) বললেন ঃ ঠিক তদ্রূপ কিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রতিপালককে অবলোকন করতে কোনই বাধার সৃষ্টি হবে না। সেদিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, 'যে যার উপাসনা করতে, সে আজ তার অনুসরণ করুক।' তখন আল্লাহ্ ব্যতীত যারা অন্য দেব-দেবী ও বেদীর উপাসনা করত, তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না ; সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ হোক বা অসৎ যারা আল্লাহ্র ইবাদত করত, তারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে এবং কিতাবীদের যারা দেব-দেবী ও বেদীর উপাসক ছিল না তারাও বাকি থাকবে। এরপর ইহুদীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে ? তারা বলবে, আল্লাহ্র পুত্র উযায়েরের। তাদেরকে বলা হবে, মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ কোন পত্নী বা সন্তান গ্রহণ করেন নি। তোমরা কি চাও ? তারা বলবে, হে আল্লাহ্! আমাদের খুবই পিপাসা পেয়েছে। আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। প্রার্থনা শুনে তাদেরকে ইঙ্গিত করে মরীচিকাময় জাহান্নামের

দিকে জমায়েত করা হবে। এর একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা এতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরপর খৃষ্টানদেরকে ডাকা হবে, বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে ? তারা বলবে, আল্লাহ্র পুত্র মসীহের উপাসনা করতাম। বলা হবে, মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ কোন পত্নী বা সন্তান গ্রহণ করেন নি। জিজ্ঞেস করা হবে, এখন কি চাও ? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দারুণ তৃষ্ণা পেয়েছে, আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকেও পানির ঘাটে যাবার ইঙ্গিত করে জাহান্নামের দিকে জমায়েত করা হবে। একে মরীচিকার মত মনে হবে। এর এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করে নিবে। তারা তখন জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। শেষে মু'মিন হউক বা গুনাহ্গার, এক আল্লাহ্র উপাসক ব্যতীত আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে আসবেন। বলবেন, সবই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কার অপেক্ষা করছ ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম, সেই দুনিয়াতে আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হইনি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রভু। মু'মিনরা বলবে, "আমরা তোমার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" আল্লাহ্র সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এই কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমন কি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনেও অবতীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলবেন, আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন আছে যদ্দারা তাকে তোমরা চিনতে পার ? তারা বলবে, অবশ্যই আছে। এরপর 'সাক'[১] উন্মোচিত হবে, তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্র উদ্দেশে সিজ্দা করত, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদা করার অনুমতি দেবেন। আর যারা লোক দেখানো বা লোকভয়ে আল্লাহ্কে সিজদা করত, সে মুহূর্তে তাদের মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেয়া হবে। যখনই তারা সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিত হয়ে পড়ে যাবে। তারপর তারা মাথা তুলবে। ইত্যবসরে তারা আল্লাহ্কে প্রথমে যে আকৃতিতে দেখেছিল তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তিনি তার আসলরূপে আবির্ভূত হবেন। অনন্তর বলবেন, আমি তোমাদের রব, তারা বলবে হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রতিপালক। তারপর জাহান্নামের উপর 'জিস্র' (পুল) স্থাপন করা হবে। শাফা'আতেরও অনুমতি দেয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) 'জিস্র' কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এটি এমন স্থান, যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা, দেখতে নজদের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত। মু'মিনগণের কেউ এ পথ পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ অশ্বগতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে আর কেউ হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঐ দিন মু'মিনগণ তাঁদের ঐসব ভাইয়ের স্বার্থে আল্লাহ্র সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে। তোমরা পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হও না। তারা বলবে, হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই নামায আদায় করত, রোযা পালন করত, হজ্জ করত। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে নির্দেশ দিবেন ঃ যাও তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আন। উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল আযাব থেকে রক্ষিত থাকবে। (তাই তাঁদেরকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না।) মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর পায়ের অর্ধ গোড়ালি পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত দেহ অগ্নি ভস্ম করে দিয়েছে। উদ্ধার শেষ করে মু'মিনগণ বলবে, হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি

১. হাঁটুর নিচের অংশ। এখানে অর্থ আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ তাজাল্লী প্রকাশ করবেন।

নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ্ বলবেন, পুনরায় যাও, যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন তারা আরও একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ্ বলবেন, আবার যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে, তাকেও বের করে আন। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন, তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আবার যাও, যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের কথা বলেছিলেন, তাদের কাউকেই রেখে আসিনি। সাহাবী আবূ সাঈদ আল্ খুদরী (রা) বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না কর তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটিও তিলাওয়াত করতে পার ঃ (অর্থৎ আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক কাজ হলেও আল্লাহ্ তা দ্বিগুণ করে করে দেন এবং তাঁর কাছ থেকে মহা-পুরস্কার প্রদান করেন।" (৪ ঃ ৪০)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেন ঃ ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মু'মিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবল আরহামুর রাহিমীন—পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে, যারা কখনো কোন সৎকর্ম করেনি, এবং আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ মুখের 'নাহরুল হায়াতে' ফেলে দেয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা কি কোন বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোন শস্য দানা অঙ্কুরিত হতে দেখনি ? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থাকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে, সেগুলো সাদা হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হয় আপনি যেন গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মত ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে, যা দেখে জান্নাতিগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হলো 'উতাকাউল্লাহ্'—আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা সৎ আমল ব্যতীতই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ করে বলবেন ঃ যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। আর যা কিছু দেখছ সবকিছু তোমাদেরই। তারা বলবে, হে রব! আপনি আমাদেরকে এতই দিয়েছেন যা সৃষ্ট-জগতের কাউকে দেননি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম বস্তু আছে। তারা বলবে, কি সে উত্তম বস্তু ? আল্লাহ্ বলবেন ঃ সে হলো আমার সন্তুষ্টি। এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ শাফা'আত সম্পর্কীয় এ হাদীসটি আমি ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবা আল-মিসরী-এর কাছে পাঠ করে বললাম, আপনি লায়স ইব্ন সা'দ থেকে নিজে এ হাদীসটি শুনেছেন ? আমি কি আপনার পক্ষ থেকে এ হাদীসটি এরূপ বর্ণনা করতে পারি ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি ঈসা ইবন হাম্মাদকে হাদীসটি এ সূত্রে শুনিয়েছি যে, ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর করলেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দর্শনে ভিড়ের কারণে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয় ? আমরা বললাম, না.....। এভাবে হাদীসটির শেষ পর্যন্ত তুলে ধরলাম। এ হাদীসটি হাফ্স ইব্ন মায়সারা বর্ণিত

হাদীসেরই অনুরূপ। তিনি فَيَقُوْلُ لَهُمْ مَارَأَيْتُمْ এই অংশটুকুর পর بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ قَدَمٍ قَدَّمُوْهُ وَمِثْلُهُ অর্থাৎ তোমাদের জন্য যা রয়েছে যা তোমরা দেখছ তা এবং তদসঙ্গে অনুরূপ আরও কিছু। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, 'জিস্‌র (সিরাত) চুল অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও তরবারি অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ। তা ছাড়া লায়সের হাদীসে فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ বাক্যটি এবং এর পরবর্তী অংশটির উল্লেখ নেই। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ তা স্বীকার করেন।

٣٥٢. وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى اٰخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا .

৩৫২. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের হাফ্‌স ইব্‌ন সা'দের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রেওয়ায়েতে শব্দগত কিছু বেশকম আছে।

باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار

পরিচ্ছেদ ঃ শাফা'আত ও তাওহীদবাদীদের জাহান্নাম থেকে উদ্ধার লাভের প্রমাণ

٣٥٣. حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللّٰهُ اَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهٖ وَيُدْخِلُ اَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اُنْظُرُوْا مَنْ وَجَدْتُّمْ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرِ الْحَيَاةِ اَوِالْحَيَا فَيَنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً .

৩৫৩. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) .... আবূ সাঈদ আল্‌ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাঁর রহমতেই তিনি যাকে ইচ্ছা তা করবেন। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারপর (ফেরেশতাদেরকে) বলবেন ঃ যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান দেখতে পাবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনবে এবং অনন্তর ফেরেশতাগণ তাদেরকে দগ্ধ অঙ্গার অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে এবং 'হায়াত' বা 'হায়া' নামক নহরে নিক্ষেপ করবে। তখন তারা এতে এমন সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পলিতে সতেজ হয়ে ওঠে। তোমরা কি দেখনি, কত সুন্দররূপে সে শস্যদানা কেমনভাবে হরিদ্রাভ মাথা মোড়ানো অবস্থায় অঙ্কুরিত হয়?

٣٥٤. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ح وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالاَ فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ وَلَمْ يَشُكَّا فِيْ حَدِيْثِ خَالِدٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ وَفِيْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِئَةٍ اَوْ حَمِيْلَةِ السَّيْلِ .

৩৫৪. আবূ বক্র ইব্‌ন আবূ শায়বা, হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র).... আম্র ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে اَلْحَيَاةُ শব্দ উল্লেখ করেছেন। খালিদ বর্ণিত রেওয়ায়েতে كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ এবং উহায়বের রেওয়ায়েতে كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِئَةٍ اَوْ حَمِيْلَةِ السَّيْلِ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে।

٣٥٥. وَ حَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِيْ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ اَهْلُهَا فَاِنَّهُمْ لاَ يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ وَلٰكِنْ نَاسٌ اَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ اَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَاَمَاتَهُمُ اللّٰهُ إِمَاتَةً حَتّٰى إِذَا كَانُوْا فَحْمًا اُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيْءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوْا عَلٰى اَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيْلَ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ اَفِيْضُوْا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُوْنُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَاَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ .

৩৫৫. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামী, তাদের মৃত্যুও ঘটবে না এবং তারা পুনর্জীবিতও হবে না। তবে তন্মধ্যে তোমাদের এমন কতিপয় লোকও থাকবে, যারা গুনাহের দায়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের উপর পতিত আযাবের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে) তাদেরকে কিছুকাল নির্জীব করে রেখে দিবেন। অবশেষে তারা পুড়ে সম্পূর্ণ অঙ্গার হয়ে যাবে। এ সময়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাফা'আতের অনুমতি হবে। তখন এদেরকে দলে দলে নিয়ে আসা হবে এবং জান্নাতের নহরগুলিতে ছড়িয়ে দেয়া হবে। পরে বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা এদের গায়ে পানি ঢেলে দাও! ফলত স্রোতবাহিত পলিতে গজিয়ে ওঠা শস্যদানার মত তারা সজীব হয়ে উঠবে। উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন এককালে গাঁয়ে অবস্থান করেছেন।

٣٥٦. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَإِبْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلٰى قَوْلِهِ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

৩৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্শার (র) .... আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি

রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ কথাটি পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে পরবর্তী অংশটুকু উল্লেখ করেন নি।

٣٥٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّىْ لَأَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ اَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُبِىْ اَوْ اَتَضْحَكُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً .

৩৫৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। যে নিতম্ব হেঁচড়ে হেঁচড়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে সেখানে আসবে। তার ধারণা হবে যে এটা পরিপূর্ণ। তাই ফিরে গিয়ে আল্লাহ্‌কে বলবে, হে প্রতিপালক! আমি জান্নাতকে পরিপূর্ণ দেখলাম। আল্লাহ্ আবার বলবেন ঃ যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে আবার এসে দেখবে, এ তো ভরপুর হয়ে আছে। তাই ফিরে গিয়ে আল্লাহ্‌কে বলবে, হে প্রতিপালক! এ তো ভরপুর হয়ে আছে। আল্লাহ্ পুনরায় বলবেন ঃ যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে পৃথিবী ও পৃথিবীর দশগুণ পরিমাণে প্রদান করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সে বলবে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে নিয়ে কি ঠাট্টা করছেন অথচ আপনি তো মহান রাজাধিরাজ। সাহাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত হেসে উঠলেন যে তাঁর মাড়ি প্রান্তের দাঁতগুলোও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এরপর ঘোষণা করা হবে, এ ব্যক্তিই জান্নাতের সর্বনিম্নস্তরের অধিবাসী।

٣٥٨. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِىْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ إِنْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوْا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِىْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى فَيُقَالُ لَهُ الَّذِىْ تَمَنَّيْتَ وَ عَشَرَةُ اَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُبِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ

حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৩৫৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকটিকে অবশ্যই আমি জানি। সে নিতম্ব হেঁচড়ে হেঁচড়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর তাকে বলা হবে — যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করে দেখবে, লোকেরা পূর্বেই জান্নাতের সকল স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার কি পূর্বকালের কথা স্মরণ আছে ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি আমার কাছে কামনা কর। সে তখন কামনা করবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও তোমার আশা পূর্ণ করলাম। সেই সাথে পৃথিবীর আরও দশগুণ বেশি প্রদান করলাম। লোকটি হতভম্ব হয়ে বলবে, ওগো প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রভু, আর আপনি আমার সাথে কৌতুক করছেন ? সাহাবী বলেন, এ কথাটি বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক প্রকাশিত হয়ে গেল।

٣٥٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ انا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ تَمْشِيْ مَرَّةً وَيَكْبُوْ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِيْ نَجَّانِيْ مِنْكَ لَقَدْ اَعْطَانِيَ اللّٰهُ شَيْئًا مَا اَعْطَاهُ اَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَدْنِنِيْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا إِبْنَ اٰدَمَ لَعَلِّيْ إِنْ اَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِيْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَايَارَبِّ وَيُعَاهِدُهُ اَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِاَنَّهُ يَرٰى مَالَاصَبْرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ اَحْسَنُ مِنَ الْاُوْلٰى فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَدْنِنِيْ مِنْ هٰذِهِ لِاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَاَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَلَمْ تُعَاهِدْنِيْ اَنْ لَاتَسْأَلَنِيْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَعَلِّيْ إِنْ اَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِيْ غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ اَنْ لَايَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِاَنَّهُ يَرٰى مَالَا صَبْرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ اَحْسَنُ مِنَ الْاَوَّلِيْنِ فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَدْنِنِيْ مِنْ هٰذِهِ لِاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ يَا إِبْنَ اٰدَمَ اَلَمْ تُعَاهِدْنِيْ اَنْ لَا تَسْأَلَنِيْ غَيْرَهَا قَالَ بَلٰى يَارَبِّ هٰذِهِ لَاَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ تَعَالٰى يَعْذِرُهُ لِاَنَّهُ يَرٰى مَالَا صَبْرَلَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَإِذَا اَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ اَصْوَاتَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْهَا فَيَقُوْلُ يَا إِبْنَ اٰدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ اَيُرْضِيْكَ اَنْ اُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَتَسْتَهْزِئُ مِنِّيْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَضَحِكَ ابْنُ

مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَلاَ تَسْأَلُوْنِيْ مِمَّ اَضْحَكُ فَقَالُوْا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
فَقَالُوْا مِمَّ تَضْحَكُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ اَتَسْتَهْزِئُ مِنِّيْ
وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ لاَ اَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلٰكِنِّيْ عَلٰى مَا اَشَاءُ قَادِرٌ .

৩৫৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সবার শেষে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে হাঁটবে আবার উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। জাহান্নামের আগুন তাকে ঝাপটা দেবে। অগ্নিসীমা অতিক্রম করার পর সে তার দিকে ফিরে দেখবে এবং বলবে, সে সত্তা কত মহিমময়, যিনি আমাকে তোমা থেকে নাজাত দিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন জিনিস দান করেছেন, যা পূর্বাপর কাউকেও প্রদান করেন নি। এরপর তাঁর সম্মুখে একটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, (যা দেখে) সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং এর নিচে প্রবাহিত পানি থেকে পিপাসা নিবারণ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা দান করি, তবে হয়তো তুমি আবার অন্য একটি প্রার্থনা করে বসবে। তখন সে বলবে, না, হে প্রভু! সে এর অতিরিক্ত আর কিছুই চাইবে না বলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করবে এবং আল্লাহ্ও তার ওযর গ্রহণ করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে, যা দেখে সবর করা যায় না। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দেবেন। আর সে এর ছায়া গ্রহণ করবে ও পানি পান করবে। তারপর আবার একটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে; যেটি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক সুন্দর। তা দেখেই সে প্রার্থনা করবে, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে এর নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি তা থেকে পানি পান করতে পারি এবং এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি। তারপর আর কিছুর প্রার্থনা করব না। আল্লাহ্ উত্তর দিবেন ঃ আদম সন্তান! তুমি না আমায় কসম করে বলেছিলে আর কোনটি প্রার্থনা জানাবে না। তিনি আরো বলবেন ঃ যদি আমি তোমাকে তার নিকটবর্তী করে দেই, তবে তুমি হয়তো আরও কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে। সে আর কিছু চাইবে না বলে অঙ্গীকার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ ওযর কবূল করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে যা দেখে সবর করা যায় না। যাহোক, তিনি তাকে এর নিকটবর্তী করে দেবেন। আর সে ছায়া গ্রহণ করবে ও পানি পান করবে। এরপর আবার জান্নাতের দরজার কাছে আরেকটি বৃক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এটি পূর্বের বৃক্ষদ্বয় অপেক্ষাও নয়নাভিরাম। তাই সে বলে উঠবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি এর ছায়া গ্রহণ করতে ও পানি পান করতে পারি। আমি আর কিছু প্রার্থনা করব না। আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি আমার কাছে আর কিছু চাইবে না বলে কসম কর নি ? সে উত্তরে বলবে, অবশ্যই করেছি। হে প্রভু! তবে এটিই। আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ্ তার ওযর গ্রহণ করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে, যা দেখে সবর করা যায় না। তিনি তাকে এর নিকটবর্তী করে দিবেন। যখন তাকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে, আর জান্নাতীদের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ধ্বনিত হবে, তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমার কামনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে ? আমি যদি তোমাকে পৃথিবী এবং তার সমপরিমাণ বস্তু দান করি তবে কি তুমি পরিতৃপ্ত হবে ? সে বলবে, হে প্রতিপালক! আপনি কৌতুক করছেন! আপনি তো সারা জাহানের প্রভু। এ কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী ইব্‌ন মাসউদ (রা) হেসে ফেললেন। আর বললেন, আমি কেন হেসেছি তা তোমরা জিজ্ঞেস করলে না ? তারা বলল, কেন হেসেছেন ? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুরূপ হেসেছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

কেন হাসছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এজন্য যে, ব্যক্তিটির এ উক্তি "আপনি আমার সাথে কৌতুক করছেন, আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক"—শুনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হেসেছেন বলে আমিও হাসলাম। যা হোক, আল্লাহ্ তাকে বলবেন ঃ তোমার সাথে কৌতুক করছি না। মনে রেখ, আমি আমার সকল ইচ্ছার ওপর ক্ষমতাবান।

٣٦٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَ مَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ فَقَالَ أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِيْ إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُوْنُ فِيْ ظِلِّهَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيُذَكِّرُهُ اللّٰهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَتَقُوْلَانِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ فَيَقُوْلُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيْتُ .

৩৬০. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ নিম্নতম জান্নাতী ঐ ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডলটি আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের দিক থেকে সরিয়ে জান্নাতের দিকে করে দিবেন। তার সামনে একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ উদ্ভাসিত করা হবে। সে ব্যক্তি প্রার্থনা জানাবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ বৃক্ষ পর্যন্ত এগিয়ে দিন। আমি এ ছায়ায় অবস্থান করতে চাই। .... এভাবে তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ-এর উল্লেখ নেই। অবশ্য এতটুকু বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেনঃ এটা চাও। এভাবে যখন তার সকল আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ যাও, তোমাকে এসব সম্পদ প্রদান করলাম, সে সাথে আরও দশগুণ দান করলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তখন লোকটি জান্নাতে তার গৃহে প্রবেশ করবে। তার সাথে ডাগর আঁখি বিশিষ্ট দু'জন হুর তার পত্নী হিসাবে প্রবেশ করবে। আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আপনাকে আমাদের জন্য জীবন দান করেছেন এবং আমাদেরকে আপনার জন্য জীবন দান করেছেন। লোকটি বলবে, আমাকে যা দেয়া হয়েছে, এমন আর কাউকে দেওয়া হয়নি।

٣٦١. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَ ابْنِ أَبْجَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيْفٍ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعَا

الشَّعْبِيُّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَ
ابْنُ اَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ اَحَدُهُمَا اَرَاهُ ابْنُ اَبْجَرَ قَالَ سَأَلَ مُوْسٰى رَبَّهُ تَعَالٰى مَا اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ
مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيْءُ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ اَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَيْ
رَبِّ كَيْفَ وَ قَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَ اَخَذُوْا اَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ اَتَرْضٰى اَنْ يَكُوْنَ لَكَ
مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ لَكَ ذٰلِكَ وَ مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَ
مِثْلُهُ وَ مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهِ وَ لَكَ
مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَ لَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَ عَشَرَةُ اَمْثَالِهِ وَ لَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ
وَ لَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَاَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَرَدْتُ
غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيْ خَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَ لَمْ تَسْمَعْ اُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى قَلْبِ
بَشَرٍ قَالَ وَ مِصْدَاقُهُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ
اَلْاٰيَةَ .

৩৬১. সাঈদ ইব্‌ন আম্‌র আল্‌-আশআসী, ইব্‌ন আবূ উমর এবং বিশ্‌র ইব্‌ন হাকাম (র) .... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোকটি কে হবে ? আল্লাহ্ বললেন ঃ সে হলো এমন এক ব্যক্তি, যে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রতিপালক! তা কিরূপে হবে ? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন। তাকে বলা হবে, পৃথিবীর কোন সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে ? সে বলবে, হে প্রভু! আমি এতে খুশি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হলো। সাথে দেওয়া হলো আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ। পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, আমি পরিতৃপ্ত, হে আমার রব! আল্লাহ্ বলবেন, আরো দশগুণ দেওয়া হলো। এ সবই তোমার জন্য। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস, যদ্দ্বারা মন তৃপ্ত হয়, চোখ জুড়ায়। লোকটি বলবে, হে আমার প্রভু! আমি পরিতৃপ্ত। হযরত মূসা (আ) বললেন ঃ তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এরা তারাই যাদের মর্যাদা আমি চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি, কারো অন্তরে কখনও কল্পনায়ও উদয় হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, কুরআন করীমের এ আয়াতটি এর প্রমাণ বহন করে ঃ (অর্থ) "কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" (৩২ ঃ ১৭)

٣٦٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبْجَرَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ اَخَسِّ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ .

৩৬২. আবূ কুরায়ব (র) .... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলাকে জান্নাতের সর্বনিম্ন ব্যক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন .... এরপর বর্ণনাকারী পূর্ববর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ وَ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَعْرِضُوْا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهٖ وَ ارْفَعُوْا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوْبِهٖ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوْبِهٖ اَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَاِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُوْلُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ اَشْيَاءَ لَا اَرَاهَا هٰهُنَا فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

৩৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ জাহান্নাম হতে সবার শেষে উদ্ধারপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সবার শেষে প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। কিয়ামতের দিন তাকে উপস্থিত করে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, এ ব্যক্তির সগীরা গুনাহ্গুলো তার সামনে পেশ কর, আর কবীরা গুনাহ্গুলো আলাদা তুলে রাখ। ফেরেশতাগণ তার সম্মুখে সগীরা গুনাহ্গুলো উপস্থিত করবেন। ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, তুমি অমুক দিন এ পাপ কাজ করেছিলে ? অমুক দিন এ কাজ করেছিলে ? সে বলবে, হ্যাঁ। সে কোনটার অস্বীকার করতে পারবে না। আর কবীরা গুনাহ্গুলো পেশ করা হলে সে ভয় করতে থাকবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার এক একটি গুনাহ্র স্থলে একটি নেকী দেওয়া হলো। লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! আমি আরও অনেক অন্যায় কাজ করেছি, যেগুলো এখানে দেখছি না। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো পর্যন্ত ভেসে উঠল।

٣٦٤. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ قَالَ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ .

৩৬৪. ইব্ন নুমায়র, আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব .... আ'মাশ (র) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٥. حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحٍ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُسْاَلُ عَنِ الْوُرُوْدِ فَقَالَ نَجِىْءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَ كَذَا اُنْظُرْ
اَىْ ذٰلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْاُمَمُ بِاَوْثَانِهَا وَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ ثُمَّ يَاْتِيْنَا
رَبُّنَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ مَنْ تَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ نَنْظُرُ رَبَّنَا فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ حَتّٰى
نَنْظُرَ اِلَيْكَ فَيَتَجَلّٰى لَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَ يَتَّبِعُوْنَهُ وَ يُعْطٰى كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ
مُنَافِقٌ اَوْ مُؤْمِنٌ نُوْرًا ثُمَّ يَتَّبِعُوْنَهُ وَ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ وَ حَسَكٌ تَاْخُذُ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ
ثُمَّ يُطْفَاُ نُوْرُ الْمُنَافِقِيْنَ ثُمَّ يَنْجُوْ الْمُؤْمِنُوْنَ فَتَنْجُوْ اَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ
الْبَدْرِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا لاَ يُحَاسَبُوْنَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَاَضْوَاِ نَجْمٍ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ كَذٰلِكَ ثُمَّ
تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَ يَشْفَعُوْنَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ
مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً فَيُجْعَلُوْنَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَ يَجْعَلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّوْنَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ
حَتّٰى يَنْبُتُوْا نَبَاتَ الشَّىْءِ فِى السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْاَلُ حَتّٰى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَ
عَشَرَةُ اَمْثَالِهَا مَعَهَا .

৩৬৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) .... আবূ যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে কুরআনে উল্লেখিত الورود অর্থাৎ অতিক্রম করতে হবে[১] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ একত্রিত হবে। আমি মানুষের উপর থেকে তা দেখব। (এ উম্মাতকে একত্র করা হবে একটি টিলায়) এরপর একে একে প্রতিটি জাতিকে তাদের নিজ নিজ দেব-দেবী ও উপাস্যের নামসহ ডাকা হবে। তারপর আল্লাহ্ আমাদের (মু'মিনদের) কাছে এসে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় রয়েছ ? মু'মিনগণ বলবে, আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি। তিনি বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখব (আমরা তা মানছি না)। এরপর আল্লাহ্ তখন সহাস্যে স্বীয় তাজাল্লীতে উদ্ভাসিত হবেন। অনন্তর তিনি তাদের নিয়ে চলবেন এবং মু'মিনগণ তাঁর অনুসরণ করবে। মুনাফিক কি মু'মিন, প্রতিটি মানুষকেই নূর প্রদান করা হবে। তারপর তারা এর অনুসরণ করবে। জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে কাঁটাযুক্ত লৌহ শলাকা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সেগুলো পাকড়াও করবে। মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। আর মু'মিনগণ নাজাত পাবেন। প্রথম দল হবে সত্তর হাজার লোকের, তাদের কোন হিসাবই নেয়া হবে না। তাঁদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর আরেক দল আসবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্ত। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে পার হয়ে যাবে। তারপর শাফা'আতের অনুমতি প্রদান করা হবে। ফলে সকলেই শাফা'আত লাভ করবে।

---

১. সূরায়ে মারইয়ামের এ আয়াত- وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

এমন কি যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকার করেছে, এবং যার অন্তরে সামান্য যব পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। পরে এদেরকে জান্নাতের আঙ্গিনায় জমায়েত করা হবে, আর জান্নাতিগণ তাদের গাত্রে পানি সিঞ্চন করবেন, ফলে তারা এমন সতেজ হয়ে উঠবেন, যেমন কোন উদ্ভিদ স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে ওঠে। আগুনে পোড়া দাগসমূহ মুছে যাবে। এরপর তারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাবে। আল্লাহ্ তাদের প্রার্থনা কবূল করবেন। তাদের প্রত্যেককে পৃথিবীর মত এবং তৎসহ আরো দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

٣٦٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِاُذُنَيْهِ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ .

৩৬৬. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

٣٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اللّٰهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ قَالَ نَعَمْ .

৩৬৭. আবূ রাবী (র) .... হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমর ইব্‌ন দীনারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাত দিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় মানুষকে শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٣٦٨. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُوْنَ فِيْهَا اِلاَّ دَارَاتِ وُجُوْهِهِمْ حَتّٰى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ .

৩৬৮. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাইর (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় মানুষকে এমতাবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করবেন, যখন জাহান্নামে তাদের মুখমণ্ডলের চারপাশ ব্যতীত অন্য সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, অবশেষে তারা (আল্লাহ্র অনুগ্রহে) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٣٦٩. وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِىْ رَاْىٌ مِنْ رَاْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِىْ عِصَابَةٍ ذَوِىْ عَدَدٍ نُرِيْدُ اَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَخْرُجُ عَلَى النَّاسِ قَالَ فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَالِسًا اِلٰى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ فَاِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَا هٰذَا الَّذِىْ
تُحَدِّثُوْنَ وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
اُعِيْدُوْا فِيْهَا فَمَا هٰذَا الَّذِىْ تَقُوْلُوْنَ قَالَ فَقَالَ اَتَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ
بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِى الَّذِىْ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ فِيْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِى الَّذِىْ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ فِيْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ ﷺ
الْمَحْمُوْدُ الَّذِىْ يُخْرِجُ اللّٰهُ بِهٖ مَنْ يُخْرِجُ قَالَ ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَ مَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ
قَالَ وَ اَخَافُ اَنْ لَا اَكُوْنَ اَحْفَظُ ذَاكَ قَالَ غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ زَعَمَ اَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ
اَنْ يَكُوْنُوْا فِيْهَا قَالَ يَعْنِى فَيَخْرُجُوْنَ كَاَنَّهُمْ عِيْدَانُ السَّمَاسِمِ قَالَ فَيَدْخُلُوْنَ نَهْرًا مِنْ
اَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ فَيَخْرُجُوْنَ كَاَنَّهُمُ الْقَرَاطِيْسُ فَرَجَعْنَا قُلْنَا وَيْحَكُمْ اَتَرَوْنَ
الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعْنَا فَلَا وَ اللّٰهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ اَوْ كَمَا
قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ .

৩৬৯. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) .... ইয়াযীদ আল-ফাকীর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খারিজীদের একটি মত[১] আমাকে বড়ই উদ্বিগ্ন করছিল। বিষয়টি নিয়ে অন্য লোকদের সাথে আলোচনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা একবার একটি দলের সাথে হজ্জে যাত্রা করি। আমরা মদীনা দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) একটি খুঁটির পাশে বসে লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আর একটু এগিয়ে দেখি, তিনি জাহান্নামীদের আলোচনা তুলেছেন। আমি বললাম, হে রাসূলের সাহাবী! আপনারা এ কি বলছেন ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ (অর্থ) "কাকেও আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই হেয় করলেন" (৩ ঃ ১৯২)। আরো ইরশাদ করেন ঃ (অর্থ) "যখনই তারা জাহান্নাম হতে বেরোবার চেষ্টা করবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।" (৩২ ঃ ২৫) জাবির (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে কুরআনে তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর সে সম্মানিত আসন, যেখানে আল্লাহ্ তাঁকে (কিয়ামত দিবসে) সমাসীন করবেন, সে আসনের কথা শুননি ? বললাম, হ্যাঁ। জাবির (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে আসনটি হচ্ছে 'মাকামে মাহমুদ' যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে জাহান্নাম থেকে বের করার, বের করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর জাবির (রা) পুলসিরাত স্থাপন ও মানুষ তা অতিক্রম করার কথা বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আলোচনাটি পুরোপুরি সংরক্ষণ করতে পারিনি বলে আমার আশঙ্কা হয়। তবে তিনি অবশ্যই এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, কতিপয় মানুষ কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পর তাদেরকে বের করা হবে। জাহান্নামে দগ্ধিভূত হয়ে যখন রোদেপোড়া তিল গাছের মত কালো বর্ণ ধারণ করবে, তখন তাদেরকে বের করে আনা হবে। এরপর তারা জান্নাতের একটি নহরে নেমে গোসল করবে। পরে সকলে কাগজের মত সাদা ধবধবে হয়ে সে নহর থেকে উঠে আসবে। ইয়াযীদ (র) বলেন, এ হাদীস নিয়ে আমরা আমাদের এলাকায় ফিরে এলাম এবং সকলকে বললাম,

১. নবী করীম (সা)-এর শাফা'আত অস্বীকার করা।

অমঙ্গল হোক তোমাদের! তোমরা কি মনে কর যে, এ বৃদ্ধ (জাবির) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেন ? পরিশেষে আমাদের সকলেই (ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাস) থেকে ফিরে আসে। আল্লাহ্র কসম! মাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমাদের এ সঠিক আকীদা পরিত্যাগ করে নাই, বা আবূ নুয়ায়ম যা বলেছেন তার অনুরূপ।

٣٧٠. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُوْنَ عَلَى اللّٰهِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيْهَا فَيُنْجِيْهِ مِنْهَا .

৩৭০. হাম্মাদ ইব্ন খালিদ আল্-আয্দী (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ চার ব্যক্তিকে (বিচারের জন্য) জাহান্নাম থেকে বের করে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত করা হবে। তন্মধ্যে একজন বারবার পশ্চাৎ দিকে ফিরে তাকাবে আর বলবে, হে আমার রব! যখন আমাকে এ জাহান্নাম থেকে বের করেছেন, তখন আমাকে আর সেখানে ফিরিয়ে নেবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা এ লোকটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

٣٧١. حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَ اللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّوْنَ لِذٰلِكَ وَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُوْنَ لِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا قَالَ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ اٰدَمُ أَبُوْ الْخَلْقِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَ لٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا أَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ قَالَ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَ لٰكِنِ ائْتُوْا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللّٰهُ خَلِيْلًا فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَ لٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ قَالَ فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَ لٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى رُوْحَ اللّٰهِ وَ كَلِمَتَهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى رُوْحَ اللّٰهِ وَ كَلِمَتَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَأْتُوْنِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَاشَاءَ اللّٰهُ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ

رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ لِي فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ أُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ أُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ فَلاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ .

৩৭১. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন আল-জাহ্‌দারী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ আল্‌-গুবারী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ হাশরের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একত্র করবেন। তখন সংকটমুক্তির জন্য সুপারিশ প্রার্থনার ব্যাপারে তারা তৎপর হবে। এখানে বর্ণনাকারী ইব্‌ন উবায়দ يُلْهَمُوْنَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থ, অন্তরে উদয় হওয়া। তারা বলবে, আমরা যদি কাউকে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করতাম, যেন তিনি আমাদের সংকটময় স্থান থেকে মুক্তি দেন। সে মতে তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি আদম (আ), আপনি মানুষের আদি পিতা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনার দেহে আত্মা ফুঁকেছেন, আপনাকে সিজ্‌দা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সিজ্‌দাও করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে এ সংকটময় স্থান থেকে মুক্তি দেন। তিনি তাঁর ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা নূহের কাছে যাও। তিনি প্রথম রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকেই সর্বপ্রথম রাসূলরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তখন সকল মানুষ হযরত নূহ (আ)-এর কাছে এসে অনুরোধ করবে। তিনিও তাঁর ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন। বলবেন ঃ আমি এর যোগ্য নই। তোমরা ইব্‌রাহীমের কাছে যাও। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। তখন সবাই হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি স্বীয় ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন, আমি এর যোগ্য নই, তোমরা মূসার কাছে যাও। আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথোপকথন করেছেন। তাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত প্রদান করেছেন। তখন সবাই হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি তাঁর ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন এবং প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও, তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত 'কালিমা'[১] তখন সবাই হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই, তবে তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন বান্দা যে, তাঁর পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তখন সবাই আমার কাছে আসবে, আর আমি আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। তখন আমি তাঁকে দেখামাত্র সিজ্‌দাবনত হয়ে যাব। যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন আমাকে এ অবস্থায় রেখে দিবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার অনুরোধ শোনা

---

১. রূহ্ অর্থ আত্মা, আদেশ। কালিমা অর্থ কথা। হযরত ঈসা (আ) যেহেতু সরাসরি আল্লাহ্‌র আদেশে সৃষ্ট; সেজন্য তাঁকে 'রূহুল্লাহ্' ও 'কালিমাতুল্লাহ্' বলা হয়।

হবে, আপনি প্রার্থনা করুন, তা পূর্ণ করা হবে, আপনি শাফা'আত করুন, আপনার শাফা'আত কবূল করা হবে। তারপর আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা আমার রব আমাকে শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। আমার জন্য (শাফা'আতের) সীমা নির্ধারিত করে দেয়া হবে। সেমতে আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে এনে জান্নাতে প্রবেশ করাব। পুনরায় আমি শাফা'আতের জন্য আসব এবং সিজ্দাবনত হব। যতক্ষণ আল্লাহ্ এ অবস্থায় আমাকে রাখতে ইচ্ছা করবেন ততক্ষণ রেখে দেবেন। পরে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার অনুরোধ শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, তা পূর্ণ করা হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবূল করা হবে। তারপর আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেবেন। আমার জন্য (শাফা'আতের) সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। সে মতে আমি এদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী বলেন, নিশ্চিতভাবে স্মরণ নেই, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃতীয় কিংবা চতুর্থবারে এ কথা উল্লেখ করেছিলেন যে, আমি বলব ঃ হে আমার প্রতিপালক! কুরআন যাদেরকে আটকে দিয়েছে (অর্থাৎ কুরআনের আলোকে যারা চিরদিন জাহান্নামে থাকা নির্ধারিত) তারা ছাড়া জাহান্নামে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। ইব্ন উবায়দ-এর বর্ণনায় قَالَ قَتَادَةُ اى الخلود রয়েছে (অর্থ ঃ তার জন্য চিরদিন জাহান্নামে থাকা নির্ধারিত)।

٣٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّوْنَ بِذٰلِكَ اَوْ يُلْهَمُوْنَ ذٰلِكَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى عَوَانَةَ وَ قَالَ فِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ اٰتِيْهِ الرَّابِعَةَ اَوْ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِىَ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ .

৩৭২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ (হাশরের ময়দানে) একত্র হবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে يُلْهَمُوْنَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর বর্ণনাকারী পূর্বোল্লিখিত আবূ আওয়ানার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, এরপর আমি চতুর্থবার এসে বলব ঃ হে প্রভু! আর কেউ অবশিষ্ট নেই, কেবল তারাই আছে, যাদেরকে কুরআন আটকে রেখেছে।

٣٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُوْنَ لِذٰلِكَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا وَ ذَكَرَ فِى الرَّابِعَةِ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِىَ فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ .

৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে একত্র করবেন। বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রেওয়ায়েতে চতুর্থবারের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ (চতুর্থবারে) তারপর আমি বলব ঃ হে প্রতিপালক! আর কেউ অবশিষ্ট নেই, তবে তারাই আছে, যাদেরকে পবিত্র কুরআন আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে চিরকালের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে।

٣٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَ هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ يَزِيدُ فَلَقِيتُ شُعْبَةَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ إِلاَّ أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَةً قَالَ يَزِيدُ صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسْطَامَ .

৩৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল আয্ যারীর, আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : ঐ ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনা হবে, যে বলেছে "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই" এবং তার অন্তরে একটি যবের পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। এরপর তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে, যে বলেছে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" এবং তার অন্তরে সামান্য একটি গমের পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। এরপর তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে, যে বলেছে "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই" আর তার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট আছে। ইব্‌ন মিনহাল তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, ইয়াযীদ (র) বলেছেন, এরপর আমি শু'বার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এ হাদীস শোনালাম। তখন তিনি বললেন, আমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কাতাদা (রা), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সূত্রে। তবে শু'বা الذَّرَّةِ শব্দের স্থলে ذُرَةً বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ (র) বলেন, আবূ বিসতাম এতে 'তাসহীফ' (এক শব্দ স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার) করেছেন।

٣٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَنَزِيُّ ح وَ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ تَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَ أَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ اشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنَّهُ كَلِيمُ

اللّٰهِ فَيُؤْتَى مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَ
كَلِمَتُهُ فَيُؤْتَى عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأُوْتَى فَأَقُوْلُ أَنَا لَهَا فَأَنْطَلِقُ
فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ فَأَقُوْمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ
يُلْهِمُنِيْهِ اللّٰهُ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِيْ يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ
تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
مِنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلٰى رَبِّيْ فَأَحْمَدُهُ
بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِيْ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ
تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيُقَالُ لِيْ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ إِلٰى رَبِّيْ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ
الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ
تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَارَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيُقَالُ لِيْ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ أَدْنٰى أَدْنٰى مِنْ
مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ هٰذَا حَدِيْثُ أَنَسٍ الَّذِيْ
أَنْبَأَنَا بِهِ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا
عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِيْ دَارِ أَبِيْ خَلِيْفَةَ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ قُلْنَا يَاأَبَا سَعِيْدٍ
جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيْكَ أَبِيْ حَمْزَةَ فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ حَدِيْثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي الشَّفَاعَةِ قَالَ هِيْهِ
فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ هِيْهِ قُلْنَا مَازَادَنَا قَالَ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ
جَمِيْعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَاأَدْرِيْ أَنَسِيَ الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَّكِلُوْا قُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا
فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هٰذَا إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمُوْهُ ثُمَّ
أَرْجِعُ إِلٰى رَبِّيْ فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِيْ يَامُحَمَّدُ
ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَارَبِّ إِئْذَنْ لِيْ فِيْمَنْ قَالَ
لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ وَلٰكِنْ وَعِزَّتِيْ وَكِبْرِيَائِيْ
وَعَظَمَتِيْ وَجِبْرِيَاءِيْ وَلَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا
بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِيْنَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيْعٌ.

৩৭৫. আবু রাবী' আল-আতাকী, সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) .... মা'বাদ ইব্‌ন হিলাল আল্‌-আনাযী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি এবং

সুপারিশকারী হিসাবে সাবিতকে সাথে নিয়ে যাই। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন আনাসের কাছে গিয়ে পৌঁছি, তখন তিনি সালাতুদ্দোহা আদায় করছিলেন। সাবিত (রা) প্রার্থনা করলেন, অনুমতি হলো। আমরা আনাস (রা)-এর মজলিসে প্রবেশ করলাম। আনাস (রা) সাবিতকে চৌকিতে তাঁর পাশে বসালেন। তারপর সাবিত (রা) আনাস (রা)-কে বললেন, হে আবূ হামযা! আপনার এ বাসরী ভাইয়েরা আপনার কাছ থেকে শাফা'আত বিষয়ক হাদীস জানতে চাচ্ছে। তখন আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ বিপর্যস্ত অবস্থায় এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে। অবশেষে সবাই হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনার বংশধরদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন ঃ আমি এর উপযুক্ত নই, বরং তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও। কেননা তিনি আল্লাহ্র বন্ধু। সবাই হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসলে, তিনি বলবেন ঃ আমি এর যোগ্য নই, তবে তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। কেননা তিনি আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনকারী। তখন সকলে তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এর উপযুক্ত নই, তবে তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত রূহ্ ও তাঁর কালিমা। এরপর তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এর যোগ্য নই, তবে তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব ঃ 'আমিই এর জন্য, আমি যাচ্ছি। অনন্তর আমি আমার পরওয়ারদিগারের অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁর সম্মুখে দাঁড়াব এবং এমন প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করতে থাকব, যা তখনই আল্লাহ্ আমার প্রতি ইলহাম করবেন; এখন আমি তা বর্ণনা করতে পারছি না। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে ঃ হে মুহাম্মদ! বলুন, আপনার কথা শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, কবূল করা হবে; শাফা'আত করুন, আপনার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব ঃ হে পরওয়ারদিগার, 'উম্মাতী', 'উম্মাতী',—'আমার উম্মত, আমার উম্মাত'। এরপর আমাকে বলা হবে ঃ চলুন, যার অন্তরে গম বা যবের পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবেন তাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনুন। আমি যাব এবং তদনুসারে উদ্ধার করব। পুনরায় আমার পরওয়ারদিগারের দরবারে ফিরে যাব এবং পূর্বরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব, এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে ঃ হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার কথা শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, কবূল করা হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। তখন আমি বলব ঃ হে পরওয়ারদিগার! 'উম্মাতী', উম্মাতী'—"আমার উম্মাত, আমার উম্মাত"। আল্লাহ্ বলবেন ঃ যান, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও অবশিষ্ট থাকবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করুন। এরপর আমি যাব এবং তাদের উদ্ধার করে আনব। পুনরায় আমি পরওয়ারদিগারের দরবারে ফিরে যাব এবং পূর্বানুরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা তুলুন, বলুন, আপনার কথা শোনা হবে; প্রার্থনা করুন, কবূল করা হবে; শাফা'আত করুন, শাফা'আত গৃহীত হবে। আমি বলব ঃ হে পরওয়ারদিগার! 'উম্মাতী', উম্মাতী',—"আমার উম্মাত, আমার উম্মাত"। আল্লাহ্ বলবেন, যান, যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানার চেয়েও আরো আরো কম পরিমাণ ঈমান পাবেন, তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করুন। এরপর আমি যাব এবং তাদের উদ্ধার করে আনব। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস (রা) এ পর্যন্ত আমাদেরকে বলেছেন। এরপর আমরা সেখান থেকে বের হয়ে পথ চলতে শুরু করলাম। এভাবে যখন 'জাব্বান' এলাকায় পৌঁছলাম, তখন নিজেরা বললাম, আমরা যদি হাসান বসরীর সাথে সাক্ষাৎ করতাম এবং তাঁকে সালাম পেশ করতাম, কতই না ভাল হতো! সে সময় তিনি আবূ খলীফার ঘরে আত্মগোপন করেছিলেন। আমরা তাঁর বাড়িতে গেলাম এবং তাঁকে সালাম পেশ করলাম। আমরা তাঁকে বললাম, আবূ সাঈদ! আমরা

আপনার ভাই আবূ হামযার দরবার থেকে আসছি। আজ তিনি আমাদেরকে শাফা'আত সম্পর্কে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছেন, যা আর কখনও শুনিনি। তিনি বললেন, আচ্ছা শুনাও তো ? তখন আমরা তাঁকে হাদীসটি শুনালাম। তারপর তিনি বললেন, আরও বল। আমরা বললাম, এর চেয়ে বেশি কিছু তো আনাস (রা) বর্ণনা করেন নি। তখন তিনি বললেন, অথচ আনাস (রা) আমাদের কাছে আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি সুস্থ-সবল ছিলেন, তখন এ হাদীসটি শুনিয়েছেন। কিন্তু আজ তোমাদের কাছে কিছু ছেড়ে দিয়েছেন মনে হচ্ছে। জানি না, তিনি তা ভুলে গেছেন, না তোমরা এর উপর ভরসা করে আমলের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করবে, আশংকায় তিনি তা বর্ণনা করাটা পছন্দ করেন নি। আমরা বললাম, আমাদের তা বর্ণনা করুন। তিনি ঈষৎ হেসে উত্তর করলেন, মানুষ তো খুব ত্বরাপ্রিয়। তোমাদের তা বর্ণনা করব বলেই তো এর উল্লেখ করলাম। তারপর তিনি হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ এরূপ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এরপর আমি পুনরায় আমার পরওয়ারদিগারের কাছে ফিরে আসব এবং চতুর্থবারও উক্তরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা তুলুন, আপনার কথা শোনা হবে ; প্রার্থনা করুন, তা কবূল করা হবে; সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। আমি বলব ঃ হে পরওয়ারদিগার! আমাকে সেসব মানুষের জন্য অনুমতি দিন, যারা "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই" একথা স্বীকার করেছে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ না, এটা আপনার দায়িত্বে নয়; বরং আমার ইযযত, প্রতিপত্তি, মহত্ত্ব ও পরাক্রমশীলতার কসম! আমি নিজেই অবশ্য এদের মুক্তি দেব, যারা একথার স্বীকৃতি দিয়েছে যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই"। হাদীসটি শেষ করে বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হাসান আমাদেরকে হাদীসটি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আমার বিশ্বাস তিনি এ কথা বলেছেন যে, বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি পূর্ণ সুস্থ-সবল ছিলেন।

٣٧٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقَا فِيْ سِيَاقِ الْحَدِيْثِ إِلاَّ مَا يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَيَّانَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَ تَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالاَ يُطِيْقُوْنَ وَمَالاَ يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ اَلاَتَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيْهِ اَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ اِئْتُوْا أٰدَمَ فَيَأْتُوْنَ أٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا أٰدَمُ أَنْتَ أَبُوْ الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهٖ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى إِلٰى مَاقَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ أٰدَمُ إِنَّ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِىْ نَفْسِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ إِذْهَبُوْا إِلٰى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ

يَانُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى مَاقَدْ بَلَغْنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلٰى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ إِذْهَبُوْا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى إِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى إِلٰى مَا قَدْ بَلَغْنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِبْرَاهِيْمُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كِذْبَاتِهِ نَفْسِيْ نَفْسِيْ إِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ إِذْهَبُوْا إِلٰى مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى (ع) فَيَقُوْلُوْنَ يَامُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِتَكْلِيْمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى مَاقَدْ بَلَغْنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ مُوْسٰى (ع) إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ إِذْهَبُوْا إِلٰى عِيْسٰى (ع) فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَاعِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ اَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَتَرٰى مَانَحْنُ فِيْهِ اَلاَتَرٰى مَاقَدْ بَلَغْنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ اَلْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْلَهُ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ إِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ إِذْهَبُوْا إِلٰى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنِيْ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى مَاقَدْ بَلَغْنَا فَأَنْطَلِقُ فَاٰتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَاَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِيْ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِيْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَابَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى -

৩৭৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে কিছু গোশ্‌ত (হাদিয়া) এল, পরে এর বাহুর অংশটি তাঁর সামনে (আহারের উদ্দেশ্যে) পেশ করা হলো। বাহুর গোশ্‌ত তাঁর কাছে খুবই পছন্দনীয় ছিল। এরপর তিনি তা থেকে এক কামড় গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, কিয়ামত দিবসে আমিই হব সকল মানুষের

সর্দার। তা কিভাবে তোমরা জান ? কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ তা'আলা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একই মাঠে এমনভাবে জমায়েত করবেন যে, একজনের আহ্বান সকলে শুনতে পাবে, একজনের দৃষ্টি সকলকে দেখতে পাবে। সূর্য নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় ও চরম দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হবে। নিজেরা পরস্পর বলাবলি করবে, কী দুর্দশায় তোমরা আছ, দেখছ না ? কী অবস্থায় তোমরা পৌছেছ উপলব্ধি করছ না ? এমন কাউকে দেখছ না, যিনি তোমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন ? তারপর একজন আরেকজনকে বলবে, চল, আদম (আ)-এর কাছে যাই। অনন্তর তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি মানবকুলের পিতা, আল্লাহ্ স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার দেহে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। আপনাকে সিজ্দা করার জন্য ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ; তাঁরা আপনাকে সিজ্দা করেছে। আপনি দেখছেন না আমরা কি কষ্টে আছি ? আপনি দেখছেন না আমরা কষ্টের কোন্ সীমায় পৌছেছি ? আদম (আ) উত্তরে বলবেনঃ আজ পরওয়ারদিগার এত বেশি ক্রোধান্বিত আছেন যা পূর্বে কখনো হননি, আর পরেও কখনও হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, আর আমি সেই নিষেধ লঙ্ঘন করে ফেলেছি, 'নাফ্সী, নাফ্সী'—আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে গিয়ে চেষ্টা কর, তোমরা নূহের কাছে যাও। তখন তারা নূহ (আ)-এর কাছে আসবে ; বলবে, হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রথম রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে "চির কৃতজ্ঞ বান্দা" বলে উপাধি দিয়েছেন। আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি ? আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে ? নূহ (আ) বলবেন ঃ আজ আমার পরওয়ারদিগার এত ক্রোধান্বিত আছেন যে এমন পূর্বেও কখনো হননি আর কখনও হবেন না। আমাকে তিনি একটি দু'আ কবূলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর তা আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে ফেলেছি। 'নাফ্সী, নাফ্সী',—আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। বলবে, হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহ্র নবী, পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপনি আল্লাহ্র খলীল ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে ? ইব্রাহীম (আ) তাদেরকে বলবেন ঃ আল্লাহ্ আজ এতই ক্রোধান্বিত আছেন যে, পূর্বে এমন কখনও হন নাই আর পরেও কখনও হবেন না। তিনি তাঁর কিছু বাহ্যিক অসত্য কথনের বিষয় উল্লেখ করবেন। বলবেন, 'নাফসী', সাফসী',—আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। মূসার কাছে যাও। তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে, বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল, আপনাকে তিনি তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে মানুষের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে ? মূসা (আ) তাদেরকে বলবেন ঃ আজ আল্লাহ্ এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে, পূর্বে এমন কখনো হন নাই আর পরেও কখনো হবেন না। আমি তাঁর হুকুমের পূর্বেই এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। 'নাফসী, নাফসী'—আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্র রসূল, দোলনায় অবস্থানকালেই আপনি মানুষের সাথে বাক্যালাপ করেছেন, আপনি আল্লাহ্র দেওয়া বাণী, যা তিনি মারইয়ামের গর্ভে ঢেলে দিয়েছিলেন, আপনি তাঁর দেওয়া আত্মা। সুতরাং আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ অবস্থায় পৌছেছে ? ঈসা (আ) বলবেন ঃ আজ আল্লাহ্ তা'আলা এতই ক্রোধান্বিত অবস্থায়

আছেন যে, এরূপ না পূর্বে কখনও হয়েছেন, আর না পরে কখনো হবেন। উল্লেখ্য, তিনি কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বলবেন, 'নাফসী, নাফসী'—আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তখন তারা আমার কাছে আসবে এবং বলবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, শেষ নবী, আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। দেখছেন না, আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে ? তখন আমি সুপারিশের জন্য যাব এবং আরশের নিচে এসে পরওয়ারদিগারের উদ্দেশে সিজ্‌দাবনত হব। আল্লাহ্ আমার অন্তরকে সুপ্রশস্ত করে দিবেন এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হাম্‌দ জ্ঞাপনের ইলহাম করবেন, যা ইতিপূর্বে কাউকেই দেয়া হয়নি। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন করুন, প্রার্থনা করুন, আপনার প্রার্থনা কবূল করা হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। অনন্তর আমি মাথা তুলব। বলব : হে পরওয়ারদিগার! 'উম্মাতী, উম্মাতী',—আমার উম্মাত, আমার উম্মাত, (এদেরকে মুক্তি দান করুন)। আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাদের উপর কোন হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। অবশ্য অন্য তোরণ দিয়েও অন্যান্য লোকের সঙ্গে তারা প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : শপথ সে সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্বের মত ; অথবা বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ও বসরার দূরত্বের মত।[1]

৩৭৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ وَلَحْمٍ فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لاَ يَسْأَلُونَهُ قَالَ أَلاَ تَقُولُونَ كَيْفَهْ قَالُوا كَيْفَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَزَادَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ هَذَا رَبِّي وَقَوْلَهُ لِآلِهَتِهِمْ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَقَوْلَهُ إِنِّي سَقِيمٌ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ هَجَرَ وَمَكَّةَ قَالَ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ .

৩৭৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে সারীদ[2] ও গোশতের একটি পেয়ালা পেশ করা হলে তিনি তা থেকে গোশ্‌তের একটি বাহু নিয়ে এক কামড় গ্রহণ করলেন। আর বকরীর গোশতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বাহু অধিকতর পছন্দনীয় ছিল। তিনি ইরশাদ করলেন : কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের সর্দার। এরপর আরেক কামড় গ্রহণ করে বললেন : কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের সর্দার। তিনি যখন দেখলেন সাহাবীগণ কোন প্রশ্ন করছেন না, তখন

১. হাজর — বাহ্‌রাইনের একটি শহর। বুসরা — দামেস্কের নিকটবর্তী একটি শহর।

২ এক প্রকার খাদ্য, যা গোশ্‌ত ও রুটি সহযোগে প্রস্তুত করা হয়।

নিজেই বললেন, তোমরা কেন জিজ্ঞাসা করছ না যে তা কেমন করে হবে ? সাহাবীগণ বললেন, বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কিভাবে হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর করলেন ঃ হাশরের ময়দানে সকল মানুষ আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হবে। অবশিষ্টাংশ আবূ হায়্যান .... আবূ যুর'আ সূত্রে বর্ণিত হাদীসেরই অনুরূপ। তবে এ হাদীসে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) প্রসঙ্গে তিনি নক্ষত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, এটি আমার প্রতিপালক; দেব-দেবীর সম্পর্কে বলেছিলেন, "বরঞ্চ এদের বড়টাই তো হত্যা করেছে ও আমি অসুস্থ"—এ কথা অতিরিক্ত আছে। শপথ সে সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতের দু'চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্বের মত বা হাজর ও মক্কার দূরত্বের মত, কোন্‌টি বলেছেন আমি জানি না।

٣٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفِ بْنِ خَلِيْفَةَ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبُوْ مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُوْمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ اَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيْئَةُ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوْا إِلَى ابْنِيْ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَيَقُوْلُ إِبْرٰهِيْمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوْا إِلَى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِيْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيْمًا فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوْا إِلَى عِيْسٰى كَلِمَةِ اللّٰهِ وَرُوْحِهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْمُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ قَالَ اَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِيْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِيْ بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيْءَ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفًا قَالَ وَفِيْ حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلاَلِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُوْرَةٌ يَاخُذُ مَنْ اُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوْسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ سَبْعُوْنَ خَرِيْفًا .

৩৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন তুরায়ফ ইব্‌ন খলীফা আল-বাজালী ও আবূ মালিক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একত্র করবেন। মু'মিনগণ দাঁড়িয়ে থাকবে। জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করা হবে। অবশেষে সবাই আদমের কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য জান্নাত খুলে দেওয়ার প্রার্থনা করুন। আদম (আ) বলবেন, তোমাদের পিতা আদমের পদস্খলনের কারণেই তো আমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা পুত্র ইব্‌রাহীমের কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র বন্ধু। [এরপর সবাই ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে এলে] তিনি বলবেনঃ না, আমিও এর যোগ্য

নই, আমি আল্লাহ্‌র বন্ধু ছিলাম বটে, তবে তা ছিল অন্তরাল থেকে।[১] তোমরা মূসার কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি বাক্যালাপ করতেন। সবাই মূসার কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমিও এর যোগ্য নই; বরং তোমরা ঈসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র দেওয়া কালিমা ও রূহ্। সবাই তাঁর কাছে আসলে তিনি বলবেন ঃ আমিও তার উপযুক্ত নই। তখন সকলে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে আসবে। তিনি দু'আর নিমিত্ত দাঁড়াবেন এবং তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আমানতকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক পুলসিরাতের ডানে-বামে এসে দাঁড়াবে। আর তোমাদের প্রথম দলটি এ সিরাত বিদ্যুৎ গতিতে পার হয়ে যাবে। সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হউক। আমাকে বলে দিন "বিদ্যুৎ গতির ন্যায়" কথাটির অর্থ কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আকাশের বিদ্যুৎ চমক কি কখনো দেখনি ? চক্ষের পলকে এখান থেকে সেখানে চলে যায় আবার ফিরে আসে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এর পরবর্তী দলগুলি যথাক্রমে বায়ুর বেগে, পাখির গতিতে, তারপর লম্বা দৌড়ের গতিতে পার হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তার আমল হিসাবে তা অতিক্রম করবে। আর তোমাদের নবী সে অবস্থায় পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে এ দু'আ করতে থাকবে ঃ আল্লাহ্ এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন, এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন, এদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন। এরূপে মানুষের আমল মানুষকে চলতে অক্ষম করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা এ সিরাত অতিক্রম করতে থাকবে। শেষে এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে, সে নিতম্বের উপর ভর করে পথ অতিক্রম করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করেন ঃ সিরাতের উভয় পার্শ্বে ঝুলান থাকবে কাঁটাযুক্ত লৌহশলাকা। এরা আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে চিহ্নিত পাপীদেরকে পাকড়াও করবে। তন্মধ্যে কাউকে তো ক্ষত-বিক্ষত করেই ছেড়ে দিবে; সে নাজাত পাবে। আর কতক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, শপথ সে সত্তার, যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ। জেনে রাখ, জাহান্নামের গভীরতা সত্তর খারীফ (অর্থাৎ সত্তর হাজার বছরের মত।)

٣٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَاَنَا اَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا .

৩৭৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আমি প্রথম ব্যক্তি যে জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে শাফা'আত করব। নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।

٣٨٠. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ .

৩৮০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক এবং আমিই সবার আগে জান্নাতের কড়া নাড়ব।

১. অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে আমার কথা হয়নি, যেমন মূসার হয়েছিল।

٣٨١. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ اُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ .

৩৮১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ জান্নাত সম্পর্কে আমিই হবো সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং এত অধিক সংখ্যক মানুষ আমার প্রতি ঈমান আনবে, যা অন্য কোন নবীর বেলায় হবে না। নবীদের কেউ কেউ তো এমতাবস্থায়ও আসবেন, যাঁর প্রতি মাত্র এক ব্যক্তিই ঈমান এনেছে।

٣٨٢. وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ لاَ اَفْتَحُ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ .

৩৮২. আমর আন্-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের গেইটে এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইব। তখন খাজাঞ্চি বলবেন, আপনি কে ? আমি উত্তর করব, মুহাম্মদ। খাজাঞ্চি বলবেন, "আপনার জন্যই দরজা খুলতে আমি নির্দেশিত হয়েছি। আপনার পূর্বে অন্য কারোর জন্য দরজা খুলব না।"

٣٨٣. حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوْهَا فَاُرِيْدُ اَنْ اَخْتَبِيءَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই বিশেষ একটি দু'আ নির্ধারিত আছে, যা তিনি করবেন। আমি আমার বিশেষ দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য সংরক্ষিত রাখার সংকল্প নিয়েছি।

٣٨٤. وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَاَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَخْتَبِيءَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৪. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। আমার বিশেষ দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য সংরক্ষিত রাখব বলে ইচ্ছা করেছি, ইনশাআল্লাহ্।

٣٨٥. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩৮৫. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) :... আমর ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন আসীদ ইব্‌ন জারিয়া আস্‌ সাকাফী (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَ وبْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأَنَا أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ كَعْبٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৩৮৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন কা'ব আল্‌-আহ্‌বারকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য রেখে দিয়েছি। কা'ব (রা) আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে সরাসরি শুনেছেন ? আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ।

٣٨٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَ اللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا .

৩৮৭. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দু'আ আছে। তন্মধ্যে সকলেই তাদের দু'আ পৃথিবীতেই করে নিয়েছেন। আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের জন্য রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি কোন প্রকার শির্‌ক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে ইনশাআল্লাহ্‌ আমার এ দু'আ পাবে।

٣٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৮৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দু'আর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে; এর মাধ্যমে তিনি যে দু'আ করবেন, আল্লাহ্ তা অবশ্যই কবূল করবেন। সকল নবী তাঁদের দু'আ করে ফেলেছেন আর আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য রেখে দিয়েছি।

٣٨٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِيْ أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيْبَ لَهُ وَإِنِّيْ أُرِيْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৮৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল্-আন্‌বারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবীকে তাঁর উম্মাতের ব্যাপারে একটি করে এমন দু'আর অনুমতি দেয়া হয়েছে, যা অবশ্যই কবূল করা হবে। আমি সংকল্প করেছি, আমার দু'আটি পরে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য করব।

٣٩٠. وَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ غَسَّانَ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنُوْنَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ وَإِنِّيْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِيْ خَلَفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِيْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ قَالَ قَالَ أُعْطِيَ وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৯০. আবূ গাস্‌সান আল্-মিস্‌মাঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবীর কাছে তাঁর উম্মাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য একটি দু'আর অনুমতি আছে। আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য রেখে দিয়েছি। যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব, ইব্‌ন আবূ খালাফ, আবূ কুরায়ব, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ আল-জাওহারী (রা) ও মিসআর (র) এ সূত্রে কাতাদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩١. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ.

৩৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (রা) আনাস (রা) থেকে কাতাদা-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٢. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِيْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِيْ أُمَّتِهِ وَخَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবু খালাফ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক নবীকে একটি করে কবূল দু'আর অনুমতি দেয়া হয়েছে। সবাই তাদের দু'আ করে ফেলেছেন, তবে আমি আমার দু'আটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য রেখে দিয়েছি।

باب دُعَاء النبي ﷺ لامته وبكائه شفقة عليهم

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মাতের জন্য নবী (সা)-এর দু'আ ও তাদের প্রতি মমতায় তাঁর ক্রন্দন

٣٩٣. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ اَلْاٰيَةَ وَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ وَ بَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللّٰهُ يَاجِبْرِيْلُ اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَلَانَسُوْءُكَ .

৩৯৩. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা আস্-সাদাফী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল্ আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআনে ইব্‌রাহীম (আ)-এর দু'আ সম্বলিত আয়াত ঃ (অর্থ) "হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (১৪ ঃ ৩৬) তিলাওয়াত করেন। আর ঈসা (আ) বলেছেন ঃ (অর্থ) "তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তো তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ১১৮)। তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! আর কেঁদে ফেললেন। তখন মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ হে জিব্‌রীল! মুহাম্মদের কাছে যাও, তোমার রব তো সবই জানেন, তাঁকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন ? জিব্‌রীল (আ) এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছিলেন, তা তাঁকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হে জিব্‌রীল! তুমি মুহাম্মদের কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।

باب بيان أنّ من مات على الكفر فهو فى النار ، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين

পরিচ্ছেদ ঃ কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জাহান্নামী। সে কোন শাফা'আত পাবে না এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী বান্দার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও তার উপকারে আসবে না।

٣٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ اَبِيْ قَالَ فِى النَّارِ قَالَ فَلَمَّا قَفّٰى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِىْ وَأَبَاكَ فِى النَّارِ.

৩৯৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা কোথায় আছেন (জান্নাতে না জাহান্নামে)? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ জাহান্নামে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি যখন পিছনে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে।[1]

٣٩٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَافَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لاَاَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابُلُّهَا بِبِلاَلِهَا.

৩৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ (অর্থ) "তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও" (২৬ ঃ ২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদের ডাকলেন। তারা একত্রিত হলো। তারপর তিনি তাঁদের সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে কা'ব ইব্‌ন লুওয়াইর বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে মুররা ইব্‌ন কা'বের বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে আব্‌দ শামসের বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে আব্‌দ মানাফের বংশধর! জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচাও। হে হাশিমের বংশধর! জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচাও। হে ফাতিমা! জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও। কারণ আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। অবশ্য তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার রসে আমিও আপ্লুত হবো।

১. অন্যান্য হাদীসের মর্মানুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র)-সহ অন্যান্য ইমামের মত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতামাতা জান্নাতী কি জাহান্নামী, এ সম্পর্কে আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়।

٣٩٦. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيْثُ جَرِيْرٍ اَتَمُّ وَاَشْبَهُ.

৩৯৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারীরী (র) .... আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; তবে জারীর বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক।

٣٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَاصَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَابَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلُوْنِيْ مِنْ مَالِيْ مَا شِئْتُمْ.

৩৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও (২৬ ঃ ২১৪); তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বললেন ঃ হে ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মদ! হে সাফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। তোমরা আমার কাছে আমার সম্পদের যা খুশি চাইতে পার।

٣٩٨. حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَافَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ سَلِيْنِيْ بِمَا شِئْتِ لاَ اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا.

৩৯৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই মর্মে আয়াত অবতীর্ণ হলো (অর্থ) ঃ "তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।" (২৬ ঃ ২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে কুরাইশগণ! আল্লাহ্র (আযাব) থেকে তোমরা নিজেদের কিনে নাও (বাঁচাও)। আল্লাহ্র (আযাব) থেকে তোমাদের রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। ওহে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমাদের আমি রক্ষা করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব! তোমাকেও আমি রক্ষা করতে পারব না। হে সাফিয়্যা! তোমাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ্! তোমার যা ইচ্ছা চাইতে পার। আল্লাহ্র (আযাব) থেকে তোমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই।

٣٩٩. وَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا.

৩৯৯. আমর আন-নাকিদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالاَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ قَالَ انْطَلَقَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ فَعَلاَ اَعْلاَهَا حَجَرًا ثُمَّ نَادَى يَابَنِي عَبْدِ مَنَافَاهْ إِنِّيْ نَذِيْرٌ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَاَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ اَهْلَهُ فَخَشِيَ اَنْ يَسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَاصَبَاحَاهْ .

৪০০. আবূ কামিল আল্-জাহ্দারী (র) .... কাবীসা ইব্ন মুখারিক ও যুহায়র ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল হয় (অর্থ) ঃ "তোমার নিকট- আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও" (২৬ ঃ ২১৪)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্বতের স্তরে স্তরে সাজান বৃহদাকার পাথরের দিকে গেলেন এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে আরোহণ করলেন। এরপর তিনি আহ্বান জানালেন, ওহে আবদ মানাফের বংশধর! আমি (তোমাদের) সতর্ককারী। আমার ও তোমাদের উপমা হলো এমন এক ব্যক্তির মত, যে শত্রুকে দেখতে পেয়ে তার লোকদের রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলো। পরে সে আশঙ্কা করল যে, শত্রু তার আগেই এসে যাবে। তখন সে 'ইয়া সাবাহ্' (হায় মন্দ প্রভাত!) বলে চিৎকার শুরু করল।

٤٠١. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِبْنِ عَمْرٍو وَقَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

৪০১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) .... যুহায়র ইব্ন আমর ও কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা) থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٢. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَاصَبَاحَاهْ فَقَالُوْا مَنْ هٰذَا الَّذِي يَهْتِفُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ يَابَنِي فُلاَنٍ يَابَنِي فُلاَنٍ يَابَنِي فُلاَنٍ يَابَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ اَمَا جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهٰذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ وَقَدْتَبَّ كَذَا قَرَاَ الْأَعْمَشُ إِلَى اٰخِرِ السُّوْرَةِ .

৪০২.আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল হয় (অর্থ) ঃ "তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও, (২৬ ঃ ২১৪)। এবং তাদের মধ্য থেকে তোমার নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়কেও।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে এলেন এবং সাফা পর্বতে উঠে

উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন ঃ হায়, মন্দ প্রভাত! সকলে বলাবলি করতে লাগল, কে এই ব্যক্তি যে ডাক দিচ্ছে ? লোকেরা বলল, মুহাম্মদ। তারপর সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে অমুকের বংশধর! হে অমুকের বংশধর! হে অমুকের বংশধর! হে আবৃদ মানাফের বংশধর! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! এতে সবাই তাঁর কাছে সমবেত হলো। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন ঃ দেখ, যদি আমি তোমাদের এই সংবাদ দেই যে, এই পর্বতের পাদদেশে শত্রু সৈন্য এসে পড়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে ? তারা উত্তর করল, তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে তো আমরা দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদের সতর্ক করছি সামনের কঠোর আযাব সম্পর্কে। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ লাহাব তখন এই বলে উঠে গেল "ধ্বংস হও, তুমি এ জন্যই কি আমাদের একত্র করেছিলে ?" তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয় ঃ ধ্বংস আবূ লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও .... সূরার শেষ পর্যন্ত। (১১১ ঃ ১-৫)। অবশ্য রাবী আমাশ وَتَبَّ -এর স্থলে وَقَدْ تَبَّ পাঠ করেন।

٤٠٣. وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الصَّفَا فَقَالَ يَا صَبَاحَاهْ بِنَحْوِ حَدِيْثِ أَبِىْ أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُوْلَ الْآيَةِ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ .

৪০৩. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) .... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বলেন ঃ হায়, 'মন্দ প্রভাত'! (বাকী অংশ) আবূ উসামা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য তিনি وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ আয়াতটি অবতরণের কথা উল্লেখ করেন নি।

باب شفاعة النبى ﷺ لابى طالب والتخفيف عنه بسببه

পরিচ্ছেদ ঃ আবূ তালিবের জন্য নবী করীম (সা)-এর শাফা'আত এবং তাতে তার আযাব কম হওয়া

٤٠٤. وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَىْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

৪০৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-কাওয়ারীরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র আল-মুকাদ্দামী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আল উমাবী (র) .... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আবূ তালিবের কোন উপকার করতে পেরেছেন ? তিনি তো আপনার হিফাযত করতেন, আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) ক্রোধান্বিত হতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, তিনি কেবল পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে থাকবেন, আর যদি আমি না হতাম, তবে জাহান্নামের অতল তলেই তাকে অবস্থান করতে হতো।

٤٠٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ جَدْتُهُ فِيْ غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ح حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ أَبِيْ عَوَانَةَ .

৪০৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র) .... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ তালিব তো আপনার হিফাযত করতেন, আপনাকে সাহায্য করতেন এবং আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) রাগ করতেন। তার এই কর্ম তার কি কোন উপকারে এসেছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে পেয়েছিলাম এবং সেখান থেকে (তার পায়ের) গ্রন্থি পর্যন্ত বের করে নিয়ে এসেছি। মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) .... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে এবং আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... সুফিয়ান (র) থেকে ঐ সনদে পূর্ব বর্ণিত আবূ আওয়ানার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٦. وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ دِمَاغُهُ .

৪০৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাঁর চাচা আবূ তালিবের কথা আলোচিত হলে তিনি বলেন ঃ কিয়ামত দিবসে তাঁর ব্যাপারে আমার সুপারিশ কাজে আসবে বলে আশা রয়েছে। তাঁকে জাহান্নামের উপরিভাগে এমনভাবে রাখা হবে যে, আগুন তার পায়ের গিরা পর্যন্ত পৌঁছবে; এতেই তার মগজ উথ্‌লাতে থাকবে।

٤٠٧. حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِيْ دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ .

৪০৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জাহান্নামের সবচেয়ে কম আযাব সে ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের দু'টি জুতা পরান হবে, ফলে এই দু'টির কারণে তার মগজ উথলাতে থাকবে।

٤٠٨. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا قَالَ اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِل بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

৪০৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ (চির) জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্‌কা শাস্তি হবে আবূ তালিবের। তাকে দু'টি (আগুনের) জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, ফলে এ দু'টির কারণে তার মগজ পর্যন্ত উথলাতে থাকবে।

٤٠٩. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

৪০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্‌কা শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যার দু'পায়ের তলায় দু'টি (জ্বলন্ত) অঙ্গার রাখা হবে, যার কারণে তার মগজ উথলাতে থাকবে।

٤١٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَايَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَاِنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا .

৪১০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্‌কা আযাব ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে এমন দু'টি পাদুকা পরিয়ে দেয়া হবে, যার তলা এবং ফিতা হবে আগুনের। ফলে এর দহনে (চুলার উপরে রাখা) পাতিলের মত মগজ উথলাতে থাকবে। আর তার অনুভব হবে যে, সে-ই বুঝি সর্বাপেক্ষা বেশি শাস্তি ভোগ করছে; অথচ এটি হচ্ছে সবচেয়ে হাল্‌কা আযাব।

باب الدليل على من مات على الكفر لاينفعه عمله

পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তার কোন আমল তার উপকারে আসবে না

٤١١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ

وَيُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ ...... لاَ يَنْفَعُهُ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ .

৪১১. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইব্‌ন জুদআন জাহেলী যুগে আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করত এবং দরিদ্রদের আহার দিত। আখিরাতে এসব কর্ম তার উপকারে আসবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কোন উপকারে আসবে না। সে তো কোনদিন এ কথা বলেনি যে, হে আমার রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও।

باب موالاة المؤمنين و مقاطعة غيرهم و البراءةمنهم

পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করা ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা

٤١٢ـ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّ اٰلَ اَبِيْ يَعْنِيْ فُلاَنًا لَيْسُوْا لِيْ بِاَوْلِيَاءَ اِنَّمَا وَلِيِّيَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৪১২. আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র) .... আম্‌র ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চুপে চুপে নয়, স্পষ্ট বলতে শুনেছি যে, জেনে রাখ, অমুক বংশ (আত্মীয়তার কারণে) আমার বন্ধু নয়, বরং আল্লাহ্ এবং নেক্‌কার মু'মিনগণই হলেন আমার বন্ধু।

باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب

পরিচ্ছেদ ঃ হিসাব ও শাস্তি ছাড়াই মুসলিমদের দল জান্নাতে প্রবেশ করার প্রমাণ

٤١٣ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِيْ ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِيْ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪১৩. আবদুর রহমান ইব্‌ন সাল্লাম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ জুমাহী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, আমাকে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ্! ওকে এদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। তারপর আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যও আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এই সুযোগ লাভে উক্‌কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤١٤. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ.

৪১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি .... পরবর্তী অংশ উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ।

٤١٥. وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِيْ زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا تُضِيْءُ وُجُوْهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

৪১৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার। তাঁরা পূর্ণিমার চাঁদের মত চমকাতে থাকবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন উক্‌কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান আসাদী দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! একে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এরপর আরেকজন আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সা) আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এই সুযোগ লাভে উক্‌কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤١٦. وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ يُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا زُمْرَةً وَاحِدَةً مِنْهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ.

৪১৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাজারের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের একটি দলের চেহারা হবে চাঁদের মত (উজ্জ্বল)।

٤١٧. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوْا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَكْتَوُوْنَ وَلَا

يَسْتَرْقُوْنَ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتَ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ বাহিলী (র) .... ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কে ? রাসূল (সা) বললেন ঃ যারা লোহার দাগ লাগায় না এবং ঝাঁড়ফুঁক করায় না; বরং তাদের রবের উপর নির্ভরশীল থাকে। তখন উক্কাশা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি তাদেরই একজন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ এই সুযোগ লাভে উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤١٨. حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ اَبُوْ خُشَيْنَ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْاَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَايَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

৪১৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) .... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যারা ঝাঁড়ফুঁক করায় না, শুভাগমনের লক্ষণ মেনে চলে না, অগ্নি দাগ গ্রহণ করে না বরং সর্বদাই আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে (তারাই)।

٤١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى بْنَ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ سَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ لَايَدْرِىْ أَبُوْ حَازِمٍ اَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ اَخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَايَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .

৪১৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার বা সাত লক্ষ (এখানে রাবী আবূ হাযিম কোন সংখ্যাই নিশ্চিত করে বলতে পারেন নি) লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একে অন্যের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রথম ব্যক্তি শেষ ব্যক্তির প্রবেশের আগে প্রবেশ করবে না, বরং সবাই একত্রে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত চমকাবে।

٤٢٠. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا ثُمَّ
قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ وَلٰكِنِّي لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذَا صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا
حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ قَالَ وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ
بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنَ مَنِ
انْتَهٰى إِلٰى مَا سَمِعَ وَلٰكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ
النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي
سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هٰذَا مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ
إِلَى الأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ
فَقِيلَ لِي هٰذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ
فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي
الإِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا الَّذِي
تَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلٰى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ
ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৪২০. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) .... হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, গতকাল রাতে যে তারকাটি বিচ্যুত হয়েছিল তা তোমরা কেউ দেখেছ কি ? আমি বললাম, আমি দেখেছি। অবশ্য আমি রাতের নামাযে রত ছিলাম না; আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছিল। সাঈদ বললেন, দংশন করার পরে তুমি কি করেছিলে ? আমি বললাম, ঝাঁড়ফুঁক করিয়েছি। তিনি বললেন, তোমাকে এই ঝাঁড়ফুঁক গ্রহণে কিসে উদ্বুদ্ধ করল ? আমি বললাম, সেই হাদীস যা আমি শা'বী থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, শা'বী কী হাদীস বর্ণনা করেছেন ? আমি বললাম, শা'বী বুরায়দা ইব্‌ন হুসায়ন আল-আসলামী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুদৃষ্টি বা বিচ্ছু দংশন ব্যতীত অন্য বিষয়ে ঝাঁড়ফুঁক করান উচিত নয়।

তিনি বললেন, ভাল বলেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মাতকে উপস্থিত করা হয়, তখন কোন কোন নবীকে দেখলাম যে, তাঁর সঙ্গে ছোট্ট একটি দল রয়েছে; আর কাউকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে একজন কিংবা দু'জন লোক; আবার কেউ এমনও ছিলেন যে, তাঁর

সাথে কেউ নেই। হঠাৎ আমার সামনে এক বিরাট দল দেখা গেল। মনে হলো, এরা আমার উম্মাত। তখন আমাকে বলা হলো, ইনি হযরত মূসা (আ) ও তাঁর উম্মাত; তবে আপনি উপর দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন। আমি ওদিকে তাকালাম, দেখি বিরাট এক দল। আবার বলা হলো, আপনি উপর দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন, (আমি ওদিকে তাকালাম) এক বিরাট দল। বলা হলো, এরা আপনার উম্মাত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার এমন লোক আছে যারা শাস্তি ব্যতীত হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আর উপস্থিত সাহাবীগণ তখন এই হিসাব ও আযাববিহীন জান্নাতে প্রবেশকারী কারা হবেন, এই নিয়ে বিতর্ক শুরু করলেন। কেউ বললেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী। কেউ বললেন, তাঁরা সেসব লোক যাঁরা ইসলামের উপর জন্মলাভ করেছে এবং আল্লাহ্র সঙ্গে কোন প্রকার শির্ক করেনি। এসব বিতর্ক শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, তোমরা কি নিয়ে বিতর্ক করছ ? সবাই বিষয়টি খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এরা সেই সব লোক, যাঁরা ঝাঁড় ফুঁক করে না বা তা গ্রহণও করে না, শুভাগমনের শুভ লক্ষণ মানে না বরং সর্বদাই আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে। তখন উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি তাদেরই একজন থাকবে। তারপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্যও দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর করলেন ঃ এই সুযোগ লাভে উক্কাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে।

٤٢١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيْثِ نَحْوَحَدِيْثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اَوَّلَ حَدِيْثِهِ .

৪২১. আবূ বক্র আবূ ইব্ন শায়বা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মাতকে পেশ করা হয় .... এভাবে বর্ণনাকারী হুসায়ন বর্ণিত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেন। কিন্তু হাদীসটির প্রথমাংশ উল্লেখ করেন নি।

باب بيان كون هذه الامة نصف اهل الجنة

পরিচ্ছেদ ঃ জান্নাতীদের অর্ধাংশ এই উম্মাতের (মুহাম্মদীর) অন্তর্ভুক্ত

٤٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبْعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَاُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ مَاالْمُسْلِمُوْنَ فِى الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ ثَوْرٍ اَسْوَدَ اَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِىْ ثَوْرٍ اَبْيَضَ .

৪২২. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) .....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হবে। (আবদুল্লাহ্ বলেন) এ শুনে আমরা (খুশিতে) 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে ? সাহাবী বলেন, আমরা আবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তবে আমি আশা করি তোমরাই জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। আর এ সম্পর্কে তোমাদের আরও বলছি ঃ কাফিরদের ভিড়ে তোমাদের অবস্থান এমনই স্পষ্ট হবে, যেমন কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা একটি শ্বেত ষাঁড়ের গায়ে কালো পশম।

٤٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لاَيَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِيْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ.

৪২৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশজনের মত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে একটি গম্বুজের নিচে অবস্থান করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কসম তাঁর, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আশা করি যে, অবশ্যই তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। কেননা কেবল মুসলিমই সেখানে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে। আর মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের অবস্থান হবে, যেমন কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম অথবা লাল ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল পশমের মতো।

٤٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ أَدَمٍ فَقَالَ أَلاَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ أَتُحِبُّوْنَ أَنَّكُمْ رُبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْنَا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا أَنْتُمْ فِيْ سِوَاكُمْ مِنَ الْأُمَمِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.

৪২৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি চর্ম নির্মিত গম্বুজে হেলান দিয়ে বসে আমাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ জেনে রাখ, মুসলিম ব্যতীত কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্! আমি পৌঁছে দিয়েছি ? হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। তারপর বললেন ঃ তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তবে আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। তোমরা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় অথবা (সংখ্যায়) সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল পশমের মত অথবা কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত।

٤٢٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْعَبَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٌ وَتِسْعِيْنَ قَالَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا ذَالِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ اَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنِّيْ لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللّٰهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنِّيْ لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللّٰهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنِّيْ لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الاُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الاَسْوَدِ اَوْ كَالرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ .

৪২৫. উসমান ইব্ন আবূ শায়বা-আবাসী (র) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ (কিয়ামত দিবসে) আহ্বান করবেন, হে আদম! তিনি উত্তরে বলবেন, আমি আপনার সামনে হাজির, আপনার কাছে শুভ কামনা করি এবং সকল মঙ্গল আপনারই হাতে। মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবেন ঃ জাহান্নামী দল কতজনের ? মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এই-ই সেই মুহূর্ত, যখন বালক হয়ে যাবে বৃদ্ধ, সকল গর্ভবতী তাদের গর্ভপাত করে ফেলবে আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বস্তুত আল্লাহ্র আযাব বড়ই কঠিন। রাবী বলেন, কথাগুলো সাহাবাগণের কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি ? বললেন ঃ আনন্দিত হও। ইয়াজুজ ও মাজুজের সংখ্যা এক হাজার হলে তোমাদের সংখ্যা হবে একজন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কসম সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে। সাহাবী বলেন, আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা

করলাম এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলাম। তারপর আবার তিনি বললেন, শপথ সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আশা রাখি, জান্নাতীদের মধ্যে তোমরা তাদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। সাহাবী বলেন, আমরা বললাম, 'আলহামদু লিল্লাহ্' এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলাম। তারপর আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কসম সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে এবং তোমরা অন্যান্য উম্মাতের মধ্যে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত অথবা গাধার পায়ের চিহ্নের মত।

٤٢٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ مَا اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ الاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْاَبْيَضِ وَلَمْ يَذْكُرَا اَوْ كَالرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ .

৪২৬. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, "তোমরা সকল মানুষের মধ্যে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত হবে অথবা সাদা ষাঁড়ের গায়ে কালো পশমের মত হবে।" তাঁরা "গাধার পায়ের চিহ্নের মত" এ কথা উল্লেখ করেন নি।

ইফাবা—২০০১-২০০২—প্র/৬৩২০(উ)—৫২৫০